NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৭ ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে 'ভারত গৌরব' পিআর শ্রীজেশ

রাঁধুনি, স্কুলের নৈশপ্রহরী ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদের ভাতা দ্বিগুণ বিহারে ৭

কলকাতা ২ আগস্ট ২০২৫ ১৬ শ্রাবণ ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ৫৪ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 02.08.2025, Vol.19, Issue No. 54, 8 Pages, Price 3.00

টাকা দিলে ভাঙা হবে না বেআইনি নির্মাণ

আসানসোল পুরসভার বিরুদ্ধে এফআইআর-নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টে বিস্ফোরক অভিযোগ উঠল আসানসোল পুরসভার বিরুদ্ধে। ২০ লাখ টাকা দিলে ভাঙা হবে না বেআইনি নির্মাণ, এমনটাই নাকি দাবি করা হয়েছিল আসানসোল পুরসভার তরফে। আর এই টাকা দাবি করা হয়েছিল আসানসোল জেনারেল ফান্ডের নামে। বেআইনি নির্মাণ ভাঙা রদ করতে প্রথম দফায় ২০ লাখ দেওয়ার পর ফের দাবি করা হয় আরও ২০ লাখ টাকা। আর এই ঘটনাতেই মামলাকারীর আইনজীবী হাইকোর্টে জানান, 'বারবার এভাবেই টাকা চাইছে পুরসভা।' আসানসোল পুরসভার এই ভাবে টাকা দাবি করার ঘটনায় বিস্মিত বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত।

এরপরই বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্ত নির্দেশ দেন আসানসোল পুরসভার বিরুদ্ধে এফআইআর করার। বলেন, 'আজই আসানসোল পুরসভার বিরুদ্ধে এফআইআর করে আসুন। ঘটনা জানিয়ে অভিযোগ করুন।' একইসঙ্গে তিনি এ-ও জানতে চান, কী ভাবে আসানসোল পুরসভা ২০ লক্ষ টাকা নেয় সে ব্যাপারেও। সোমবার মামলার জরুরি শুনানি করবে আদালত।

আদালত সূত্রে খবর, আসানসোলে কারখানার সম্প্রসারণ চেয়ে আসানসোল পুরসভার কাছে আবেদন করেছিল এক সংস্থা। প্রাথমিক ভাবে মত দিলেও পরে পুরসভা বেঁকে বসে। নির্মাণ বেআইনি বলে ভাঙার নোটিস ধরায় আসানসোল পুরনিগম। এরপর ৫ জুলাই ভাঙার দিন বেআইনি নির্মাণ রদ হয় ২০ লক্ষ টাকা পুরসভাকে দেওয়ার পর। পরে আবার ২০ লাখ দাবি করে পুরসভা। তখনই হাইকোর্টে মামলা করে ওই সংস্থা। সেই মামলার জরুরি শুনানি চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সংস্থার পক্ষের আইনজীবী হরেরাম সিং।

প্রকাশিত বিহারের খসড়া তালিকা, সংসদে আলোচনা চায় বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: বিহারের সংশোধিত ভোটার তালিকার খসড়া সব রাজনৈতিক দলের হাতে তুলে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। খসড়া তালিকাটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে শুক্রবার দুপুরে। অবশ্য, তার আগে বিরোধীদের শোরগোলে সংসদের উভয়কক্ষই উত্তাল হয়ে ওঠে। খসড়া তালিকা এবং বিহারের ভোটার তালিকার সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে বিশেষ আলোচনা চেয়ে লোকসভার স্পিকারকে যৌথ ভাবে চিঠি দেয় বিরোধী দলগুলি। সেই সঙ্গে রাজ্যসভাতেও এ নিয়ে শোরগোল শুরু হয়। বিরোধীদের বিক্ষোভ এবং মুহুর্মুহু স্লোগানে ব্যাহত হয় সভার কাজ।

১ অগস্ট খসড়া তালিকা প্রকাশের কথা কমিশন আগেই জানিয়েছিল। সেইমতো শুক্রবার বিহারের ৩৮টি জেলার ২৪৩টি বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলির হাতে তালিকা তুলে দেওয়া হয়। কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যের ৯০,৮১৭টি বুথের পরিসংখ্যান রয়েছে ওই তালিকায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের হাতে জেলাশাসকরা খসড়াটি তুলে দেন।

এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা চেয়ে বিরোধী দলগুলি একত্রে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে চিঠি দেয়। তাতে বলা হয়, 'আমরা

বিহারের ভোটার তালিকার সংশোধন নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। ভোটের মাত্র কয়েক মাস আগে এটা করা হচ্ছে। এটা অভূতপূর্ব। কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছে, অনুরূপ সংশোধন সারা দেশে করা হবে। এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, সময় এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশঙ্কার প্রেক্ষিতে আমরা সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।' বিরোধীদের বক্তব্য, ভোটার তালিকার এই সংশোধনের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ ভোটাধিকার হারাবেন। এতে নির্বাচনপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়েও প্রশ্ন উঠবে। দেরি না-করে তাই এ নিয়ে আলোচনার দাবি জানানো হয় স্পিকারের কাছে। বিরোধীদের এই চিঠিতে সই করেছে কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, এনসিপি (শরদ পওয়ার), শিবসেনা, আরজেডি, আরএসপি প্রমুখ। কংগ্রেসের তরফে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, উপদলনেতা গৌরব গগৈ, তৃণমূলের তরফে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, এনসিপির তরফে সুপ্রিয়া সুলেরা চিঠিতে সই করেছেন।

তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় শুক্রবার বলেন, 'ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং এসআইআরকে দু'মুখো অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছে বিজেপি। আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছিলেন, এটা নীরব এবং অদৃশ্য একটা কারচুপি। এটা ছাড়া বিজেপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না।'

বিহারে চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তার আগে ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় সংশোধন শুরু হয়েছে। কমিশন জানিয়েছে, খসড়া তালিকা প্রকাশ সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। এই তালিকা প্রকাশের পর তা নিয়ে কোনও আপত্তি আছে কি না, একমাসের মধ্যে তা কমিশনকে জানাতে হবে। কারও নাম বাদ দিতে হলে বা কারও নাম তালিকায় জুড়তে হলে সেই সংক্রান্ত আবেদন ১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জমা দিতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি যে কোনও ভোটার অভিযোগ জানাতে পারবেন। বিহারের এই এসআইআর নিয়ে একাধিক মামলা হয়েছে। অভিযোগ, ভোটারদের কাছ থেকে ভোটাধিকার যাচাইয়ের জন্য যে নথি চাওয়া হয়েছে, সেই তালিকায় আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ডের মতো সহজলভ্য নথি রাখা হয়নি। আদালতে তা নিয়ে আপত্তি তুলেছে বিরোধীরা। সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন।

এরই মধ্যে আবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিজেপির হয়ে ভোট চুরির বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন রাহুল গান্ধি। তিনি দাবি করেছেন, তাঁর হাতে যে অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, তা পরমাণু বোমার চেয়ে কম নয়। যদিও রাহুলের অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে কমিশন।

অনিলের বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিস

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: ৩০০০ কোটি টাকা ঋণ মামলায় আরও বিপাকে রিলায়্যান্স গ্রুপের চেয়ারম্যান অনিল আম্বানি। শুক্রবার ইডি সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাঁর বিরুদ্ধে লুক-আউট সার্কুলার জারি হয়েছে।

গত মঙ্গলবার ইডির অফিসে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অনিলের। তারপরেই এই পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, মামলা এড়াতে যাতে কেউ দেশত্যাগ না-করেন, সে জন্য লুক-আউট সার্কুলার জারি হয়। দেশের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নৌবন্দরের প্রবেশ এবং প্রস্থানপথের জন্য ওই সার্কুলার দেওয়া থাকে সেখানকার আধিকারিক এবং কর্মীদের সাবধান করে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি সেখানে যান, তাঁকে আটক করতে হয়। প্রসঙ্গত, ২০০৭ থেকে ২০১৯

সাল পর্যন্ত অনিলের সংস্থা রিলায়্যান্স গ্রুপ ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নেওয়ার সময় নিয়ম মানেনি বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে ইডি দেখছে, ঋণ মঞ্জুর হওয়ার আগে ওই ব্যাঙ্কের কয়েকজন বড় অঙ্কের টাকা পান। এই নিয়ম বহির্ভূত 'বিনিময় ব্যবস্থা' সম্পর্কে অনিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান তদন্তকারীরা।

দেনাগ্রস্ত রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন্সের (আরকম) ঋণ অ্যাকাউন্টকে স্টেট ব্যাঙ্ক 'প্রতারক' হিসেবে চিহ্নিত করতে চলেছে বলে খবর। সংস্থার প্রাক্তন ডিরেক্টর অনিলের নাম এই সংক্রান্ত রিপোর্টে যুক্ত করতে চলেছে তারা। যা জমা পড়বে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছে। গত ২৩ জুন আরকম-কে এ ব্যাপারে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল স্টেট ব্যাঙ্ক। আরকম সেই চিঠির কথা শেয়ার বাজারকে জানানোর পরে আজ তা প্রকাশ্যে এসেছে। স্টেট ব্যাঙ্কের পরে আরকমের অন্যান্য ঋণদাতা ব্যাঙ্কগুলিও একই পদক্ষেপ করতে পারে। অনিলের আইনজীবীর দাবি, আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ব্যাঙ্ক এই চিঠি পাঠিয়েছে। শিল্পপতি আইনি রাস্তা খতিয়ে দেখছেন।

ডিভিসির জলে উদ্বিগ্ন নবান্ন, মঙ্গলে ঘাটাল যাচ্ছেন মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: দামোদর উপত্যকার জলাধারগুলো থেকে লাগাতার জল ছাড়ায় চরম উদ্বেগে রাজ্য প্রশাসন। বৃহস্পতিবার থেকে পাঞ্চেত ও মাইথন মিলিয়ে মোট ৪৬ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। পাঞ্চেত থেকে ২৭ হাজার ও মাইথন থেকে ১৯ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার ফলে হুগলি, বাঁকুড়া ও পূর্ব বর্ধমানের একাধিক নিচু এলাকা ইতিমধ্যেই জলমগ্ন। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন নবান্ন।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের নির্দেশে সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার ডিভিসিকে কড়া ভাষায় চিঠি পাঠিয়েছেন। সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, আগাম কোনও পরিকল্পনা ছাড়াই জল ছাড়লে ভয়াবহ বিপর্যয় হতে পারে। আগামী ৩-৪ দিনে ঝাড়খণ্ড ও বিহারে ভারী বৃষ্টির

পূর্বাভাস রয়েছে। এমন অবস্থায় আরও জল ছাড়া হলে হুগলি, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমানের বিস্তীর্ণ চাষের জমি, জনবসতি ও পরিকাঠামোর উপর গভীর প্রভাব পড়তে পারে। রাজ্য জানিয়েছে, জল ছাড়ার আগে অন্তত রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

ডিভিসি সেই অনুরোধ মানছে না বলেই অভিযোগ। ফলে জলস্তর দ্রুত বেড়ে চলেছে নিচু অঞ্চলে। হুগলির আরামবাগ মহকুমা বিশেষভাবে বিপর্যস্ত। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী আগামী মঙ্গলবার, ৫ অগস্ট ঘাটাল ও আরামবাগে যাবেন বলে জানা গিয়েছে। তিনি সেখানকার বন্যা পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে প্রশাসনিক স্তরে জরুরি ব্যবস্থা নেওয়ার বার্তা দিতে পারেন।

প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, কেন্দ্রের আওতাধীন একটি সংস্থার এমন নির্বিচার জল ছাড়া ও একতরফা সিদ্ধান্তের পরিণতি মারাত্মক হতে পারে। সেই কারণেই দ্রুত কেন্দ্রকে চিঠি পাঠানোর কথাও ভাবা হচ্ছে। রাজ্যের প্রশ্ন, একের পর এক সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে জল ছেড়ে রাজ্যে যদি বড়সড় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়, তা হলে তার দায় নেবে কে?

উপরাষ্ট্রপতি কে?

■ **জগদীপ ধনখড়ের উত্তরসূরি কে হবেন, তার জন্য আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে দেশের ১৭তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য গোটা দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে। ওইদিনই নির্বাচনী গণনা হবে এবং তা থেকেই স্পষ্ট হবে যে দেশের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি কে হবেন।**

'হিন্দু সন্ত্রাস' প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র, বিস্ফোরক প্রাক্তন পুলিশকর্তা

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: আরএসএস ছিল টার্গেট। লক্ষ্য ছিল 'হিন্দু সন্ত্রাস'কে জনমানসে গেঁথে দেওয়া। তার জন্য তলে তলে ছকা হয়েছিল ষড়যন্ত্র। কী সেই ষড়যন্ত্র? মালেগাঁও বিস্ফোরণ-কাণ্ডে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতকে গ্রেপ্তারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শোলাপুরে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি করলেন মহারাষ্ট্রের অ্যান্টি টেররিজম স্কোয়াডের প্রাক্তন পুলিশ অফিসার মেহবুব মুজাওয়ার। এই সব অভিযোগের সমর্থনে তাঁর কাছে প্রমাণও রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, ২০০৮ সালে মালেগাঁওতে বাইক বিস্ফোরণে ৬ জনের মৃত্যু হয়। জখম হয়েছিলেন শতাধিক। ঘটনার তদন্ত শুরু করে মহারাষ্ট্রের এটিএস। এই বিস্ফোরণ-কাণ্ডে ১৭ বছর মামলা চলার পরে অভিযুক্ত ৭ জনকেই বেকসুর খালাস করে দিয়েছে এনআইএ-এর বিশেষ আদালত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, কর্নেল প্রসাদ পুরোহিতরা। আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

বিস্ফোরণ-কাণ্ডে গভীরে ঢুকে তদন্ত করেছেন মেহবুব। তাঁর দাবি, পুরো তদন্তটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি বলেন, 'আদালতের এই রায় এটিএসের ভুয়ো তদন্তকে ফাঁস করে দিয়েছে।' এরপরেই মেহবুব মুজাওয়ার বোমা ফাটান। তিনি আরও বলেন, 'আমাকে সরাসরি নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যাও, মোহন ভাগবতকে ধরে নিয়ে এসো।' তবে কে এই নির্দেশ দিয়েছিল, তা বলেননি তিনি। নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের নামও মুখে আনেননি।

মেহবুব বলেন, 'এটিএস তখন কী তদন্ত করেছিল, কেন করেছিল তা বলতে পারব না। তবে আমাকে রাম কালসাঙ্গরা, সন্দীপ ডাঙ্গে, দিলীপ পাতিদার ও মোহন ভাগবতদের নিয়ে গোপন নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।' তবে এই নির্দেশ তিনি মানেননি। কারণ, হিসেবে মেহবুব বলেন, 'আমি বাস্তবটা জানি। তাছাড়া মোহন ভাগবতের মতো এত বিশাল ব্যক্তিত্বকে গ্রেপ্তার করার মতো ক্ষমতাও আমার ছিল না।' প্রবীণ আইনজীবী মহেশ জেঠমালানিও এক সর্বভারতীয় সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ভোটার তালিকায় বাংলাদেশি মুসলিম, প্রমাণ পেশ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় জালিয়াতির অভিযোগ তুলে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, রাজ্যের একাধিক বিধানসভার ভোটার তালিকায় বিদেশি বাংলাদেশি মুসলিমদের নাম ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাঁদের ভারতীয় নাগরিকত্বই নেই, অথচ তাঁরা তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হয়েছেন।

এক বিশেষ উদাহরণ তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, 'বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার ১০১, ১০২, ১০৪ ও ১০৫ নম্বর বুথগুলো সম্পূর্ণ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। এই চারটি বুথে একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষও বাস করেন না। অথচ ভোটার তালিকায় হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে,

সেখানে মুসলিম নাম জ্বলজ্বল করছে!' তিনি সরাসরি অভিযোগ করেন, 'এঁরা কেউই ভারতীয় নন, সকলেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী।' উদাহরণস্বরূপ তিনি ১০২ নম্বর বুথের ভোটার তালিকা প্রকাশ্যে আনেন এবং দাবি করেন, সেখানে যাঁরা বসবাস করেন, তাঁরা সবাই হিন্দু ভোটার। অথচ তালিকায় ৩২ জন মুসলিম ভোটারের নাম রয়েছে, যাঁরা উক্ত এলাকার বাসিন্দাই নন। অর্থাৎ, এঁরা সম্পূর্ণ ভুয়ো ভোটার।

শুভেন্দুর অভিযোগ আরও বিস্তৃত, 'এটা শুধু বারুইপুর পূর্ব নয়, রাজ্যের প্রায় সবক'টি বিধানসভা এলাকাতেই এমন ভূতুড়ে ভোটারদের নাম ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। এর মাধ্যমে ভোটে কারচুপি করতে চায় তৃণমূল।'

তিনি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশন অবিলম্বে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ শুরু না-করলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। বিরোধী দলনেতার কথায়, 'এই ভুয়ো ভোটাররাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকৃত ভোটব্যাঙ্ক। ভোটার তালিকা শুদ্ধ হলে, তৃণমূলের ভরাডুবি নিশ্চিত- এই ভয়েই আতঙ্কিত মুখ্যমন্ত্রী। তাই তিনি চান না, এই সব ভুয়ো নাম বাদ পড়ুক।'

মার্কিন শুল্ক

■ **শুল্কহার নিয়ে নানা দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলী ভাবনার লড়াই চলছে। এই শুল্কহারের ওপরেই নির্ভর করবে ভারত-মার্কিন আমদানি-রপ্তানির হিসেব। শুক্রবার ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত যে তিনটি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশি রপ্তানি করে, সেগুলো হল যন্ত্রপাতি, বস্ত্র ও কার্পেট, রত্ন ও অলঙ্কার।**

নির্দেশিকা

■ **বিশেষ ভোটার তালিকা সংশোধন কর্মসূচি চালুর আগে বড়সড় উদ্যোগ নিল নির্বাচন কমিশন। বুধবার দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে একগুচ্ছ নির্দেশিকা পাঠিয়েছে কমিশন। বলা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব বিএলও, AERO ও সুপারভাইজারদের ফাঁকা পদ পূরণ করতে হবে। ব্যতিক্রম শুধু বিহার, যেখানে ইতিমধ্যেই সংশোধনী কাজ চলছে।**

বেপাত্তা রুশ মহিলা, ক্ষোভ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: দিল্লি পুলিশের সামনে দিয়ে শিশুকে নিয়ে কী ভাবে দেশ ছাড়লেন রাশিয়ান মহিলা? কেন বাবার অভিযোগ পেয়েই পদক্ষেপ করল না পুলিশ? শুক্রবার প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্যকান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, পাঁচ বছরের ওই শিশুকে শীর্ষ আদালতের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তার জন্য দিল্লি পুলিশের গাফিলতিকে দায়ী করা হয়েছে। দিল্লি পুলিশের যে সমস্ত আধিকারিক এর জন্য দায়ী, তাঁদের কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। মা এবং সন্তানকে খোঁজার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে মস্কোয় ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। ওই রাশিয়ান মহিলার বিরুদ্ধে লুক-আউট নোটিস জারি করতে ইন্টারপোলের সাহায্য চাইতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্র এবং দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে কঠোর নির্দেশের হুঁশিয়ারি দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি কান্তের মন্তব্য, 'এই বৈবাহিক বিভ্রাট এবং শিশুর হেফাজতের মামলা আমাদের এখানে বিচারাধীন ছিল। আমরা বাবা-মা, কাউকেই এখনও শিশুর হেপাজত দিইনি। শিশুটিকে সুপ্রিম কোর্টের হেপাজত থেকেই ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'

প্রসঙ্গত, চন্দননগরের বাসিন্দা সৈকত বসু রাশিয়ান মহিলা ভিক্টোরিয়াকে বিয়ে করার পর ২০২০ সালে তাঁদের সন্তানের জন্ম হয়। কিন্তু সংসারে নানা অশান্তির কারণে একটা সময়ের পর স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকতে শুরু করেন। দীর্ঘ দিন ধরেই ছেলের হেপাজত নিয়ে

শান্তার নথি কোথা থেকে এল, তদন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৩ সাল থেকে যাদবপুরের বিজয়গড়ে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে থাকছিলেন বাংলাদেশের মডেল। বাংলাদেশের নাগরিক হয়েও, ভারতের ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড বানিয়ে ফেলেছিলেন বাংলাদেশি মডেল শান্তা। এরপর তদন্তে নেমে এবার আরও তথ্য সামনে আসে। জানা গিয়েছে,*ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে এসব এত নথি তিনি পেলেন কোথা থেকে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ

সূত্রের খবর, মেডিক্যাল পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে এসেছিলেন শান্তা। ভারতে থাকার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও কলকাতায় থেকে যান। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হওয়া দু'টি আধার কার্ডের একটির ঠিকানা কলকাতা এবং অন্য আধার কার্ডের ঠিকানা বর্ধমান।* কলকাতার পাশাপাশি বর্ধমানের ঠিকানা পেতে কে বা কারা সাহায্য করল, সে ব্যাপারেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে শান্তাকে, এমনটাই খবর পুলিশ সূত্রে।

এখানে থেকে গাড়ির ব্যবসা করতে চেয়েছিলেন শান্তা। সেইজন্য তাঁর নথি বিভিন্ন জায়গায় দেওয়া হয়। সেই নথি দেখে সন্দেহ হতেই লালবাজারের নজরে আনা হয় বলে সূত্রের খবর।*ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে হোটেল ব্যবসার জন্য একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ঋণেরও আবেদন করেছিলেন শান্তা। এমনকি, সেই ঋণ মঞ্জুরও করেছিল ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কটি। আর ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেতে তিনি কী নথি জমা দিয়েছিলেন, তা জানতে চাইছে পুলিশ। এর পাশাপাশি তাঁর হাত ধরে অবৈধ ভাবে কতজন বাংলাদেশি ভারতে এসেছেন এবং তাঁরা এখন কোথায় রয়েছেন, তাও জানতে তৎপর লালবাজার।

দুই বিদেশিনীর কীর্তি

বাবা-মায়ের আইনি লড়াই চলছিল। আদালতের নির্দেশে তিন দিন ছেলেকে নিজের কাছে রাখার অনুমতি পেয়েছিলেন রাশিয়ান মহিলা। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে শিশু তার বাবার কাছে থাকার কথা ছিল। অভিযোগ, ৭ জুলাই স্কুলের সময়ের পর থেকে শিশু বা তার মায়ের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্ট ওই মহিলাকে খুঁজে বার করার নির্দেশ দিলেও, পরে জানা যায়, তিনি দেশ ছেড়েছেন।

করে ওই নথি তৈরির চক্রের হদিশ পেতে চাইছে লালবাজার।

কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, শান্তার বাড়ি বাংলাদেশের বরিশালে। বাংলাদেশের দুই নামী সংস্থার মডেল ছিলেন তিনি। একাধিক বিউটি প্রতিযোগিতায় নাম দিয়েছিলেন। কলকাতায় অ্যাপ ক্যাবের ব্যবসা করতে গিয়েই পুলিশের জালে ধরা পড়েছেন তিনি। পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ যাদবপুর থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

বাদশার মুকুটে জাতীয় পুরস্কার

যুগ্ম সেরা অভিনেতা বিক্রান্ত, সেরা অভিনেত্রী রানি

নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: বলিউডের বাদশা তথা কিং খান হাজারো পুরস্কারের মালিক হলেও, এতদিন অধরা ছিল জাতীয় পুরস্কার। কোটি কোটি ভক্তের চোখের মণি শাহরুখ খান এবার সেই সম্মানে ভূষিত। সুপারহিট 'জওয়ান' ছবির জন্য কিং খান পেলেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার।

তবে তিনি একা নন। একইরকম ভাবে 'টুয়েলভথ ফেল' ছবিতে দর্শকদের মন জয় করে যুগ্ম ভাবে সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতে নিলেন বিক্রান্ত মাসে। সেরা অভিনেত্রী বেছে নেওয়া হয়েছে রানি মুখোপাধ্যায়কে। 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে' ছবির জন্য।

৩৩ বছরের দীর্ঘ কেরিয়ারে অজস্র সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন শাহরুখ। কখনও রোম্যান্টিক 'রাহুল' হয়ে বলেছেন, 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়।' আবার কখনও মারকাটারি

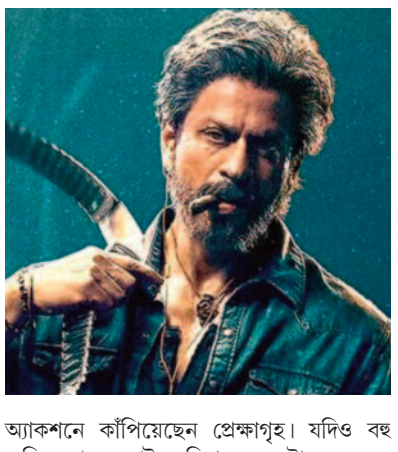

অ্যাকশনে কাঁপিয়েছেন প্রেক্ষাগৃহ। যদিও বহু অভিনেতার মতোই কেরিয়ারের একটা সময়ে বক্স অফিসে বারবার মুখ থুবড়ে পড়ছিল তাঁর সিনেমা। 'জিরো' ছবির পর মাঝে বছর চারেকের বিরতি নেন। আর কামব্যাক করেন একেবারে বাদশার মতোই।

'পাঠান', 'জওয়ান', 'ডাঙ্কি'-পরপর সুপারহিট। আর 'জওয়ানে'র হাত ধরেই এবার এল জাতীয় পুরস্কার। যেন পূর্ণ হল শাহরুখের কেরিয়ারের ষোলো আনা।

৭১তম জাতীয় পুরস্কারের মঞ্চে কিং খানের সঙ্গেই সেরা অভিনেতার পুরস্কার নেবেন বিক্রান্ত মাসেও। 'টুয়েলভথ ফেল' ছবিতে এক দরিদ্র পরিবারের ছেলের সাফল্যের কাহিনি নাড়া দিয়েছিল দর্শককে। বিক্রান্তের অনবদ্য অভিনয়ে ভিজেছিল চোখ। তারই পুরস্কার মিলল। 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সাস নরওয়ে'তে মায়ের ভূমিকায় অনন্য রানি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৯৫৬ নং এফিডেভিট বলে Bidyut Kumar Santra ও Bidyut Santra S/o. Suchandan Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)

বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় **বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ** ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।

বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।

M-9830508955/ 8972034019

নাম-পদবী

গত ২৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Bishu Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Sonatan Mandal ও Sonatan Mondal, Lt. S. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমি Madhumita Barman D/o. Swapan Barman গত ইং ২৯/০৭/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Madhumita Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। ৩০/০৭/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, হুগলী কোর্টে ৭৮ নং এফিডেভিট বলে Madhumita Khatun ও Madhumita Barman D/o. Swapan Barman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২ রা আগষ্ট। ১৬ ই শ্রাবন। শনি বার। নবমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধ র বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল। মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শুভ। বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। লৌহ মেশিনারি বা ইমারতির দ্রব্য ব্যাবসায়ীদের শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : শশুর বাড়ির স্বজন আত্মীয় দ্বারা ছোট ভ্রমণের সুযোগ এবং তাদের দাঁড়ায় সম্মান বৃদ্ধির যোগ। আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকবে, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতিবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : পরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য হতে সতর্ক থাকুন। আজকের দিনটা ভালো হলেও খুব সতর্ক থাকা ভালো। একসাথে পড়াশুনা করতেন এরকম বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বাড়িতে তালা দেওয়ার সময় তাড়াহুড়ো করবেন না, আপনার তাড়াহুড়োর কারণে মূল্যবান দ্রব্য কিছু দিন আগে ক্ষতি হয়েছে। ঋণ নি গ্রহণ করতে পারেন। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। বফন্ধু বান্ধব দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জলের মিস্ত্রি বাড়িতে আসলে আধার কার্ড বা পরিচয় পত্র নিতে ভুলবেন না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : ইলেকট্রিকাল দ্রব্য এসি, টিভি ফ্রিজ কেনার জন্য মনস্থির করছিলেন আজ শুভ দিন। পরিবারের আট বছরের নিচের কোনো শিশুর দ্বারা আনন্দ বৃদ্ধি গ্রোভবতী মায়েরা একটু সচেতন থাকুন। বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার নি সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : সচেতনতা মূলক শান্তি। স্বামী স্ত্রী র গভীর আলোচনায় কেন তৃতীয় ব্যাক্তিকে টানছেন? লিভার, তলপেট, গলব্লাডার, নিয়ে যে সমস্যা তৈরি হয়েছিল তার থেকে মুক্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা শুভ। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : বিষয় আসায় বিশেষ করে মৃত পিতার সম্প্রতি বা মৃত দাদুর সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির নতুন পথ দেখা যাবে। আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বৃদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : মনে এক আর মুখে এক, এই করলে বিপদ। প্রাণের বন্ধু আপনি যাকে ভাবতেন তিনি আপনাকে কেন এড়িয়ে চলছে? এক প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা ক্ষতির আশংকা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে দুঃখ প্রাপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : কিছু শুভ। যাকে এতদিন শত্রু মনে করতেন আজ তিনি আপনার বন্ধু রূপে বিশেষ কোনো উপকার করবে। পরিবারের নাবালক আত্মীয় দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। বাড়ির পোষ্য কুকুর বা বেড়াল থেকে সমস্যা তৈরী হবে। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : এক প্রিয়জনের সহযোগিতায় নৈরাশ্য হতাশা কাটবে আনন্দ প্রাপ্তি। গুরুর মন্ত্র নিলেন কিন্তু পুজোপাঠ জপ-তপ এ আপনার মন নেই, তাহলে দৈব কৃপা কেমন করে পাবেন। গ্রহ স্থিতি অনুসারে বান্ধব দ্বারা বা মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : স্বজন বান্ধব সহ আনন্দ প্রাপ্তি। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। আপনার মনে সেবা মূলক ভাব ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, সমাজে কোনো শুভ কিছু করার চিন্তা আজ আপনার রাশির উপ অতীব শুভ যোগ তৈরি করছে। হঠাৎ করে অর্থ প্রাপ্তি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন। আজ ছোট ঘটনা নিয়ে যদি অধৈর্য হয়ে পড়েন পরিবারে বিবাদ বিতর্ক সৃষ্টি হয় তাহলে সুখ কি করে আসবে? আজ সতর্ক বি থাকার দিন। প্রেমিক যুগল আজ কথা না রক্ষার জন্য ছোট বিবাদ বড় আকার নেবে। কোর্ট কেসে যে মামলাটি আছে আজ সেই বিষয় দুঃখ প্রাপ্তি হবে। গৌড় বর্ণের শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন।। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

(আজ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় র শুভ ভূমিষ্ঠ দিবস। বিজ্ঞান দিবস । নবমীর একোদ্দীষ্ট ও সপিন্ডন)

নাম-পদবী

গত ০১/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৮১২ নং এফিডেভিট বলে আমি Hamanta Roy S/o. Motia Roy (old name) R/o. Purbapara, Konchmali, Boinchi, Pandua, Hooghly-712134, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Hemanta Roy S/o. Matilal Roy (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Hamanta Roy S/o. Motia Roy & Hemanta Roy S/o. Matilal Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৩/২০২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ২৩৩২ নং এফিডেভিট বলে আমি Manual Murmu S/o. John Murmu সাং ইস্টবেঙ্গল কলোনী, পশ্চিম বলাগড়, নিয়ার বনমসজিদ, সাহাগঞ্জ, চুচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা John Murmu & Johan Murmu S/o. Martin Murmu ও আমার মাতা Bijaya Murmu & Bigiya Murmu & Bijoya Rani Murmu W/o. John Murmu, D/o. Atul Chandra Chakl সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৯৩৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Tarun Chandra ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Taraknath Chandra ও T N Chandra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬৬৯৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Nanigopal Baroi S/o. Late Ganendra Nath Baroi R/o. Tinna Shasthitala, Tinna, Pandua, Hooghly-712149 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Tapan Barai) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Nonigopal Barai ও তাহার মাধ্যমিক পাশ সার্টিফিকেটে আমার নাম Nani Baroi লিপিবদ্ধ আছে। Nanigopal Baroi & Nonigopal Barai & Nani Baroi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি, MD. JABED, পিতা Md. Sahid, ঠিকানা - ৯, মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী রোড, থানা-বেনিয়াপুকুর, কলকাতা-১৭। গত ১৭/০৭/২০২৫ তারিখে আলিপুর ফার্স্টক্লাস এল.ডি. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (No. : 44945) বলে আমার বাবা MD. SAHID and MONU - এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে সর্বত্র পরিচিত হইল।

I, Sujit Kumar Mondal S/O Late Anil Kumar Mondal, residing at 17/5C, Pudda Pukur Road, Bakul Tola Riksha Stand, Netaji Nagar, P.O- Regent Estate, P.S - Netaji Nagar, Kolkata - 700092. Few documents of my daughter namely Priyanka Mondal, my name has been wrongly recorded / written as Sujit Mondal Instead of Sujit Kumar Mondal. Vide an affidavit (3028) sworn before the First Class Judicial Magistrate Court Alipore on 09.01.2025 I will be known as Sujit Kumar Mondal. Sujit Mondal and Sujit Kumar Mondal both are same and one identical person. My name Sujit Kumar Mondal be written/recorded in all documents of Priyanka Mondal wherever applicable.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারন জনগনকে জানাইতেছি যে খিদিরপুর মৌজাতে Jl. No- 140, L.R. Plot No- 1030, L.R. Khatian No-207 নিতাই গিরি নামে রেকর্ডভুক্ত সম্পত্তি ছিল, তাহার থেকে বিভিন্ন দলিল মূলে K. Tarakeswar Rao পিতা-K. Laxminarayan কিনে 215/18 তারিখ 11/09/2018 সালে B. Bhujanga Rao পিতা-Late Krishna কে আমমোক্তারনামা প্রদান করে এবং তিনি বিভিন্ন দলিল মূলে ওই জমি বিক্রয় করে (Deed No-9342/24) থাকে। তাহাতে সম্পত্তির ওয়ারীশ বা অংশিদারের কোন আপত্তি থাকিলে B.L & L.R.O, Kharagpur-I দপ্তরে ৩০ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাইতে হইবে নচেৎ পরবর্ত্তীকালে কোন ওজর আপত্তি গ্রহম যোগ্য হইবে না।

Tarakeshwar Chatterjee
Advocate
Midnapore Judge Court
F-1190/591/2005
M-9333413172

।। দলিল হারানোর বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৺গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী পিতা ৺অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী, মহাশয়ের নামে খরিদা ০১/০৯/২০০৮ তারিখে এ.ডি.এস.আর., শ্রীরামপুর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5095/2008 নং বিক্রয় কোবালা দলিলটি (যাহা জেলা হুগলী, থানা উত্তরপাড়া, উত্তরপাড়া-কোতরং মিউনিসিপ্যালিটির অধীন, জে.এল. নং ৯, ভদ্রকালী মৌজায়, আর.এস. ১০২ তথা হাল এল.আর. ১৬২৮ খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ২৫৫৪ নং দাগে, ৪৯, ঘোষপাড়া লেন, অম্বিকা এ্যাপার্টমেন্ট-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরে ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি ফ্ল্যাট নং G-2) বিগত ইংরাজীর ১১/০৭/২০২৫ তারিখে হারাইয়া গিয়াছে। এই মর্মে স্থানীয় **উত্তরপাড়া থানায়** একটি জেনারেল ডায়েরী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহার **জি.ডি.ই নং ৮২৭ তারিখ ১৪/০৭/২০২৫** । প্রকাশ থাকে যে, আমার মক্কেল **শ্রীমতী অনিন্দিতা গুপ্ত** স্বামী বিলাস গুপ্ত, পিতা ৺গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী, সাকিম ৪৯, ঘোষপাড়া লেন, ফ্ল্যাট-G2, অম্বিকা এ্যাপার্টমেন্ট, ভদ্রকালী, হুগলী-৭১২২৩২, মহাশয়া উক্ত সম্পত্তির বর্তমান দখলিদার ও মালিক হইতেছেন। এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, এক্ষণে কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকিলে বা উক্ত দলিল সম্পর্কে কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন বক্তব্য, দাবী দাওয়া বা অভাব অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে তথ্য প্রমান সহ লিখিত ভাবে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানাইতে হইবে নতুবা পরবর্তী কালে কোন দাবি দাওয়া বাতিল ও নামাঞ্জুর বলিয়া গন্য হইবে। উক্ত দানপত্র দলিল দিয়ে কেহ কোন লেনদেন করিলে তাহা সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

Annada Charan Barik
Advocate
Serampore Court, Hooghly

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী অসীম মিশ্র** পিতা ৺সাক্ষী গোপাল মিশ্র, **২)শ্রী অপূর্ব চ্যাটার্জ্জী** পিতা ৺নিতাই চন্দ্র চ্যাটার্জ্জী, উভয়ের সাকিম বড়বাজার, হোসেনগলি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়গণ বিগত ইং ২৪/০১/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00759/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমাদিগকে **(১)শ্রী অনুপ কুমার দাস** পিতা ৺কৃষ্ণচন্দ্র দাস, সাকিম দক্ষিণ সিমলা, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২ ও **২)শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার** পিতা শ্রী কার্তিক চন্দ্র সিকদার সাকিম রবীন্দ্রনগর পশ্চিমপাড়া, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা বিগত ইং ০৩/০৪/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2858/2025 নং দলিল মূলে **শ্রী রঞ্জন ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺রসরাজ ভট্টাচার্য্য সাকিম সুকান্তনগর, রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়কে ২ কাঠা ২ ছটাক ৩৭ বর্গফুট বা কমবেশী ৩.৫৯ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা গোটু, জে.এল নং ৬৩, ১)হাল এল.আর. ৩৬৬৬ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৪৩৯ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.৫৬ একর তন্মধ্যে ১ কাঠা ১ ছটাক ১৮.৫ বর্গফুট ও ১)হাল এল.আর. ৩৬৬৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৪৩৯ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.৫৬ একর তন্মধ্যে ১ কাঠা ১ ছটাক ১৮.৫ বর্গফুট, একুনে একটি দাগে, দুইটি খতিয়ানে মোট ২ কাঠা ২ ছটাক ৩৭ বর্গফুট বা কমবেশী ৩.৫৯ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী রঞ্জন ভট্টাচার্য্য** পিতা ৺রসরাজ ভট্টাচার্য্য তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

১)শ্রী অনুপ কুমার দাস
২)শ্রী প্রদীপ কুমার সিকদার
আমমোক্তার

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী তপন মণ্ডল** পিতা-মৃত সিতাংশু শেখর মণ্ডল, **শ্রীমতী গীতা মণ্ডল** স্বামী শ্রী তপন মণ্ডল, **শ্রী সোহম মণ্ডল** পিতা শ্রী তপন মণ্ডল, সাং উত্তরায়ন, পোঃ-চুঁচুড়া (আর, এস) থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, **শ্রী জ্যোতির্ময় দত্ত** পিতা মৃত সুনীল কুমার দত্ত, **শ্রীমতী মুনমুন দত্ত,** স্বামী শ্রী জ্যোতির্ময় দত্ত, **শ্রীমতী তাপসী মোদক** স্বামী শ্রী বিজয় মোদক, সাং বঙ্কিমকানন পোঃ-চুঁচুড়া (আর, এস) থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, এবং **শ্রীমত্যা অমৃতা সিংহ রায়** স্বামী মৃত জগন্নাথ সিংহ রায়, **মিস বর্ষনা সিংহ রায়** পিতা মৃত জগন্নাথ সিংহ রায়, সাং ২৩/৪ ১৬, কামারপাড়া, মারকুণ্ড লেন, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, বিগত ইং ০৭/০৭/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, হুগলী আফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ০৬০৩০৮৫৮৯ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে এবং স্বয়ং **শ্রী বিজয় মোদক** পিতা মৃত গোপাল চন্দ্র মোদক সাং বঙ্কিমকানন চুঁচুড়া (আর, এস), থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন।

এক্ষনে অত্র বিক্রীত সম্পত্তি বিষয়ক কাহারও যদি কোনরুপ আইনি আপত্তি থাকে তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (তিরিশ) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এন্ড এল.আর.ও. চুঁচুড়া-মগরা, লিচুবাগান, ব্যাণ্ডেল দপ্তরে সমস্ত কাগজপত্রাদী সহ অভিযোগ জানাবার জন্য আহ্বান জানানো যাইতেছে।

সম্পত্তির তপশীল: জেলা-হুগলী, থানা-চুঁচুড়া, মৌজা-সিমলা, জে,এল, নং- ১৬, কোদালিয়া ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এল,আর, দাগ নং ১৩১৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৭৬৩১, ৭৬৩২, ৭৬৩৩, ৭৬৩৪, ৮৪০৫, ৮৪০৬, ৮৪১৭, ৮৪১৯, ১০২৪৪, ১০২৪৫।

রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলের বিবরণ:- (১) দলিল নং ০৬০৩০৯৭২৭/এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, তারিখ ২৮/০৭/২০২৫ (২) দলিল নং ০৬০৩০৯৭২৬/এ.ডি.এস.আর. চুঁচুড়া, তারিখ ২৮/০৭/২০২৫

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ্ সিনিয়ার ডিভিশন প্রথম আদালত, চুঁচুড়া
রেফা : দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং - ১৬০/২২
বাদী:- শ্রী সুমিত দাস
বনাম
বিবাদী:- জ্যোতি বিশ্বাস দীং
(১) জ্যোতি বিশ্বাস, পিতা শ্রী সুশীল বিশ্বাস বর্ত্তমান সাকিম - হরিনঘাটা (মাস্টার পাড়া) পো: - সুবর্ণপুর, থানা - হরিনঘাটা, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১২৪৯

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী সুমিত দাস,** পিতা সৌমেন দাস, সাকিম-বলাগড় রোড, থানা - চুঁচুড়া, পোঃ ও জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২১০৩, অপরাপর ব্যক্তির সহিত আপনার বিরুদ্ধে স্বত্ব -সাব্যস্ত মতে দাবী লইয়া উক্ত মহামান্য আদালতে মোকর্দ্দমা আনয়ন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা বিষয়ে আপনার কোনোরূপ বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে আপনি স্বয়ং বা ভারপ্রাপ্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা অত্র আদালতে আসিয়া দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক বাদীর অনুকূলে মোকর্দ্দমা মঞ্জুর হইবে।

বাদীর পক্ষে
শ্রী শীর্ষেন্দু বন্দোপাধ্যায় (উকিলবাবু)

আদালতের অনুমত্যানুসারে
পার্থসারথি পাল (সেরেস্তাদার)
জেলা হুগলী মহামান্য সিভিল জজ্ সিনিয়ার ডিভিশন, প্রথম আদালত, চুঁচুড়া

নোটীশ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন তৃতীয় আদালত, মেদিনীপুর
জে. মিস নং ২৪/২০১৭

১২) শ্রী ঝাড়েশ্বর সাউ পিতা–৺বনমালি সাউ, সাং+পোঃ+থানা– তনুয়া, থানা–মোহনপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। (১৩) শ্রী বিমল বিশাল পিতা –৺রামবিহারী বিশাল, সাং-বরদা, পোঃ- মির্জাপুর, থানা - এগরা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর । (১৪) শ্রী তারাপদ মাইতি পিতা–৺হরপ্রসাদ মাইতি, সাং- ভুরুঞ্জী, পোঃ- ছাড়াগেড়িয়া, বর্তমান ঠিকানা- সাং-বগদা, পোঃ ও থানা -মোহনপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। (১৮/এ) শ্রীমতী নমিতা পাত্র, স্বামী –৺প্রদীপ পাত্র, (১৮/বি) শ্রী প্রকাশ পাত্র, পিতা –৺প্রদীপ পাত্র, (১৯) সেক আব্দুল মোতলেব পিতা আব্দুল জলিল, (২০) মোসাম্মত রিজিয়া বিবি স্বামী সেক আব্দুল মোতলেব, সর্ব সাং- বগদা, পোঃ-মোহনপুর, থানা– মোহনপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর। (২১) সায়দা বানু, স্বামী- সফিউল্লা, সাং- কসোবাগোলা, থানা- মোহনপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর।

প্রতি...

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, অত্র আদালতে সৈয়দ মুরসেদ আলি পিতা-মৃত খুরসেদ আলি, সাং পোঃ থানা– মোহনপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর দীং দরখাস্তকারীগন আপনাদের বিরুদ্ধে সন ২০১৭ সালের ২৪নং জে মিস, মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন । উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইং ১৬.০৯.২০২৫ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে । উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে উক্ত ধার্য্য দিনে বা তৎপূর্বে আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

আদশোনুসারে
Smt. Nibedita Mukherjee Mojumdar
সেরেস্তাদার, সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন
23/07/2025 তৃতীয় আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা সুমিত্রা দাস** স্বামী ৺মনি মোহন দাস, ২)শ্রী মিলন দাস পিতা ৺মনি মোহন দাস উভয়ের সাকিম কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৩)শ্রীমতী অর্চনা বাঙাল** স্বামী শ্রী দিলীপ বাঙাল, **৪)শ্রীমতী কাকলী পাঁজা** স্বামী শ্রী দুধ কুমার পাঁজা, ৩/৪ এর সাকিম সাহানাপাড়া, সিঙ্গুর, হুগলী-৭১২৪০৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ৩০/০৬/২০১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-0216/2015 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেলদ্বয় **১)শ্রী কল্যাণ দাস, ২)শ্রী মলয় দাস,** উভয়ের পিতা ৺মনি মোহন দাস, সাকিম কৃষ্ণপুর চন্দনপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলদ্বয় নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৬/০৭/২০১৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2396/2019 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দয়াশঙ্কর যাদব** পিতা শ্রী জয়নাথ যাদব, সাকিম ৪৯ লাল বাহাদুর শাস্ত্রী রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী-৭১২২০১ মহাশয়কে ১১.২৫ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা দক্ষিণ হাজিপুর, ৪৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৯ নং খতিয়ানে, সাবেক আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৫২ নং দাগে পুকুর ষোল আনায় ২৪০ শতকের মধ্যে ০.২০০০ অংশে ৪৮ শতক মধ্যে পূর্বে বিক্রীত ২৪.৭৫ শতক বাদে অবশিষ্ট ২৩.২৫ শতক তন্মধ্যে ১১.২৫ শতক অত্র কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দয়াশঙ্কর যাদব** পিতা শ্রী জয়নাথ যাদব, মহাশয় তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আজ থেকে চালু হচ্ছে ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’ কর্মসূচি

বুথভিত্তিক সমস্যার সমাধানে বরাদ্দ ৮ হাজার কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: জেলাস্তরে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানেই রাজ্য সরকার চালু করতে চলেছে নতুন কর্মসূচি, ‘আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান’।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পর আজ শনিবার ২ অগস্ট থেকে রাজ্যজুড়ে এই প্রকল্প চালু হচ্ছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে বুধবার নবান্নে সমস্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেখানেই জেলাশাসকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকা। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য, রাজ্যের ৮০ হাজার বুথে সাধারণ মানুষের ছোটখাটো সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান। সেইমতো বুথ পিছু ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ করেছে রাজ্য সরকার। মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, কোন কাজের জন্য কীভাবে টাকা খরচ হবে, তা ঠিক করবেন সংশ্লিষ্ট বুথের বাসিন্দারাই। স্থানীয় মানুষদের মতামতের ভিত্তিতেই হবে প্রকল্প নির্বাচন। ইতিমধ্যেই নবান্নের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক কোন কোন বিষয়ে এই প্রকল্পের আওতায় কাজ হবে।

প্রকল্পের আওতায় রয়েছে এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা, ড্রেন, কালভার্ট নির্মাণ বা মেরামতি। জলের সংযোগ, নলকূপ, পাইপলাইন বসানো বা মেরামতির মতো কাজ, রাস্তার আলো- এলইডি লাইট, সোলার লাইট বা হাইমাস্ট ল্যাম্প স্থাপন ও মেরামতি, সার্বজনীন শৌচাগার নির্মাণ, বিশেষ করে বাজার এলাকায়। এছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ছাদ মেরামতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পাঁচিল নির্মাণ-সহ আরও বিভিন্ন কাজ।

এসআইআর নিয়ে রাজনীতির আঁচ বাড়ছে, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটার তালিকা যাচাইয়ের প্রস্তাবিত কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে ঘিরে উত্তাপ বাড়ছে বাংলার রাজনীতিতে। যদিও এখনও পশ্চিমবঙ্গে এই প্রকল্প কার্যকর হয়নি, তবুও সম্ভাবনার ইঙ্গিতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। একদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটার তালিকায় কাউকে বাদ না দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, অন্যদিকে বিজেপি পাল্টা তুলে ধরছে অনুপ্রবেশ ও ভুয়ো ভোটারের অভিযোগ।

এই প্রসঙ্গে শুক্রবার রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য তীব্র আক্রমণ শানিয়ে বলেন, বিজেপি সব হিন্দু ও ভারতীয় মুসলমানদের পাশে আছে। তাদের কেউ ছুঁতে পারবে না। কিন্তু যারা বেআইনিভাবে এ দেশে ঢুকেছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি দাবি করেন, রাজধানী দিল্লির বাংলা কলোনিতে বহু শিখা, গোপা নামধারী মহিলারা কাজ করতেন, হঠাৎই তারা উধাও হয়ে যাচ্ছেন। অথচ ভোটার তালিকায় এখনও তাঁদের নাম রয়েছে। বাস্তবে সেইসব মানুষের কোনও অস্তিত্ব নেই। তাঁর অভিযোগ, এ ধরনের ভুয়ো ভোটার তৈরি হচ্ছে সীমান্তবর্তী জেলা উত্তর ২৪ পরগনায়। অনেক ভারতীয় মুসলমান নিজেরাই রোহিঙ্গাদের শনাক্ত করছেন, পুলিশকে ডেকে জানাচ্ছেন; এরা বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা।

শমীক আরও বলেন, বারাসাত থেকে মধ্যমগ্রাম; এলাকার পর এলাকা জুড়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীরা ভুয়ো ভোটার কার্ড তৈরি করছে। আর এই কাজে সহযোগিতা করছে তৃণমূল। তৃণমূল বুঝে গিয়েছে তারা আর ২০২৬ সালে ক্ষমতায় ফিরতে পারবে না। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে এখন অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করার চেষ্টা করছে। এজন্যই এসআইআর বিরোধিতার নামে ভয় দেখানো হচ্ছে বিএলও-দের, গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তৃণমূল ছাড়াও কংগ্রেসকেও কটাক্ষ করেন তিনি।

শমীক ভট্টাচার্যর মন্তব্যে স্পষ্ট; এসআইআর চালু না হলেও তার বিরোধিতা ঘিরেই রাজ্যে ক্রমেই রাজনৈতিক বিভাজন প্রকট হচ্ছে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, সব বদলাবে। বাংলায় যারা জালিয়াতির আশ্রয়ে ভোটার তালিকায় ঢুকেছে, তারা কেউ রক্ষা পাবে না। বিজেপি জনগণের পাশে আছে, অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই চলবেই।

চালকহীন ট্রেনের পরীক্ষা, রবিবার বন্ধ ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর গ্রিন লাইন ২ পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রযুক্তির দুনিয়ায় নতুন অধ্যায় সূচনার পথে কলকাতা মেট্রো। ইস্ট-ওয়েস্ট করিডরের হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত অংশে চালকবিহীন ট্রেন চালানোর পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে চলেছে কর্তৃপক্ষ। এই পরীক্ষার জন্য ৩ অগস্ট, রবিবার, পুরো গ্রিন লাইন ২-এ যাত্রী পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে বলে জানানো হয়েছে মেট্রোর তরফে।

শনিবার রাত ১০টা ৩০ মিনিট থেকে রবিবার রাত ১১টা পর্যন্ত চলবে এই কাজ। মূলত অটোমেটিক ট্রেন অপারেশন ও উন্নত স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থার সংমিশ্রণে নতুন প্রযুক্তির কার্যকারিতা যাচাই করাই এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য। দিল্লি মেট্রোতে আগেই এই ব্যবস্থা চালু হলেও কলকাতায় এই প্রথম এমন উদ্যোগ নেওয়া হল।

রবিবার যাত্রী চাপ তুলনামূলকভাবে কম থাকায় ওইদিন পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ব্লক চলাকালীন ব্লু লাইনে দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত পরিষেবা স্বাভাবিক থাকবে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই পরীক্ষার সাফল্যই ভবিষ্যতে হাওড়া ও শিয়ালদহ মেট্রোর পূর্ণ পরিষেবা চালুর পথে বড় পদক্ষেপ হতে পারে।

টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন ভাটপাড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিপর্যস্ত জনজীবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: টানা বৃষ্টিতে সর্বত্র জল থই থই। একনাগাড়ে বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ভাটপাড়া পুরসভার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। এলাকায় বর্ষায় জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত। অভিযোগ, বেহাল নিকাশির দরুন ভাটপাড়া ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাদ্রাল ২ নম্বর রবীন্দ্রপল্লি-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের তলায়। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের রথতলা শীতলাতলা থেকে বাদামতলা পর্যন্ত জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। অভিযোগ উঠেছে, জমা জল ঘরে ঢুকে পড়ছে। সেই নোংরা জলের সঙ্গে সাপ, ব্যাঙ, পোকামাকড়ও ঘরে ঢুকছে। জমাজলের কারণে পড়ুয়াদের পঠন-পাঠন শিকেয় উঠেছে। অভিযোগ উঠেছে, খানাখন্দে ভরা পুরসভার সমস্ত রাস্তাঘাট। রাস্তার মাঝে গজিয়ে ওঠা বড় বড় গর্ত। বৃষ্টির জলে সেই গর্তগুলো পূর্ণ হয়ে মরণফাঁদের আকার নিয়েছে। অথচ পুরসভার কোনও হেলদোল নেই। টানা বৃষ্টিতে ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের স্থিরপাড়া, মণ্ডলপাড়া এবং ৩০ নম্বর ওয়ার্ডের উচ্ছেগড়, নতুনগ্রাম-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জল জমেছে। অভিযোগ, বেহাল নিকাশির কারণেই জলযন্ত্রণার শিকার বাসিন্দারা। ভাটপাড়া পুরসভার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিখা কুন্ডু বলেন, বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা এবং রাস্তা উঁচু হওয়ার কারণে সমস্ত বাড়িতে বর্ষার জমাজল ঢুকছে। এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় সাপ, ব্যাঙ ও পোকামাকড়ের উৎপাত বাড়ছে। অপরদিকে ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অমিতাভ চৌধুরী বলেন, সামান্য বৃষ্টিতে এই ওয়ার্ডের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে জল জমে। প্রতি বর্ষাতে তাদের জল যন্ত্রণার শিকার হতে হচ্ছে। অথচ উদাসীন পুর কর্তৃপক্ষ। পুর অঞ্চলের জলমগ্ন দশা নিয়ে ভাটপাড়ার উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষ বলেন, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সম্প্রসারণের ফলে জলজমার সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে পাম্প বসিয়ে জমাজল অপসারণ করা হচ্ছে। আগামীদিনে এই জল জমার সমস্যা থেকে বাসিন্দারা মুক্তি পাবেন। ভোটে জেতার পর নাকি এলাকায় কাউন্সিলরদের দেখাই মেলে না। বাসিন্দাদের এই অভিযোগ প্রসঙ্গে উপ-পুরপ্রধান দেবজ্যোতি ঘোষের সাফাই, এই ধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন। তবে দু-একটি ওয়ার্ডে এটা হতে পারে।

দমদম ও ব্যান্ডেল স্টেশনের কাছে ট্র্যাক মেরামতি, বাতিল একাধিক লোকাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ব রেলের শিয়ালদহ শাখার দমদম ও ব্যান্ডেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য নির্ধারিত সময়সীমায় ট্রাফিক ব্লক ঘোষণা করা হয়েছে। এই কারণে বেশ কয়েকটি শিয়ালদহ বিভাগের লোকাল ট্রেন বাতিল এবং কিছু ট্রেন নিয়ন্ত্রিতভাবে চালানো হবে।

দমদম স্টেশন চত্বরে ট্র্যাক মেরামতির জন্য আজ ২ অগস্ট, শনিবার রাত ১০টা ৫০ মিনিট থেকে ৩ অগস্ট, রবিবার সকাল ৫টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত ৭ ঘণ্টার ট্রাফিক ব্লক নেওয়া হবে। এর ফলে নীচের ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে।

২ অগস্ট, শনিবার বাতিল ট্রেন
শিয়ালদহ, বনগাঁ (আপ ৩৩৮৬১ ও ডাউন ৩৩৮৫৮)
শিয়ালদহ, নৈহাটি (আপ ৩১৪৪৭ ও ডাউন ৩১৪৫০)

৩ অগস্ট, রবিবার বাতিল ট্রেন
শিয়ালদহ, কল্যাণী সীমান্ত (আপ ৩১৩১৩ ও ডাউন ৩১৩১৬)
শিয়ালদহ, নৈহাটি (আপ ৩১৪১১ ও ডাউন ৩১৪১৪)
শিয়ালদহ, হাবড়া (আপ ৩৩৬৫১ ও ডাউন ৩৩৬৫২)
শিয়ালদহ, ডানকুনি (আপ ৩২২১১, ৩২২১৩, ৩২২১৫, ৩২২১৭ এবং ডাউন ৩২২১২, ৩২২১৪, ৩২২১৬, ৩২২১৮)
শিয়ালদহ, বারাসাত (আপ ৩৩৪৩১ ও ডাউন ৩৩৪৩২)
শিয়ালদহ, রানাঘাট (আপ ৩১৬১১ ও ডাউন ৩১৬১২)
শিয়ালদহ, বনগাঁ (আপ ৩৩৮১৭ ও ডাউন ৩৩৮২৬)

উল্লেখযোগ্যভাবে, ৩ অগস্ট রবিবার ডাউন ৩৩৮১২ বনগাঁ, শিয়ালদহ লোকাল ট্রেনটি শিয়ালদহ পর্যন্ত যাবে না, বরং দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে থেমে যাবে। অপরদিকে, আপ ৩৩৮১৩ শিয়ালদহ, বনগাঁ লোকাল ট্রেনটি শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে না, বরং দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে সকাল ৪টা ৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে।

ব্যান্ডেল স্টেশন এলাকায় ট্র্যাক ও পাওয়ার ব্লক

একই দিনে, অর্থাৎ ২ অগস্ট, শনিবার ব্যান্ডেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়ও ট্র্যাক ও পাওয়ার ব্লকের কাজ হবে। এই কারণে নিম্নলিখিত ইএমইউ লোকাল ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে।

ব্যান্ডেল থেকে বাতিল ট্রেন
৩৭৫৩৮, ৩৭৫৪০, ৩৭৭৫১

নৈহাটি থেকে বাতিল ট্রেন
৩৭৫৩৭, ৩৭৫৩৯

কাটোয়া থেকে বাতিল ট্রেন
৩৭৭৪৬

এছাড়াও, ১৩৪৬৫ হাওড়া, মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনটি পথে চলাকালীন ৩০ মিনিট নিয়ন্ত্রিতভাবে চলবে।

রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যাত্রী নিরাপত্তা ও রেল চলাচলের মানোন্নয়নের স্বার্থেই এই ব্লক নেওয়া হয়েছে। সাময়িক অসুবিধার জন্য যাত্রীদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করা হয়েছে এবং আগাম এই তথ্য জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে যাত্রীরা প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা করে নিতে পারেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২ অগস্ট ২০২৫, ১৬ শ্রাবণ ১৪৩১ শনিবার

ভুয়ো আধার কার্ড দিয়ে সারা রাজ্য থেকে তোলা হয়েছে ২৩ হাজার সিম!

সাইবার জালিয়াতি-সহ জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেলের যোগ নিয়ে আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভুয়ো আধার ব্যবহার করে তোলা হয়েছে বিপুল সংখ্যার সিম কার্ড। আর এই সিম নেওয়া হয়েছে কলকাতা সহ রাজ্য জুড়ে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও ডিপার্টমেন্ট অফ টেলিকমিউনিকেশন (ডিওটি)-এর রিপোর্টে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রায় ২৩ হাজার সিম কার্ড তোলা হয়েছে। ঘটনার তথ্য হাতে আসার পরই তৎপর হয়ে উঠল লালবাজার। শুরু হয়েছে অভিযানও। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় তরফেই 'হাই রিস্ক সিকিউরিটি ইস্যু' হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গোয়েন্দা সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, এই সিমগুলোর বড় একটি অংশ সাইবার জালিয়াতদের হাতে চলে গিয়েছে। আবার একটি অংশ পাঠানো হয়েছে অন্যান্য রাজ্যে। সেখানে সক্রিয় রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি প্রতারণা চক্র। শুধু তাই নয়, গোয়েন্দাদের সন্দেহ এই সিমগুলি জঙ্গি সংগঠনের স্লিপার সেল সদস্যদের হাতেও চলে গিয়ে থাকতে পারে। লালবাজার সূত্রে খবর, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনকে

গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একজন রমেশ দুবে, অন্যজন সামাদ খান। ধৃতদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তারা ভুয়ো নথি তৈরি করে বিভিন্ন সিম ডিস্ট্রিবিউটরের কাছ থেকে সিম সংগ্রহ করত এবং তা সাইবার প্রতারকদের কাছে বিক্রি করত। প্রতিটি সিম বিক্রির মূল্য ছিল ৮০০ থেকে ১০০০ টাকা।

এদিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে যে তথ্য মিলছে তাতে জানা গিয়েছে, আধার কার্ডের নম্বর অপরিবর্তিত রেখে, নাম ও ছবি বদলে তৈরি করা হয়েছে জাল আধার। এই কাজে কিছু আধার কেন্দ্রের কর্মীদেরও যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে বলে সন্দেহ। সিমগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে একাধিক প্রতারণার কাজে, এমনকী আন্তর্জাতিক কল ও হোয়াটসঅ্যাপ জালিয়াতিতেও। ডিওটি ইতিমধ্যেই এই সমস্ত সিমের একটি তালিকা তৈরি করে তা রাজ্য প্রশাসনের হাতে তুলে দিয়েছে। সূত্র অনুযায়ী, এর পরপরই লালবাজার গোয়েন্দা বিভাগ দ্রুত তদন্তে নামে এবং বিভিন্ন এজেন্ট ও ডিস্ট্রিবিউটরের নাম খতিয়ে দেখা শুরু করে। একাধিকবার বিভিন্ন সাইবার অপরাধের তদন্তে দেখা গিয়েছে, অপরাধীরা সপ্তাহখানেক ব্যবহারের পরই ওই সিম ফেলে দিচ্ছে। তাতে তাদের ট্র্যাক করা যায় না। এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকও চরম উদ্বিগ্ন।

তদন্তকারীদের মতে, এই সিম জালিয়াতি কেবল প্রতারণা নয়, দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এক বড় আশঙ্কার ইঙ্গিত। স্লিপার সেলের ব্যবহারের সম্ভাবনা একে আরও গুরুতর করে তুলেছে। কে বা কারা এই বৃহৎ জালিয়াতির পিছনে, তাদের মধ্যে সরকারি কর্মচারী বা আধার সংক্রান্ত কর্মীরা কেউ যুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের টাকা আটকে রেখেছে রাজ্য, ক্ষুব্ধ হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বছরের পর বছর বিভিন্ন ঘটনায় মৃতদের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও তা মানছে না রাজ্য। আর এই ঘটনায় এবার ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'কে।

শুক্রবার এই প্রসঙ্গে বিচারপতি সুজয় পাল বলেন, 'এই ধরনের একাধিক জনস্বার্থ মামলা বছরের পর বছর পড়ে থাকছে। মামলার শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবীরা হাজির হন না। মামলায় রাজ্য সরকার সংযুক্ত থাকলেও অধিকাংশ সময় রাজ্যের আইনজীবীরা শুনানির সময় অনুপস্থিত থাকেন। এটা হওয়া উচিত নয়।' এরই সূত্র ধরে

বিচারপতি তুলে ধরেন তেলেঙ্গানার কথাও। জানান, সেখানেও তাঁর একই অভিজ্ঞতা। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি পাল এও জানান, 'এই মামলাগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব থাকা দরকার।'

প্রসঙ্গত, কুলতলির এক নাবালিকাকে বেআইনি ভাবে পাচার হয়ে যাওয়া থেকে উদ্ধার করেছিল পুলিশ। তাকে ২০১৭ সালের আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও তা এখনও পায়নি ওই নাবালিকার পরিবার। এই সংক্রান্ত জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে বিচারপতি সুজয় পালকে শুক্রবার এমনই মন্তব্য করতে দেখা যায়।

এরপরই এদিন মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্যের কোনও আইনজীবী উপস্থিত না-থাকায় বিচারপতি অন্য মামলায় উপস্থিত থাকা রাজ্যের এক আইনজীবীকে ডেকে এই বিষয়টি অবহিত করেন এবং অবিলম্বে সরকারি আইনজীবীকে মামলার নথিপত্র দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। পাশাপাশি দু'সপ্তাহের মধ্যে যাতে ওই মেয়েটি ক্ষতিপূরণের টাকা পায় সেই ব্যবস্থা করতে রাজ্যকে নির্দেশ দেওয়া হয়। দু'সপ্তাহ পর মামলার পরবর্তী শুনানি।

নবান্ন অভিযান: জনস্বার্থ মামলা করবেন পরিবেশ কর্মী সুভাষ দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নবান্ন অভিযানের জেরে বারবার মুখ থুবড়ে পড়ে হাওড়া শহরের স্বাভাবিক জনজীবন। বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সংগঠনের এই ধারাবাহিক কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে শহরজুড়ে তৈরি হয় যানজট। আর এই যানজটের জেরে সাধারণ মানুষের যাতায়াতে তৈরি হয় সমস্যা। যার থেকে বাদ পড়ে না স্কুলপড়ুয়ারাও। সব থেকে সংকটে পড়েন অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা রোগীরাও। এই পরিস্থিতিতে এবার সরব হলেন পরিবেশকর্মী সুভাষ দত্ত। হাওড়াবাসীর স্বার্থে এবার তিনি কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করতে চলেছেন এক জনস্বার্থ মামলা।

সুভাষবাবুর অভিযোগ, ২০১৩ সাল থেকে রাজ্য প্রশাসনিক ভবন 'নবান্ন' হাওড়ায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর থেকেই এই ধরনের অভিযান শুরু হয়েছে। প্রতিবছর একাধিক বার রাজনৈতিক দল এবং বিভিন্ন সংগঠন 'নবান্ন অভিযান' কর্মসূচির ডাক দেয়। ফলে হাওড়া ব্রিজ, জিটি রোড, ফরশোর রোড, কোনা এক্সপ্রেসওয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় পুলিশের ব্যারিকেড ও যান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, যার ফলে গোটা শহর কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায়। এর পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'হাওড়ায় প্রতিদিন ২৫ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন এবং শহরে ১৫ লক্ষের বেশি মানুষ বসবাস করেন। কিন্তু নবান্ন অভিযানের দিনগুলিতে তাঁরা কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন।'

এদিকে সূত্রে খবর, এই জনস্বার্থ মামলার আগে রাজ্য প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন সুভাষ দত্ত। রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব, ডিজি, হাওড়ার জেলা শাসক এবং পুলিশ কমিশনার এই পাঁচ প্রশাসনিক কর্তাকে তিনি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলির এই ধরনের অভিযান রুখতে প্রশাসনকে পুলিশ মোতায়েন, ব্যারিকেড বসানো, পরিকাঠামো ক্ষতির মেরামতির খাতে এক বিপুল অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়। আর এই খরচ দেওয়া হচ্ছে জনগণের করের টাকা থেকে, অথচ হয়রানির শিকারও হচ্ছেন সেই সাধারণ মানুষই। আর এখানেই সুভাষবাবুর দাবি, এই ব্যয়ভার রাজনৈতিক দলগুলিরই বহন করা উচিত। সুভাষবাবু স্পষ্টভাবে জানান, 'গণতান্ত্রিক অধিকার সবার আছে। কিন্তু তার দোহাই দিয়ে কারও সংবিধানপ্রদত্ত নাগরিক অধিকার হরণ করা যায় না।

পোর্টেবল পাম্প চালিয়ে জল জমা নিয়ন্ত্রণ সেক্টর ফাইভে

নিজস্ব প্রতিবেদন, সল্টলেক: ভারী বৃষ্টি হলেই রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি হাব বলে পরিচিত সল্টলেক সেক্টর ফাইভে জল জমা ছবিটা বদলাচ্ছে না কোনও ভাবেই। আর এই জল জমার জেরে সর্বনাশ তথ্যপ্রযুক্তি তালুকের কর্মীদের। অন্যদিকে এই জল জমার কারণে 'পৌষ মাস' কলকাতার সড়কপথের যাতায়াতের অন্যতম মাধ্যম অটো চালকদের। যেমন খুশি ভাড়া চেয়ে বসেন তাঁরা। উল্টোডাঙা, সেক্টর ফাইভ রুটে অটোর যা ভাড়া জল জমলেই সেটা দুগুণ, তিনগুণ বেড়ে যায়। এতে সমস্যায় পড়তে হয় নিত্যযাত্রীদের।

তবে এবারে ছবিটা অনেকটা ভালো বিগত বছরের তুলনায়। নবদিগন্ত শিল্পতালুকে যাঁরা নিত্যদিন আসেন তাঁদের অবশ্য দাবি, এবার আধ থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই জমা জল নেমে যাচ্ছে। আর এখানকার পুর কর্তারা জানাচ্ছেন, দ্রুত জল বের করার জন্য ২৬ কোটি টাকা খরচ করে গতবছর অত্যাধুনিক মানের পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হয়েছে। যার সৌজন্যেই দ্রুত জল খালে গিয়ে পড়ছে খালে। তবে সমস্যা তৈরি হচ্ছে অন্য জায়গায়। নবদিগন্তের আধিকারিকদের একাংশের বক্তব্য, ইস্টার্ন ড্রেনেজ খাল জলে টইটুম্বর। কারণ, বিগত বছরের তুলনায় এবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি। সেকারণেই জল খালে ফেললেও তা 'ব্যাক ফ্লো' করছে।

আকাশের মুখভার...। প্রিন্সের ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

নতুন উপাচার্য পেল রবীন্দ্রভারতী ও কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অবশেষে কাটল জট। নতুন উপাচার্য পেতে চলেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হতে চলেছেন সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। আর কোচবিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হচ্ছেন সঞ্চারী মুখোপাধ্যায়। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ থেকে তাদেরকে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বাংলায় রয়েছে মোট ৩৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। তার মধ্যে ১৯ টিতে উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে তৈরি হয়েছিল জটিলতা। এর মধ্যে ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অনেক প্রতিষ্ঠান। তবে এই ১৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এরপর ১৯টি বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ মেনেও নিয়েছিলেন রাজ্যপাল। তবে বাকি ১৭টি নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এদিকে রাজ্যের তরফে যে নাম দেওয়া হয়েছিল তাতে আপত্তি জানান সিভি আনন্দ বোস। এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে দেখা যায় তাঁকে। পরবর্তীতে ২০২৪-এর জুলাই মাসে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ললিতের নেতৃত্বে 'সার্চ-কাম-সিলেকশন কমিটি' গঠন করে আদালত। নির্দেশ ছিল, ওই কমিটি উপাচার্যদের নামের তালিকা তৈরি করে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবে। পরবর্তীতে রাজ্যপাল সুপ্রিম কোর্টে জানান, তালিকা ধরে নিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। ৩৬ জন উপাচার্য নিয়োগের সেই তালিকায় ১৫টি নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল। এরপরই ওই সার্চ কমিটির কাছে রিপোর্ট তলব করে সুপ্রিম কোর্ট। গত সপ্তাহে সেই রিপোর্ট পেশ করে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ললিতের নেতৃত্বাধীন 'সার্চ-কাম-সিলেকশন কমিটি'। শুক্রবার বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চের উপাচার্য নিয়োগ মামলার শুনানি হয়। শুনানির পর সর্বোচ্চ আদালতের তরফে জানানো হয়, বিচারপতি ইউইউ ললিতের নেতৃত্বাধীন কমিটি দু'পক্ষের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে নিরপেক্ষভাবে উপাচার্যের অর্ডার অফ প্রেফারেন্স তৈরি করবেন। যত দ্রুত সম্ভব সেটা করতে বলা হয় বিচারপতি ললিতকে। শুধুমাত্র রবীন্দ্রভারতী এবং কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে শিলমোহর দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

এসআইআর নিয়ে তৎপরতা

■ এবার রাজ্যে স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন নিয়ে তৎপর নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, রাজ্যের প্রত্যেকটি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে চিঠি দেওয়া হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। চিঠি পাঠান রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। এই চিঠিতে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি জেলায় ও প্রত্যেকটি বিধানসভায় বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করার। এ ব্যাপারে প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল কত জন করে বিএলএ বা বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করছেন তার সংখ্যাও জানাতে বলা হয়েছে এই চিঠিতে। স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন চলাকালীন কোনও অস্বাভাবিকতা থাকলে যাতে সহজেই তা নজরে আসে সেই কারণেই বুথ লেভেল এজেন্ট নিয়োগ করতে এই চিঠি দিয়েছেন বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। চিঠি প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, আমরা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে এই চিঠি দিচ্ছি প্রতিটি রাজনৈতিক দলকে।

পুরনিগমের অভিযান

■ শহরের ফুটপাথ আর যাত্রী প্রতীক্ষালয়গুলো ভবঘুরেদের দখলে চলে যাওয়ায় সমস্যায় পড়ছেন সাধারণ যাত্রীরা। কোথাও পচা জলের গন্ধ, কোথাও অস্থায়ী ঝুপড়িতে চলছে কাগজ কুড়োনো বা মাদক কারবার; এই চিত্র বদলাতে এবার কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে কলকাতা পুরনিগম। পুর কমিশনার ধবল জৈন ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। অগস্ট জুড়ে শহরের নানা প্রান্তে দফায় দফায় চলবে ভবঘুরে উচ্ছেদ অভিযান। গড়িয়াহাট, পার্কসার্কাস, মল্লিকবাজারের মতো এলাকায় পুরনিগম ও পুলিশের যৌথ বাহিনী ইতিমধ্যেই অভিযানে নেমেছে। ফুটপাথে গজিয়ে ওঠা প্লাস্টিক ও বাঁশের ঘরবাড়ি গুঁড়িয়ে দিয়ে জায়গা ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণবঙ্গে কমবে বৃষ্টি

■ ঘূর্ণাবর্ত উত্তরবঙ্গে সরছে, আপাতত অবস্থান উত্তর গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, এমনটাই জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। মৌসুমী অক্ষরেখাও কিছুটা উপরে উঠে পুরুলিয়া ও কাঁথির উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কমবে এবং বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। এর জেরে শনিবার থেকে সোমবার প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। বাড়বে নদীর জলস্তর। পার্বত্য এলাকায় নামতে পারে ধস। শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, হুগলি, নদিয়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের উপর যে ঘূর্ণাবর্ত ছিল, তা গাঙ্গেয় বঙ্গের উত্তর দিকে সরে এসেছে। তার দোসর রয়েছে মৌসুমি অক্ষরেখা।

ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটের প্রতারণায় ধৃতের সঙ্গে যোগসূত্র বাংলাদেশির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে পরিচয়ের পর যুবতীর সঙ্গে দেখা করতে এসে সর্বস্ব খুইয়েছিলেন নিউ ব্যারাকপুরের লেলিনগরের বাসিন্দা সুদীপ বোস। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে রমা সাউ নামে এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। আর রমা সাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক বাংলাদেশি যুবক। ধৃতের নাম এম মাহমুদুল হাসান। এরপরই রমা সাউয়ের সঙ্গে ওই বাংলাদেশি যুবকের সম্পর্ক কী তা নিয়ে তদন্তে নামতেই সামনে আসে বেশ কিছু বিস্ফোরক তথ্য।

পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে,

সুদীপ-সহ একাধিক ব্যক্তিকে এভাবে প্রতারণার পর যে মোবাইলগুলি ছিনতাই করতেন জিয়া, সেগুলি তিনি মাহমুদুলকে বিক্রি করতেন। তাই, মাহমুদুলকে ধরতে জিয়াকে দিয়েই ফাঁদ পাতা হয়। জিয়া মাহমুদুলকে জানান, তিনি একটি ফোন বিক্রি করবেন। সেইমতো বাংলাদেশের রাজশাহীর ওই যুবক দমদম স্টেশনের কাছে আসতেই তাঁকে ধরা হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশকে মাহমুদুল জানিয়েছেন, অনলাইনে পুরনো জিনিস কেনাবেচার একটি সাইটের মাধ্যমে জিয়ার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এখনও পর্যন্ত জিয়ার কাছ থেকে তিনি ১০টি মোবাইল কিনেছেন। আর সেই মোবাইলগুলি বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেছেন মাহমুদুল।

মাহমুদুলকে জিজ্ঞাসাবাদে আরও জানা গিয়েছে, ভারতে এসে প্রত্যেকবার আলাদা হোটেলে উঠতেন তিনি। এবার ভারতে আসেন গত ১৫ জুলাই। পার্কস্ট্রিটের একটি অতিথিশালায় উঠেছিলেন তিনি।

পার্ক সার্কাস স্টেশনে দখলদার সরাতে বারবার ব্যর্থ রেল, দায় রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পার্ক সার্কাস রেলস্টেশন ঘিরে দীর্ঘদিনের অবৈধ দখলদারি, হকার সমস্যা এবং অপরিচ্ছন্নতার বিষয়ে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগল। বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী জানান, ভারতীয় রেল বারবার উচ্ছেদ অভিযান চালালেও, রাজ্য সরকারের সহযোগিতা না থাকায় প্রতিবারই তা ব্যর্থ হয়েছে।

রেলমন্ত্রকের বক্তব্য অনুযায়ী, পার্ক সার্কাস স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন এলাকায় হকারদের অবাধ দখলদারি যাত্রী চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হলেও কার্যকর ফল মেলেনি। পাশাপাশি স্টেশনে অসামাজিক তৎপরতা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে

রাজ্যসভায় বিস্ফোরক মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

সংসদে। এই পরিস্থিতিতে রেল নিজস্ব উদ্যোগে যে পদক্ষেপ নিচ্ছে, তার মধ্যে রয়েছে;

আরপিএফ মোতায়েন ২৪ ঘণ্টা

সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো ও নজরদারি

স্টেশনে নিয়মিত 'স্বচ্ছ ভারত অভিযান'

আধুনিক বর্জ্য নিষ্কাশন, মেকানিক্যাল ক্লিনিং, কীটনাশক প্রয়োগ, ও জঞ্জাল ব্যবস্থাপনা

সুলভ শৌচাগারের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা নজরদারি

রেল জানায়, প্রতিটি স্টেশনের ঝুঁকির মাত্রা, আগের অপরাধের তথ্য ও বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জিআরপি-এর সহযোগিতায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে। তবে প্রশ্ন উঠছে; রেল নিজে যখন সমস্ত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট, রাজ্য সরকার তখন পাশে দাঁড়াচ্ছে না কেন? সংসদে এই প্রশ্ন তুলে কেন্দ্র রাজ্যের ভূমিকাকে কার্যত কাঠগড়ায় তুলল।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষার দিন বদল চেয়ে চিঠি

রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের কারণে পরীক্ষার সূচি পরিবর্তনের প্রশ্নই নেই: ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন পরীক্ষা রাখা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। শুধু প্রশ্ন তোলাই নয়, এই ঘটনায় এক 'গভীর ষড়যন্ত্র' রয়েছে বলেও মনে করছিলেন তিনি। টিএমসিপি দাবি করে, দলের প্রতিষ্ঠা দিবসের দিনে পরীক্ষা রাখাটা এক গভীর ষড়যন্ত্র এবং ছাত্রছাত্রীদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বের চেষ্টা। এর পাশাপাশি সংগঠনের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যের অভিযোগ, 'এটা দিল্লির ইশারায় চালিত এক রাজনৈতিক অপকৌশল।' এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন করতে নারাজ শান্তা দত্ত দে। এবার উপায় না পেয়ে ঘটনায় হস্তক্ষেপ করল উচ্চশিক্ষা দপ্তর। দিন বদল চেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিঠি দেওয়া হল উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের তরফ থেকে। আর এই ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তাঁর বক্তব্য, 'সরকার এবং দল একাকার হয়ে লিখিত নির্দেশ দিচ্ছে।'

প্রসঙ্গত, আগামী ২৮ অগস্ট টিএমসিপির প্রতিষ্ঠা দিবস। ওই দিন দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগ (বি.কম) এবং আইন বিভাগ (বিএ, এলএলবি)-র চতুর্থ সেমেস্টারের পরীক্ষা নেওয়া হবে।

এই প্রসঙ্গে উপাচার্য শান্তা দত্ত এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেন। ব্যাখ্যা দেন, পরীক্ষার সময়সূচি নির্ধারণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বোর্ড অফ স্টাডিজ'। প্রায় তিন মাস আগে সেই বোর্ডের বৈঠকে এই নির্দিষ্ট সূচি চূড়ান্ত হয়, এবং তা একাডেমিক ক্যালেন্ডার মেনেই তৈরি। একইসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এও জানান, যদি এক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠা দিবসকে মেনে পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়, তাহলে সমস্ত দলের (ছাত্র) সংগঠনের দিনগুলিও মানতে হবে। আর এই প্রসঙ্গে এ প্রশ্নও তোলেন, সেক্ষেত্রে পরীক্ষার শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব কি না তা নিয়েও। পাশাপাশি তিনি এও যোগ করেন, 'তৃণমূল যেমন তাদের প্রতিষ্ঠা দিবসকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে, তেমনই সিপিএম-এর এসএফআই, বিজেপির এবিভিপি বা অন্য ছাত্র সংগঠনরাও সেটা দাবি করতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিকে মান্যতা দিতে পারে না।' এই প্রসঙ্গে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য স্পষ্টএও জানিয়ে দেন, 'সরকারি ছুটির দিন যাতে পরীক্ষার সঙ্গে না মেলে, সেটা খেয়াল রাখা হয়েছে। রাজনৈতিক কোনও দলের অনুষ্ঠানের কারণে পরীক্ষার সূচি বদলানোর প্রশ্নই নেই।'

এর পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এও মনে করিয়ে দিয়েছেন, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট নন। তাই তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএম বা এসইউসিআই, সব ছাত্র সংগঠনের প্রতিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এক। যদিও এবার শিক্ষা দপ্তর নাক গলানোয় ২৮ অগস্ট পরীক্ষায় অনড় থেকে সিন্ডিকেট বৈঠক ডাকতে চলেছেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য।

সম্পাদকীয়

এআই নিয়ে মাইক্রোসফটের নয়া সমীক্ষা নতুন করে আতঙ্ক ছড়াবে

আশির দশক। 'কমপিউটার ঢুকতে দেবো না', আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল বাংলা। সৌজন্যে এ রাজ্যের বামপন্থীরা। সেটা ছিল গরিব, খেটে খাওয়া মানুষের ভাত, রুটির লড়াই। কমপিউটার ঢুকলে লক্ষ লক্ষ মানুষ চাকরিহারা হবেন। তাই 'নো কমপিউটার', প্রচারকে তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বামপন্থীরা। ছড়িয়েছিল তুমুল আতঙ্ক। চাকরি যাওয়ার ভয়ে সিঁটিয়ে ছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। পরিণতি কী হয়েছিল আজ সে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। কয়েক দশক পেরিয়ে ফের প্রায় একই পরিস্থিতি। না, এবার আর শুধু এ রাজ্য নয়, পেশা ও চাকরি নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে আতঙ্ক। আতঙ্কের নাম এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। শোনা যাচ্ছে এআই-য়ের ধাক্কায় কাজ হারাতে চলেছেন বিশ্বের কয়েক কোটি মানুষ। বিলুপ্ত হতে চলেছে একাধিক পেশা। এই নিয়ে নানা সমীক্ষা প্রায় প্রতিদিনই সামনে আসছে। এর কোনটা কতটা সত্যি, কোনটা বিশ্বাসযোগ্য আর কোনটা ভিত্তিহীন, বলা কঠিন। নিট ফল, ছড়াচ্ছে আতঙ্ক। দিন দিন যা বেড়েই চলেছে। তবে কিছু ক্ষেত্রে চাকরির বাজার ইতিমধ্যেই দখল করতে শুরু করেছে এআই, এটা বাস্তব। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব বলে বহু সংস্থাই কর্মী সঙ্কোচন নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। এই আবহে এআই নিয়ে নতুন করে আশঙ্কার কথা শোনাল বিশ্বের অন্যতম সেরা টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফ্ট। কোন ধরনের চাকরি ও পেশায় থাবা বসাতে পারে এআই, তাই উঠে এসেছে মাইক্রোসফটের গবেষণায়। সংস্থার কোপাইলট চ্যাটবটের সঙ্গে ২ লক্ষেরও বেশি প্রশ্নোত্তরের ওপর ভিত্তি করে ওই সমীক্ষা করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে যে, তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং যোগাযোগ নির্ভর চাকরিগুলির উপর বেশি প্রভাব ফেলতে চলেছে এআই। ফলে দোভাষী এবং অনুবাদকের মত পেশা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। এছাড়াও ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন পেশা, যাত্রী সহায়ক, সেবা বিক্রয় প্রতিনিধি, কনটেন্ট রাইটার, কাস্টমার সার্ভিস এগজিকিউটিভ, টেলিফোন অপারেটরেরাও বেকার হতে পারেন। তবে গোটা সমীক্ষায় নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা হয়নি। তবে এটা নিশ্চিত, এই সমীক্ষা নতুন করে আতঙ্ক ছড়াবে সমাজে।

শব্দবাণ-৩৪৭

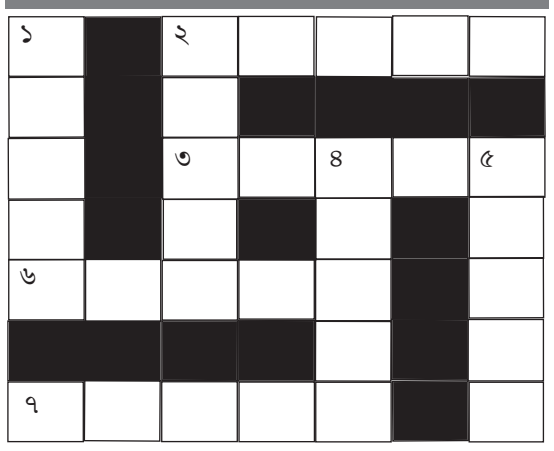

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. নিত্যজ্ঞানসুখময় ৩. গহনা ও অনুরূপ অন্যান্য বস্তু ৬. প্রকারভেদ ৭. তুচ্ছ বিষয়।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. দূরাগত তারবার্তা যে যন্ত্রে আপনিই টাইপ হয়ে যায় ২. জমজমাট ৪. মেলার অন্যতম আকর্ষণ ৫. কপালে চন্দনাদির ফোঁটা দেওয়া।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৪৬

পাশাপাশি: ১. আসন্ন ২. এলাকা ৫. দীধিতি ৮. লালিমা ৯. একত্ব।

উপর-নীচ: ১. টেলিপ্রিন্টার ৩. কাপ্তান ৪. বাধিত ৬. ওয়ালা ৭. নেতৃত্ব।

জন্মদিন

আজকের দিন

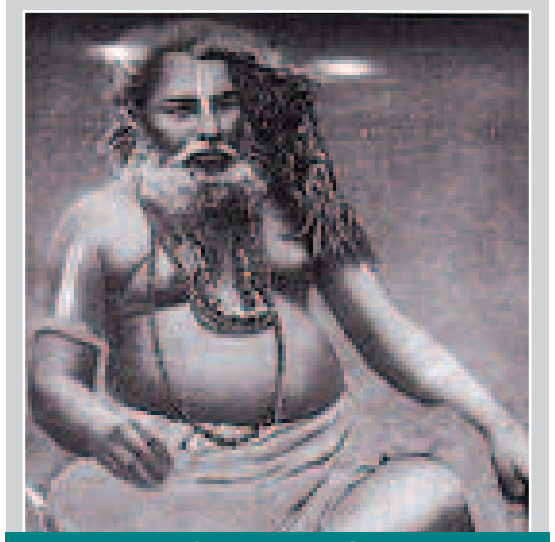

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

১৮৪১ *হিন্দু গুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জন্মদিন।*
১৯২৯ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিদ্যাচরণ শুক্লার জন্মদিন।*
১৯৫৬ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ বিজয় রূপানির জন্মদিন।*

বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবসে

১৪০ কোটি ভারতবাসীর প্রিয় বন্ধু বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদি

প্রদীপ মারিক

বন্ধু হ'ল আমাদের জীবনে সেই বিশেষ মানুষ, যাকে চোখ বুজে বিশ্বাস করা যায়, বিপদে পড়লে যার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায়, বলে ফেলা যায় এমন অনেক কথা যা অন্য কাউকেই বলা যায় না। এই বন্ধুত্বের জন্য আলাদা কোন দিন হয় না। বন্ধুদের দিন বছরের সব দিনগুলো। বন্ধুত্ব কোন বয়স মানে না। সব চলে যায় কিন্তু বন্ধু চলে যায় না। প্রকৃত বন্ধু কোনদিন বিপদে ফেলে চলে যায় না। সারা জীবন আগলে রাখে পরম বন্ধুকে। নরেন্দ্র মোদি সমগ্র ভারতবাসীর প্রিয় বন্ধু। মোদি'ই সবকা সাথ, সবকা বিকাশ মন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ভারতবাসীর স্বপ্নের বিকশিত ভারত গড়ে তুলবে। মোদি সরকার কেন্দ্রীয় বাজেটে নারী শক্তি অর্থাৎ মাতৃশক্তির উপকারী প্রকল্পগুলির জন্য ৩ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। লোকসভায় ২০২৪-২৫ -এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিলেন। সরকার কর্মশক্তিতে মহিলাদের উচ্চতর অংশগ্রহণের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। শিল্পের সাথে সহযোগিতায় কর্মজীবী মহিলারা হোস্টেল স্থাপন এবং ক্রেচ স্থাপন করতে পারবেন এ ছাড়াও, অংশীদারিত্বতে নারী-নির্দিষ্ট দক্ষতা প্রোগ্রামগুলি সংগঠিত করার চেষ্টা করবে, এবং মহিলা SHG উদ্যোগগুলির জন্য বাজারে অ্যাক্সেসের প্রচার করবে। মহিলারা বাড়ি বা ফ্ল্যাটের মতো সম্পত্তি কিনলে স্ট্যাম্প ডিউটিতে পাবেন বড় অংকের ছাড়। এছাড়া মহিলাদের স্কিল ডেভলপমেন্টে ৩ লাখ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন তিনি। যুব সমাজের কল্যাণে এই বাজেট নতুন দিশা দেখাবে। পিছিয়ে পড়া সমাজকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে সরকার। নারী ক্ষমতায়নেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে কেন্দ্রীয় বাজেট। আগামী পাঁচ বছরে ২০ লক্ষ যুবকদের দক্ষ করার জন্য একটি নতুন কেন্দ্রীয় স্পনসর প্রকল্প ঘোষণা করেছে। বাজেট ২০২৪-২৫ এ ৫ বছরের মেয়াদে ৪.১ কোটি যুবকের জন্য কর্মসংস্থান, দক্ষতা এবং অন্যান্য সুযোগের জন্য পাঁচটি প্রকল্প এবং উদ্যোগের প্যাকেজ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও দক্ষতার জন্য ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বর্ধিত ঋণ প্রকল্প এবং প্রথমবারের কর্মচারীদের জন্য এক মাসের বেতন সহায়তা শিক্ষাগত অ্যাক্সেস এবং সামগ্রিকভাবে চাকরি সৃষ্টির জন্য একটি ইতিবাচক দিক উন্মোচন করলো। কৃষকদের সুবিধার দিকে নজর দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে। ২০২৪ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের ফোকাস কৃষি পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, কৃষিতে প্রযুক্তির প্রচার এবং প্রাকৃতিক চাষের দিকে কৃষকদের উৎসাহিত করা। ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই) দেশের ৪০০ জেলায় ডিপিআই ব্যবহার করে খরিফ ফসলের ডিজিটাল জরিপ করা হবে, যাতে ছয় কোটি কৃষক এবং তাঁদের জমির বিবরণ যুক্ত করা হবে।জন সমর্থ ভিত্তিক কিষাণ ক্রেডিট কার্ড পাঁচটি রাজ্যে জারি করা হবে। ভারতবাসীর প্রকৃত বন্ধু নরেন্দ্র মোদি।

মার্টিন লুথার কিং বলেছেন, ' সবকিছুর শেষে আমরা আমাদের শত্রুদের বাক্য মনে রাখবো না , কিন্তু বন্ধুর নীরবতা মনে রাখবো।' ১৯৫৬ সালের ২৫ নভেম্বর ফিদেল কাস্ত্রো এবং চে গুয়েভারা কিউবায় পা রাখেন। মাত্র ৮২ জনকে নিয়ে শুরু করেন গেরিলা যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে তৎকালীন সরকারকে উৎখাত করেন তারা। যুদ্ধজয় যেন চে আর কাস্ত্রোর সম্পর্ককে আরো মধুর করেছিল। সারা পৃথিবীর বিপ্লবী মানুষদের কাছে বন্ধুত্বের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চে গুয়েভারা আর ফিদেল কাস্ত্রো। কিউবায় নতুন সরকারে কাস্ত্রো হলেন প্রধানমন্ত্রী আর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হ'ল চে গুয়েভারাকেও। 'জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে/ বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।' মৃত্যুর সময় একজনের বয়স ৩০, অন্যজনের ২৭। দুজনেই কবিতা লেখেন। ধর্মে হিন্দু হলেও একজনের ছদ্মনাম 'বিসমিল'। ছেলেবেলায় মৌলভীর কাছে উর্দু শিখেছিলেন। তারপর ভাষাটার প্রতি প্রেমে পড়ে যান। তার বিখ্যাত গজল 'সারফারোশি কি তামান্না আব হামারে দিল মে হে দেখ না হে জোর কিতনা বাজো হে কাতিল মে হে' এই গান গেয়ে কত বিপ্লবী যে ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হয়েছেন তা সকলেরই অজানা। সেকালে 'শায়র' মহলে, তিনি নামজাদা । তাঁর কবিতার একাগ্র পাঠক অন্যজন। তিনিও লেখেন। শুধু উর্দু না, ইংরেজিতেও। ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। স্বাধীনতা আন্দোলন সালটা ১৯১৮। মৈনপুর লুঠ কাণ্ডে-এ জড়িত রামপ্রসাদ বিসমিল পালাচ্ছেন। পেছন থেকে ছুটে আসছে পুলিশের গুলি। ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন যমুনা নদীতে। দেহ খুঁজে পায় না পুলিশ। ডুবসাঁতারে গা ঢাকা দিলেন তিনি। পুলিশ জানতে না পারলেও, বিপ্লবীদের কাছে খবর ছিল যে, বেঁচে রয়েছেন রামপ্রসাদ। সে খবর জানতেন আশফাকুল্লা খান। তাঁর দাদার কাছে প্রায় সমবয়সী এই ছেলেটির কীর্তিকলাপ শুনেছিলেন তিনি। শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে পারলে হত! সে সুযোগও মিলল একদিন। একটি গোপন বৈঠকে বসেছিল উর্দু শায়রির আসর। বিসমিল আর আশফাকুল্লা একসঙ্গেই পাঠ করেছিলেন কবিতা। বর্ণমালার প্রতিটি অক্ষরে ভাগ করে নিয়েছিলেন ভালোবাসা। ১৯৫৮ সালে প্যারাগুয়েতে প্রথম বন্ধুত্ব দিবসের প্রস্তাব করেন জয়েস হল । বন্ধুত্ব দিবসের ধারণাটি প্রথম প্রস্তাব করেছিলেন ২০ জুলাই ১৯৫৮ সালে। ওই দিন ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ডশিপ ক্রুসেডের প্রতিষ্ঠাতা ড. আর্তেমিও ব্রেঞ্চো বন্ধুদের সাথে প্যারাগুয়ের পুয়ের্তো পিনাসকোতে এক নৈশভোজে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সে রাতেই ওয়ার্ল্ড ফ্রেন্ডসিপ ক্রুসেড প্রতিষ্ঠা পায়। এই প্রতিষ্ঠানটি ৩০ জুলাই বিশ্বব্যাপী বন্ধু দিবস পালনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব পাঠায়। ২০১১ সালে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৩০ শে জুলাইকে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস হিসাবে মনোনীত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রকে তাদের স্থানীয়, জাতীয় এবং আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি ও রীতিনীতি অনুসারে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস পালনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়, যার মধ্যে শিক্ষা এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমেও অন্তর্ভুক্ত । ভারতে , আগস্ট মাসের প্রথম রবিবার বন্ধুত্ব দিবস পালিত হয় । ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতির মধ্যে বন্ধুত্ব শান্তিকে সুনিশ্চিত করে। ডঃ এ.পি জে আব্দুল কালাম বলেছেন, 'সবকিছুর শেষে আমরা আমাদের শত্রুদের বাক্য মনে রাখবো না , কিন্তু বন্ধুর নীরবতা মনে রাখবো।' প্রাচীন ব্যাবিলিয়ান সভ্যতায় বন্ধুত্বের যে পরিসর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ব্যাবিলিয়নের কাব্যগ্রন্থ 'দি এপিক অফ গিলগামেশ' এর মাধ্যমে। গিলগামেশ আর এনকিডুর মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুত্বের গ্রিক-রোমান মিথের যুৎসই উদাহরণ হলো অরেস্টেস এবং পাইলেডস। জার্মানিতে রোমান্টিজমের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এ বন্ধুত্ব। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শিলারের দি হস্টেজ বইটিতে। ফিলোসফিকে বন্ধুত্বের প্রথম স্থান করে দিয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। সেটা সেই গ্রিকদের সময়ে ফিলিয়া নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। গ্রিক ফিলিয়াকেই ইংরেজিতে ভাষান্তর করা হয়েছে বন্ধুত্ব। গ্রিক এবং রোমানদের সময়ে ভালো সমাজ এবং ভালো জীবনের জন্য বন্ধুত্বকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ভালো সমাজ এ অর্থে যে, বন্ধুত্ব সিভিক ডেমক্রেসির উন্নয়ন ঘটায়। আর ভালো জীবন এ অর্থে যে, এটি সুখ আর ভালোবাসা আনে। উইলিয়াম শেক্সপিয়ার তার লেখা জুলিয়াস সিজার, রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট এবং হ্যামলেটে বন্ধুত্বের চমৎকার স্থান দিয়েছেন। এভাবেই সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্ধু ও বন্ধুত্ব এসেছে ভিন্ন আঙ্গিকে, ভিন্ন ব্যঞ্জনায়।

বিশ্ব শান্তির জন্য নরেন্দ্র মোদি ই বলতে পারেন ভারতবর্ষ বুদ্ধে বিশ্বাসী যুদ্ধে নয়। ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক শক্তির কথা মাত্র কয়েকটা শব্দে বলতে পারেন নরেন্দ্র মোদি। তিনিই যে ভারতবাসীর শক্তি। শুধু ভারতবাসীদের নয় তিনি সারা বিশ্বের প্রিয় বন্ধু।

ভারতে , অগস্ট মাসের প্রথম রবিবার বন্ধুত্ব দিবস পালিত হয়। ব্যক্তি, রাষ্ট্র, সংস্কৃতির মধ্যে বন্ধুত্ব শান্তিকে সুনিশ্চিত করে। ডঃ এ.পি জে আব্দুল কালাম বলেছেন, 'সবকিছুর শেষে আমরা আমাদের শত্রুদের বাক্য মনে রাখব না, কিন্তু বন্ধুর নীরবতা মনে রাখব।' প্রাচীন ব্যাবিলিয়ান সভ্যতায় বন্ধুত্বের যে পরিসর ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ব্যাবিলিয়নের কাব্যগ্রন্থ 'দি এপিক অফ গিলগামেশ' এর মাধ্যমে। গিলগামেশ আর এনকিডুর মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুত্বের গ্রিক-রোমান মিথের যুৎসই উদাহরণ হলো অরেস্টেস এবং পাইলেডস। জার্মানিতে রোমান্টিজমের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এ বন্ধুত্ব। এর প্রমাণ পাওয়া যায় শিলারের দি হস্টেজ বইটিতে। ফিলোসফিকে বন্ধুত্বের প্রথম স্থান করে দিয়েছিলেন অ্যারিস্টটল। সেটা সেই গ্রিকদের সময়ে ফিলিয়া নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। গ্রিক ফিলিয়াকেই ইংরেজিতে ভাষান্তর করা হয়েছে বন্ধুত্ব।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

‘টাকা উঠলে কাজ হবে’, বেহাল রাস্তা তৈরি প্রসঙ্গে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যর মন্তব্যে ঝড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেহাল অবস্থা রাস্তার। অ্যাম্বুল্যান্স ঢোকে না পাড়ায়। মাটির রাস্তায় টোটোর চাকাও আটকে যায়। অথচ, এমনই বেহাল রাস্তা মেরামতের বদলে স্থানীয় তৃণমূলের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের মন্তব্য, ‘পঞ্চায়েত ভোটে সাত লক্ষ ব্যক্তিগত টাকা খরচ করেছি। সেই টাকা উঠলে, তারপর কাজ হবে।’ প্রশাসনিক পদে থেকে এমন মন্তব্য ঘিরে তুমুল রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে মালদার গাজোলে। পুরো বিষয়টি নিয়ে গত ২৯ জুলাই প্রশাসনে অভিযোগ জানিয়েছেন, গাজোল ব্লকের দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজয়বাড়ি এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা ফজলুল হক, সামিউল হোসেনদের বক্তব্য, ‘বিজলবাড়ি গ্রামের প্রায় হাফ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা হয়ে রয়েছে। গ্রামে ঢোকার মূল রাস্তার এই বেহাল অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্স, পুলিশের গাড়িও প্রবেশ করতে পারে না। বর্ষার সময় জল, কাদাতে ভরে যায়। এই রাস্তা দিয়েই আইসিডিএস সেন্টার যেতে হয় ছোট ছোট শিশুদের। কোনও গাড়ি ঢোকে না। টোটো চালাতে গিয়েও হিমশিম খেতে হয় চালকদের। একাধিকবার বিভিন্ন মহলে গ্রামের পক্ষ থেকে এই রাস্তা মেরামতির ক্ষেত্রে আবেদন করা হলেও, তাতে কোনও কাজ হয়নি। স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত নির্বাচিত সদস্য ইমতেয়াজ হোসেনের কাছে রাস্তার মেরামতির দাবি জানান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। অভিযোগ তখন, সংশ্লিষ্ট ‘দেউতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের সদস্য ইমতেয়াজ হোসেন গ্রামবাসীদের জানান, সাত লক্ষ টাকা দিয়ে মেম্বার হয়েছি। টাকা উঠবে তারপর কাজ হবে।’ তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের এমনই মন্তব্যে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীরা। প্রতিবাদে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য ইমতেয়াজ হোসেনের বিরুদ্ধে গাজোল ব্লকের বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি রাস্তার দ্রুত যাতে কাজ শুরু হয় তারও দাবি জানান। তবে যদিও গ্রামবাসীদের এই অভিযোগটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজল বাড়ির তৃণমূল সদস্য ইনতেয়াজ হোসেন। পালটা তাঁর বক্তব্য, ‘এটা বিরোধীদল বিজেপি চক্রান্ত, এই ধরনের কোনও কথা গ্রামবাসীদের বলা হয়নি। এলাকার উন্নয়ন হচ্ছে বলে বিজেপি ষড়যন্ত্র করে এমন প্রচার করছে।’ এদিকে এই ঘটনায় গাজোলের বিজেপি দলের বিধায়ক চিন্ময় দেব বর্মন বলেন, ‘তৃণমূল দলটা যে কাটমানিতে পরিণত হয়েছে তা এই ধরনের পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিদের কথাতেই পরিষ্কার। বেহাল রাস্তার কারণে সাধারণ মানুষ দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। সমস্যা সমাধানের কথা বলতে গেলে পালটা ঘুষ চাওয়া হচ্ছে।’ তৃণমূল পরিচালিত গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বলেন, ‘বিডিওর কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসন তদন্ত করে দেখবে। তবে কেউ যদি অসৎ পথে চলার চেষ্টা করে, দল কখনওই বরদাস্ত করবে না।’

দ্বারকেশ্বর নদের খাত বদলে বিপত্তি, বিঘা-বিঘা জমি পরিণত হয়েছে খালে

মাথায় হাত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: খাত বদলে নতুন খাতে বইছে দ্বারকেশ্বর নদের খালের জল। আর তাতেই বিঘের পর বিঘে জমি হারিয়ে গিয়েছে নিমেশেই। বাকি জমিও বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে গ্রাম থেকে। আর তাতেই মাথায় হাত পড়েছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের মদনমোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুবন ও ছোটপাগলা গ্রামের কয়েকশো কৃষকের।

বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের মদনমোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুবন গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দ্বারকেশ্বর নদ। একসময় পার্শ্ববর্তী ছোট পাগলা ও মধুবন গ্রাম সংলগ্ন কয়েক হাজার বিঘে জমির বাড়তি জল একটি খাল দিয়ে নিকেশ হয়ে পড়ত দ্বারকেশ্বর নদে। গত কয়েক বছর ধরে সেই খাল ধীরে ধীরে মজে গিয়েছে। চলতি বছর অতিরিক্ত বর্ষার জল সেই খাল দিয়ে নিকেশ হতে না পেরে অন্য পথে বইতে শুরু করে। মাত্র একটি মরসুমেই নতুন খাত তৈরি হয়ে যায়। দিনের পর দিন জলের সেই স্রোতে ক্ষয় হতে হতে রীতিমত গভীর হয়ে যায় সেই খাত। সেই খাত দিয়ে এখন বেগে বইছে এলাকার জল। জলের স্রোতে দু’পাড় ভাঙতে ভাঙতে সেই খাতের প্রস্থ, যেমন বাড়ছে তেমনই বাড়ছে গভীরতাও। নতুন খাত তৈরি হয়ে যাওয়ায় একদিকে যেমন বিঘের পর বিঘে জমি হারিয়ে গিয়েছে, তেমনই নতুন খাত তৈরি হওয়ায় গ্রামের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে গ্রামবাসীদের কয়েক হাজার বিঘে চাষের জমি। ফলে মাথায় হাত পড়েছে গ্রামের কৃষকদের। খাত তৈরি হওয়ার শুরুতেই বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসনের নজরে আনেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা। কিন্তু প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা-না নেওয়ায় বিপদ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে স্থানীয়দের। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের দাবি, বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে আবেদন জানানো হয়েছে প্রশাসনের সমস্ত স্তরে। দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

রাস্তায় আলু ছড়িয়ে অবরোধ বামেদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ঊর্ধ্বমুখী। দুবেলা দুমুঠো অন্ন যোগাতে নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের। এমন অবস্থায় কৃষকদের বহু কষ্টের ফলানো আলুর দাম নিম্নমুখী। তারই প্রতিবাদে আলুর দাম বৃদ্ধির দাবিতে রাস্তায় বস্তা বস্তা আলু ফেলে, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভে সামিল হয় সিপিআইএমের কৃষক সভার সদস্যরা। এদিন পূর্ব বর্ধমানের মেমারি-তারকেশ্বর রোডের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার জামালপুর থানার অন্তর্গত আঝাপুর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বহু কৃষক লোন করে আলু চাষ করেছেন কিন্তু আলুর দাম না-পাওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছেন, এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তাই এই আন্দোলন বলে দাবি। বিক্ষোভকারীদের দাবি, আলুর দাম বৃদ্ধি করে কৃষকদের বাঁচাতে হবে সরকারকে। এদিন অবরোধের জেরে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। জামালপুর থানার পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন তাঁরা।

শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
গ্রাম - চাঁপ্তা, পোষ্ট- হরিদাসপুর, পান্ডুয়া, হুগলী, পিন-৭১২১৪৭
নিবন্ধন সংখ্যা : 12HG তারিখ- 05/07/1971

নোটীশ

এতদ্বারা শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডগ্রামঃ চাঁপ্তা, পোঃ হরিদাসপুর, জেলাঃ হুগলী এর সকল সদস্য/সদস্যাদের জানানো যাচ্ছে যে সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন যা গত ২৭.০৭.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, এবং অনিবার্য কারণ বশত যা স্থগিত রাখা হয়ে ছিল তা আগামী **২৪.০৮.২০২৫** তারিখে বেলা ১২টা থেকে শিখিরা চাঁপ্তা প্রাইমারি স্কুল এ অনুষ্ঠিত হবে।

স্বা:/- **প্রবীর পান্ডে,**
সহকারি রিটার্নিং অফিসার,
তারিখ:০১/০৮/২০২৫ — **শিখিরা চাঁপ্তা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড**

লাগাতার বৃষ্টিতে বাঁকুড়া জেলা জুড়ে বন্যা পরিস্থিতি

দ্বারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী ও শালী নদীতে ডুবে একাধিক সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লাগাতার বৃষ্টিতে ফের বন্যাপরিস্থিতি তৈরি হল বাঁকুড়া জেলায়। জেলার অধিকাংশ নদীতে জলস্তর মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গিয়েছে বেশ কয়েকটি সেতু। নিম্নচাপের জেরে গত বুধবার থেকে লাগাতার বৃষ্টি চলছে বাঁকুড়া জেলায়। দু’দিনে জেলায় বৃষ্টি হয়েছে মোট ৭৮ মিলিমিটার। কমসময়ে এই ভারী বৃষ্টিতে ইতিমধ্যেই জলের তলায় চলে গেছে একাধিক সেতু। গন্ধেশ্বরী নদীর জলস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে গতকাল থেকেই জলের তলায় রয়েছে মানকানালি সেতু। দারকেশ্বর নদও বইছে কানায় কানায়। দারকেশ্বরের জলে ডুবেছে বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া, ভাদুল ও পাটপুরের সেতু। ওই তিনটি সেতু দিয়েই পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে। শালী নদীতেও জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভৈরবডাঙা সেতুও রয়েছে জলের তলায়। জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে বাঁকুড়া জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কংসাবতী, শিলাবতী, জয়পন্ডা-সহ অন্যান্য নদীতেও।

সেতুর বাইপাস অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরিতে বইছে জল, ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: কালনা ২ নম্বর ব্লকের বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালা গ্রামে গাঙ্গুর নদীর ওপর নতুন ভাবে তৈরি হচ্ছে ব্রিজ। সেই সেতুর পাশ দিয়েই যাতায়াতের জন্য তৈরি করা হয়েছিল বাইপাস। এখন এই বাইপাসের ওপর দিয়েই বইছে জল। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অবৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি করা হয়েছে এই বাইপাস। বাইপাস নদীর থেকে অনেকটা উঁচুতে তৈরি করতে হয়। কিন্তু তা করা হয়নি। যার ফলে বাইপাসের ওপর দিয়ে বইছে জল। টোলা, ভুরকুন্ডা, বালিন্দর, পোঁতানই, বড় ধামাস-সহ বিভিন্ন গ্রামের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী থেকে রোগী যাতায়াত সম্পূর্ণভাবে বন্ধ। হুগলি জেলা দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে বলে জানান বাসিন্দারা। ঠিকাদারি সংস্থার ম্যানেজার হীরালাল দাসের কাছে জানতে চাওয়া হলে, তিনি কোনও উত্তর দিতে রাজি হননি।

ডিভিসি-র এল.ডি.আই ডিপার্টমেন্টের বা দপ্তরের তত্ত্বাবধানে তৈরি হচ্ছে এই সেতু। তাবড় তাবড় ডিভিসি-র আধিকারিকরা এসে বাইপাস দেখেও গিয়েছিলেন। কিন্তু কোনওরকম পদক্ষেপ তাঁরা নেননি। এমনকী বাইপাসে শুধু মাটি দিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। তার ওপরে কোনও ইট, বালি বা কংক্রিটের কিছু তৈরি করা হয়নি। মানুষের চাপের ফলে এক গাড়ি ভাঙা ইট ফেলতে বাধ্য হয়েছিল সেই সময়। এই সেতুই এপ্রিল মাসের মধ্য খুলে দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা কাজ শেষ না হওয়ায়, অসুবিধায় পড়েছেন প্রায় ১৫টি গ্রামের মানুষজন।

দুর্গাপুজোর অনুদান বৃদ্ধিতে ইন্দাসে চলল মিষ্টি মুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ইন্দাস: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিভিন্ন পুজো কমিটিগুলো নিয়ে একটা মিটিং-এর আয়োজন করেন। সেই বৈঠকে ইন্দাস বিডিও অফিসে সংশ্লিষ্ট ব্লকের সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত পুজো কমিটির সদস্যরা ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন। সেখানে সরকারের তরফে দুর্গা পুজোর অনুদানের টাকার অঙ্ক ৮৫ হাজার টাকা থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ঘোষণা করার পরই খুশির হাওয়া পুজো কমিটিগুলির মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরই উচ্ছসিত হতে দেখা গেল বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের পুজো কমিটিগুলির মধ্যেও। পুজো কমিটির সদস্যরা নিজেদের মধ্যে মিষ্টিমুখ করলেন এবং বিভিন্ন আধিকারিকদেরও মিষ্টিমুখ করালেন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইন্দাস ব্লকের বিডিও সৌরেন্দ্রনাথ পতি, ইন্দাস থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস, ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত, বিশিষ্ট সমাজসেবী শেখ হামিদ-সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। পুজো কমিটিগুলি মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি, পুজোকেন্দ্রিক মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা এবং নির্দেশকেও সাদরে গ্রহণ করলেন।

॥ সন্ধান চাই ॥

নাম: Mainuddin SK
বয়স: - 40/5’1”
পিতা- Sadar Ali Sk, চরকাষ্ঠশালী শ্রীমায়াপুর, থানা - নবদ্বীপ, নদীয়া থেকে ইং 16/5/21 (7 P.M.) থেকে নিখোঁজ (নবদ্বীপ থানা কেস নং- 202/21 তাং- 18/5/21 U/S 363/365/506 IPC) যদি কেহ এই ব্যক্তির সন্ধান পান তাহলে নবদ্বীপ থানা/শ্রী মায়াপুর পুলিশ ফাড়িতে যোগাযোগ করুন।

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
সল্টলেক জোনাল অফিস, বিদ্যুৎ ভবন
ডিজে ব্লক, সল্টলেক সিটি, সেক্টর-২, কলকাতা - ৭০০০৯১

শাখা প্রেমিসেস আবশ্যক

ইউকো ব্যাঙ্ক, অগ্রগামী রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হিসেবে নিম্নোক্ত স্থানগুলিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একতলায় ভাড়ায় ১০০০-১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া, (এটিএম সহ) শাখা প্রেমিসেস আবশ্যক।

ক্রম নং	স্থান	জেলা
১	মামুদপুর	উত্তর ২৪ পরগনা
২	অ্যাকশন এরিয়া III, নিউ টাউন	উত্তর ২৪ পরগনা
৩	সল্টলেক সেক্টর V	উত্তর ২৪ পরগনা
৪	খারিওপ	হাওড়া
৫	বেলিলিয়াস রোড	হাওড়া

বিস্তারিত ইউকো ব্যাঙ্ক সল্ট লেক জোনাল অফিস, উক্ত ঠিকানা থেকে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট www.ucobank.com/tenders. থেকে সংগ্রহ করা যাবে। সিলকরা খামে নির্ধারিত বয়ানে আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ ২১ আগস্ট ২০২৫।

তারিখ : ৩০.০৭.২০২৫ — **ডিজিএম এবং জোনাল ম্যানেজার, সল্ট লেক জোন**

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১

অফিস প্রেমিসেস লিজে নেওয়ার জন্য টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাংক, একটি পাবলিক সেক্টর ব্যাংক, ১১০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এলাকা বিশিষ্ট গার্ডেন রিচ (এরিয়া/এলাকার নাম) -এ ইজারা ভিত্তিতে (ইতিমধ্যেই নির্মিত /নির্মীয়মান প্রেমিসেস) অফিস প্রাঙ্গণের মালিকদের কাছ থেকে দুটি বিড সিস্টেমের (কারিগরি এবং আর্থিক) মাধ্যমে বিশেষ করে একতলায় পার্কিং সুবিধা সহ, যেখানে তাদের শাখা / অফিস ... [illegible]

... কলকাতা - ১ এর অনুকূলে ১৮.০৮.২০২৫ তারিখ বা তার আগে বিকাল ৩টার মধ্যে জমা দিতে হবে।
কারিগরি দরপত্রগুলি ১৮.০৮.২০২৫ তারিখে বিকাল ৫টায় খোলা হবে।
অসম্পূর্ণ দরপত্র/বিলম্বিত দরপত্র/প্রয়োজনীয় ইএমডি সহ দরপত্র/নির্দিষ্ট ফর্মে না থাকা দরপত্রগুলি বাতিল বলে গণ্য হবে।
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা / সরকারি সংস্থার দরপত্রগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
কোনও কারণ ছাড়াই ব্যাংক যেকোনো বা সমস্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। এজেন্ট / দালালদের দরপত্র গ্রহণ করা হবে না।

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার (এজিএম)
ইন্ডিয়ান ব্যাংক, জোনাল অফিস, প্রেমিসেস ডিপার্ট.
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস কলকাতা - ৭০০০০১

SBI — আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান
৪র্থ তল, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, বর্ধমান - ৭১৩১০১ (পব)
ফোন - ০৩৪২-২৫৬৭১৪১ ইমেল : sbi.10264@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]

যেহেতু
এতদ্বারা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী/ অংশীদারগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী নিখিল চন্দ্র ঘোষ,** পিতা শ্রী শশধর ঘোষ, **ঠিকানা :** গ্রাম এবং পো : বেলাড়ি, উত্তর পশ্চিম পাড়া, থানা : আউসগ্রাম-১, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, ৭১৩১৪১।	**সম্পত্তি শ্রী নিখিল চন্দ্র ঘোষ,** পিতা শ্রী শশধর ঘোষ এর নামে, গ্রাম এবং পো : বেলাড়ি, উত্তর পশ্চিম পাড়া, থানা : আউসগ্রাম-১, জেলা : পূর্ব বর্ধমান,পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১৪১। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং ভবন পরিমাণ এরিয়া ২.৫০ ডেসিমেল , বিলিগ্রাম জি পি অধীন, মৌজা : বেলাড়ি, জেএল নং ১৪৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬২১, আরএস এবং এলআর প্লট নং ১৪৮৩/৪৮১২, সম্পত্তির শ্রেণি বাস্তু, থানা : আউসগ্রাম, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সড়ক; দক্ষিণে : দুকড়ির সম্পত্তি; পূর্বে : মানিক সর, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি।	১) ২০.০৫.২০২৫ ২) ৩০.০৭.২০২৫ ৩) ৮,২০,৬৭০.৩৪ টাকা **(আট লাখ কুড়ি হাজার ছশো সত্তর টাকা এবং চৌত্রিশ পয়সা) টাকা ২০.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ
২.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সাদ্দাম হোসেন,** পিতা শ্রী শেখ রফিকুদ্দিন **এবং শ্রীমতি নাসিমা খাতুন,** স্বামী শ্রী সাদ্দাম হোসেন, **উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩ডি, ৪র্থতল, টাওয়ার রোহিনী ৮, নক্ষত্র জোন, রেনেসাঁ টাউনশিপ, নবাবহাট, এনএইচ-২, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০৪।	**সম্পত্তির মালিকের নাম : শ্রী সাদ্দাম হোসেন,** পিতা শ্রী শেখ রফিকুদ্দিন **এবং শ্রীমতি নাসিমা খাতুন** স্বামী শ্রী সাদ্দাম হোসেন, **ঠিকানা :** ফ্ল্যাট নং ৩ডি, ৪র্থতল, টাওয়ার রোহিনী ৮, নক্ষত্র জোন, রেনেসাঁ টাউনশিপ, নবাবহাট, এনএইচ-২, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০৪। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৩ডি,৪র্থতল, টাওয়ার রোহিনী ৮, নক্ষত্র জোন, রেনেসাঁ টাউনশিপ, নবাবহাট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ফ্ল্যাটের ৮১৫ বর্গফুট আনুমানিক, মৌজা : ইসুফাবাদ এবং কাঁতড়াপোতা, জেএল নং ১৭ এবং ২৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬২৩ এবং ৩৬১, আরএস প্লট নং ১৮১৩, ১৮১৪, ০১৮১৫, ১৮১৬, ১৮১৭, ১৮১৯, ১৮৪০, ১৭১২, ১৭২০, ১৭২১ এবং ১০, শ্রেণি -বাস্তু। প্রকল্প জমি এরিয়া ২৫১ ডেসিমেল, নবাবহাট, এনএইচ-২, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩১০৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, দক্ষিণে : জলা, পূর্বে : রিং রোড এবং হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, পশ্চিমে : সেচ ক্যানাল।	১) ২০.০৫.২০২৫ ২) ৩০.০৭.২০২৫ ৩) ১৮,৮৪,৭৪৪.৬০ টাকা **(আঠার লাখ চুরাশি হাজার সাতশ চুয়াল্লিশ টাকা এবং ষাট পয়সা) টাকা ২০.০৫.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ

দ্রষ্টব্য - ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। কোনও কারণে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এই নোটিশ না পেয়ে থাকলে, এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে মান্য করতে হবে।

তারিখ - ০২.০৮.২০২৫
স্থান - বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, আরএএসএমইসিসিসি-কাম-এসএআরসি, বর্ধমান

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
কৃষ্ণনগর আরএনটি শাখা
১৫, আর.এন. টেগোর রোড, পোঃঅঃ- কৃষ্ণনগর
থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া, পিন - ৭৪১১০১
ই-মেইল: k814@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) এবং ৯(১) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/এবং জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা** (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি পুনরুদ্ধারের জন্য যা **২০.০৮.২০২৫** তারিখে বিক্রি করা হবে **“যেখানে যেমন আছে”, “যা আছে তা আছে”** এবং **“সেখানে যা কিছু আছে”** ভিত্তিতে বকেয়া রাশি **৭৩,৬৬,৯১২.০০ টাকা** (তিয়াত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শত বারো টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমওএক্স = ৩০,৭২,৬০৪.০০ টাকা + ৪১,৪০,২০৯.০০ টাকা + ১,৫৪,০৯৯.০০ টাকা) ০৮.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা** (সুরক্ষিত পাওনাদার) এর পাওনা আছে **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সন্ধ্যা বস্ত্র প্রতিষ্ঠান, স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী সন্ধ্যা বিশ্বাস,** স্বামী- সঞ্জয় বিশ্বাস, মুক্তিনগর, এন.এইচ-৩৪, পো.- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১১০২ -এর কাছে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	ক) ১. **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স সন্ধ্যা বস্ত্র প্রতিষ্ঠান স্বত্বাধিকারী: শ্রীমতী সন্ধ্যা বিশ্বাস** স্বামী- সঞ্জয় বিশ্বাস ২. **স্বত্বাধিকারী-তথা-বন্ধকদাতা: শ্রীমতী সন্ধ্যা বিশ্বাস,** স্বামী- সঞ্জয় বিশ্বাস ৩. **জামিনদার-তথা-বন্ধকদাতা: শ্রী সঞ্জয় বিশ্বাস,** পিতা- প্রয়াত নির্ভয় বিশ্বাস **সবার ঠিকানা:** মুক্তিনগর, এন.এইচ-৩৪, পো.- কৃষ্ণনগর, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১১০২। খ) কৃষ্ণনগর আরএনটি রোড শাখা	জমি ও তার ওপর নির্মিত বাড়ির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার জে.এল. নং ৯২, মৌজা - কৃষ্ণনগর, প্লট নং আর.এস ১৭১৪, এল.আর ২৭৮১, খতিয়ান নং আর.এস ৮০৯০, এল.আর ৩০৪৬২, বর্তমান এল.আর ৪০৫১৫, ৪০৫১৪-এর অধীনে, ৩.৩০ শতক পরিমাপের, শ্রেণীবিভাগ- ভিটি, দেপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে। বিক্রয় দলিল নং ২০১২ সালের ১৪৪২৬, তারিখ ২১.১২.২০১২। এডিএসআরও কৃষ্ণনগর, ডিএসআর- নদীয়া-তে নিবন্ধিত, বই নং ১, সি.ডি ভলিউম নং ৪৩, পৃষ্ঠা ৩৯০ থেকে ৩৯৮ পর্যন্ত। থানা - কোতোয়ালি, জেলা - নদীয়া। **সন্ধ্যা বিশ্বাস এবং সঞ্জয় বিশ্বাস-এর নামে। চৌহদ্দি:-** উত্তরে- কাজল কর-এর ফাঁকা জমি, দক্ষিণে- অরুণ রায়ের বাড়ি, পূর্বে- প্রদীপ মুখার্জীর বাড়ি, পশ্চিমে- ৬ ফুট চওড়া রাস্তা এবং তারপর অসীম মণ্ডলের বাড়ি দ্বারা।	**৭৩,৬৬,৯১২.০০ টাকা** (তিয়াত্তর লক্ষ ছেষট্টি হাজার নয়শত বারো টাকা মাত্র) (বিবি + এমওআই + এমওএক্স = ৩০,৭২,৬০৪.০০ টাকা + ৪১,৪০,২০৯.০০ টাকা + ১,৫৪,০৯৯.০০ টাকা) **০৮.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ/ চার্জ এবং খরচ সহ	**ক) ২৫.০৮ লক্ষ টাকা (*)** (পঁচিশ লক্ষ আট হাজার টাকা মাত্র) **খ) ২.৫০৮ লক্ষ টাকা** (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আটশত টাকা মাত্র) **গ) ২০,০০০.০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB30198042101** **ঙ) ব্যাংকের জানা নেই** **চ) বাস্তবিক দখল**

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ : ২০.০৮.২০২৫; সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** -এর পোর্টাল ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেইল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে যোগাযোগ করুন। **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ** এর সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে - **support.BAANKNET@psballiance.com** -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: **https://baanknet.com** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন, **হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০।**
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: ০১.০৮.২০২৫
স্থান: কৃষ্ণনগর আরএনটি
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI — এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)
বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার,
ব্লক - এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া
পো- হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল - sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায়,** পিতা শ্রী কালী কিঙ্কর সিনহা রায়, **সাকিন :** ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতল, ব্লক-৫, ফেজ-লোটাস, **‘পূর্নাসনস ম্যাঙ্গোলিয়া সিটি’,** এন/২৩১, শাস্ত্রীজি রোড, নবপল্লি, পো: নবপল্লি বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ পিন : ৭০০১২৬। **আরও ঠিকানা :** গ্রাম আলিপুর, পো আলিপুর, নয়া নগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২৩০১। **হোম লোন এ/সি নং : ৪২০৩৩২৮৭৬১৮ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪২০৩৩২৭৮১২৬। পিবিবি নিউ টাউন অ্যাকশন এরিয়া-২ (কোড-১৪৫৩২)**	**তপশিল সি অংশ -১ দায়বদ্ধতার ধরন : নেই অংশ-২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ৪সি, পাঁচতলায়, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি ব্লক নং ৫, ফেজ -লোটাস , ২ বেড রুম, ১ খোলা কিচেন এবং ডাইনিং, ১ টয়লেট তথা বাথ, ১ ডব্লু সি এবং ১ ব্যালকনি, সম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ বসবাসের ভবন ব্লক ৫, ফেজ লোটাস, প্রকল্প পূর্ণাসনস ম্যাঙ্গোলিয়া সিটি, নির্মিত জমির পরিমাণ ২২ বিঘা, ১৮ কাঠা ৬ ছটাক, ২১ বর্গফুট কমবেশি স্বত্ব পরিমাণ ২২ বিঘা ১৩ কাঠা ১০ ছটাক কমবেশি এবং ৭০০ ডেসিমেল বা ২২ বিঘা ৪ কাঠা ১২ ছটাক এবং ২১ বর্গফুট কমবেশি তার থেকে জমি পরিমাণ আনুমানিক ৬৭৩ ডেসিমেল অংশ আরএস দাগ নং ৮৬, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ২১৯ এবং ২৯১/৮৫৬ (এল.আর. দাগ নং ৯৫, ৯৬, ১৩৩, ৪৫১১, ২৩২, ৫৪৭, ৬৮০, ৭৭৫, ১৪৬৮ এবং ২২০১) আর এস খতিয়ান নং ৩৪৫, ৩৬০, ৪৫০৯, (পুরসভা হোল্ডিং নং ৩০৪/২/১ এবং ৪৫১২, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩০৪/২/১, মৌজা পশ্চিম ইছাপুর, পরগনা : আনোয়ারপুর, জেএল নং ২৯, আরএস নং ২০২, তৌজি নং ১৪৬, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভা অধীন এবং ২) জমির পরিমাণ ২৭ ডেসিমেল কমবেশি অংশ আরএস /এলআর দাগ নং ৬১৫ এবং ৬১৮ , এলআর খতিয়ান নং ৮০৩, মৌজা : মকপোল, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৩১, উভয়ের থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং এন/২৩১, শাস্ত্রীজি রোড, নবপল্লি, বারাসত পুরসভা অধীন এবং ৩) জমি পরিমাণ আনুমানিক ২২.৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১৩ কাঠা এবং ১০ ছটাক, অংশ দাগ নং ৯৭, খতিয়ান নং ৯০৮, মৌজা : পশ্চিম ইছাপুর, পরগনা : আনোয়ারপুর,জেএল নং ৯৭, খতিয়ান নং ৯০৮, পুরসভা হোল্ডিং নং এন/২৩১, শাস্ত্রীজি রোড, বারাসত পুরসভা অধীন,পো : নবপল্লি,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০১২৬। **স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভলুম নং ১৯০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৬৩৮৪৭ থেকে ১৬৩৮৯৭, দলিল নং ১৯০৩০৪৩৬৬ -২০২৩ সালের। সম্পত্তি শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায়, পিতা শ্রী কালী কিঙ্কর সিনহা রায় এর নামে, সম্পত্তির চৌহদ্দি উত্তরে :** বিবেক পোদ্দারের ফ্ল্যাট; **দক্ষিণে :** বৃষ্টি মান্নার ফ্ল্যাট; **পূর্বে :** কমল মিত্র; **পশ্চিমে :** খোলা এরিয়া।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৪.০৭.২০২৫ এনপিএ তারিখ ১০.০৭.২০২৫	**হোম লোন এ/সি নং ৪২০৩৩২৮৭৬১৮ এবং সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৪২০৩৩২৭৮১২৬ ২৬,৬৮,২৭০.৬১ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ আটষট্টি হাজার দুশো সত্তর টাকা এবং একষট্টি পয়সা) **১৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ০২.০৮.২০২৫
স্থান - রাজারহাট
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দলের বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিলেন রচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির সাংসদ নিজের তহবিল থেকে স্মার্ট ক্লাসরুমের টাকা দিয়েছিন। এ দিকে বিধায়ক অসিত মজুমদার বলছেন, 'কেন তাঁকে জানানো হয়নি?' মহাফাঁপরে পড়েছেন চুঁচুড়ার বাণীমন্দির স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়। স্কুলে তৈরি হবে স্মার্ট ক্লাসরুম। বাচ্চারা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে পড়াশোনা করবে। তা নিয়েও শুরু রাজনৈতিক দঁড়ি টানাটানি!

চুঁচুড়া বাণীমন্দির স্কুলে হঠাৎই পরিদর্শনে যান হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে প্রধান শিক্ষিকা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান তিনি। সাংসদকে কাছে পেয়ে প্রধান শিক্ষিকা অভিযোগ করেন, কার অনুমতি নিয়ে এই স্মার্ট ক্লাসরুম হচ্ছে তা জানতে চেয়েছেন বিধায়ক অসিত মজুমদার। কারা বরাত পেয়েছে? কেন বিধায়ককে জানানো হয়নি? এরকম নানা বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিধায়ক দুর্ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ করেন প্রধান শিক্ষিকা।

শিক্ষিকার মুখ থেকে সমস্ত অভিযোগ শোনেন সাংসদ। তারপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন রচনা। তিনি বলেন, 'আশ্চর্যজনক ঘটনা। স্মার্ট ক্লাসরুম প্রয়োজন ছিল, বাণীমন্দির স্কুল চেয়েছিল। আমি দিয়েছি। তৃণমূল বিধায়ক যা করেছেন, তা কখনই গ্রহণযোগ্য নয়। আগামী দিনেও কাজ করব, স্কুলের উন্নতি করব, স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করব। কার কত দম আছে দেখব। এই ঘটনা যাঁকে জানাবার তাঁকে জানাব।' স্বভাবতই বিষয়টি নিয়ে রচনা দলের ঊর্ধ্বতন নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলবেন বলেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে, প্রধান শিক্ষিকা ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আমি আমার যা বক্তব্য পুরোটাই আমাদের সাংসদকে জানিয়েছি। এর বাইরে আমার কিছু বলার নেই।' জেলায় এবার রচনা-অসিতের দ্বন্দ্ব নিয়ে বিতর্ক শুরু। তবে বিধায়কের বিষয়ে রচনা বলেন, 'দল জানে ওঁর গতিবিধি। এর আগেও নানা ঘটনা ঘটেছে। উনি বোধহয় চাইছেন না স্মার্ট ক্লাস রুম হোক। আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব। আমার সাতজন বিধায়কের একজনই হয়তো দলের বদনাম করছেন, ৬ জন দলের কথা ভাবেন।'

পালটা বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'উনি আমার দলের সাংসদ। উনি যেটা বলতে পারেন, আমি সেটা পারি না। আমি সাংসদের কথার ওপর কোনও কথা বলব না। যা বলার দলকে বলব।'

'আর আট মাস পরেই বিজেপি সরকার,' বাঁকুড়া সভা থেকে শুভেন্দুর হুঁশিয়ারি

একশো দিনের মধ্যে সংকল্পপত্র বাস্তবায়নের আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ছাব্বিশের নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই সরব হচ্ছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বাঁকুড়ার তালডাংরায় বিজেপির 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা'র সভা থেকে ফের সরাসরি আক্রমণ করলেন রাজ্যের শাসকদলকে। জানিয়ে দিলেন, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে নির্বাচনের আগে প্রকাশিত 'সংকল্প পত্র'-র প্রতিটি প্রতিশ্রুতি মাত্র একশো দিনের মধ্যেই বাস্তবায়িত হবে। শুভেন্দু বলেন, 'উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, আসাম, ত্রিপুরা, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যার মতো রাজ্যে বিজেপি যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, ক্ষমতায় এসেই একশো দিনের মধ্যে সব করেছে। এবার বাংলাতেও তাই হবে। নির্বাচনের আগেই দিল্লির শীর্ষ নেতারা রাজ্য নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে ভোটের সংকল্পপত্র প্রকাশ করবেন।' এদিন সভা মঞ্চ থেকেই শুভেন্দু দাবি করেন, '৩০ এপ্রিল ২০২৬ ভোট শেষ হবে। তারপর গণনা। বিজেপি তখন ক্ষমতায় আসবে।' একইসঙ্গে সংখ্যালঘু অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'ভোটার তালিকা প্রকাশ হোক। তারপর যোগীজির কায়দা থেকে বুলডোজার ভাড়া এনে, এই রাজ্য থেকে বাংলাদেশি মুসলমান ও রোহিঙ্গাদের ঝেঁটিয়ে তাড়াব।' নির্বাচনের সুর বাজিয়েই কার্যত বাংলার রাজনীতিতে গেরুয়া ঝড় তোলার বার্তা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী।

আরামবাগ-তারকেশ্বর রাজ্য সড়কে জলস্রোত

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: টানা অতিবৃষ্টি ও বিভিন্ন জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে আবারও আরামবাগ মহকুমায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দামোদর, রূপনারায়ণ, দ্বারকেশ্বর ও মুণ্ডেশ্বরী নদী দিয়ে ঘেরা আরামবাগ মহকুমা। বুধ ও বৃহস্পতিবার এইসব নদীগুলির জলস্তর বাড়তে থাকায় প্রশাসন বাড়তি সতর্কতা জারি করে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী ও রূপনারায়ণ নদীর ঊর্ধ্বমুখী ধারণ করে প্লাবিত করে বিভিন্ন এলাকা। দ্বারকেশ্বর নদীর জলে নতুন করে প্লাবিত আরামবাগের বিভিন্ন এলাকা। আরামবাগ-তারকেশ্বর রাজ্য সড়কের মায়াপুরে প্রধান রাজ্য সড়কের ওপর দিয়ে বন্যার জলের স্রোত বইছে। যানচলাচল বন্ধের আশঙ্কা। দু'মাস আগে বাঁধ ভেঙে মুণ্ডেশ্বরী নদীর জল হু হু করে গ্রামে প্রবেশ করতে শুরু করেছে। রূপনারায়ণ নদীর জল খানাকুলের বন্দর, জেলে পাড়া, মাইতি পাড়া-সহ ধান্য নগরীর বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত করেছে। পাশাপাশি ঠাকুরানিচক, কিশোরপুরের বন্দিপুর-সহ বেশকয়েকটি গ্রাম জলবন্দী হয়ে পড়ে। ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। খানাকুল ব্লক প্রশাসনের তরফে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষ-সহ প্রশাসনের আধিকারিক বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খানাকুলে ছয়টি জায়গায় আগে থেকেই হানা ছিল। সেই সব জায়গা দিয়ে জলের স্রোত বইছে। উদ্ধারকার্যের জন্য আরামবাগ মহকুমা প্রশাসনের তরফে সিভিল ডিফেন্স ও এনডিআরএফের দল নামানো হয়েছে। মহকুমার মধ্যে এই দুটি দলের একটি করে টিম খানাকুল এবং আরামবাগ ব্লক ও শহরে উদ্ধারকার্য চালাচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বেশ কয়েকদিন টানা বৃষ্টিপাতের জেরে বাঁকুড়া জেলার নদীগুলি জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। কারণ ইতিমধ্যেই দুর্গাপুর, মুকুটমণিপুর, কংসাবতী জলাধার থেকে কয়েক হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। সেই জল গন্ধেশ্বরী, দামোদর, দ্বারকেশ্বর নদ দিয়ে বইতে থাকে। আর সেই জল বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত করেছে। এই বিষয়ে আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী জানান, 'বাঁকুড়ায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় দ্বারকেশ্বর নদ দিয়ে সেই জল প্রভাবিত হচ্ছে। তাই নদী বাঁধ উপচে জল এলাকা প্লাবিত করছে। জলবন্দি মানুষকে ত্রাণ শিবিরে রাখা হচ্ছে।' এতে করে স্থানীয় মানুষের দুর্ভোগ ক্রমশ বাড়ছে। সবমিলিয়ে আবারও ভয়ঙ্কর বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে চলেছে আরামবাগ মহকুমায়। এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞ মহলের একাংশ। এখন দেখার এই বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আরামবাগ মহকুমা প্রশাসন কী ব্যবস্থা নেয়।

ডোমকল হাসপাতালের যন্ত্রাংশ চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার মূলচক্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমকল: ডোমকল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালের ল্যাপ্রোস্কোপি যন্ত্র চুরির কিনারা করল পুলিশ। সোনারপুরের পর এবার চুরি চক্রের মূল পাণ্ডাদের বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার। ডোমকল মহকুমা হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটার থেকে মূল্যবান ল্যাপ্রোস্কোপি যন্ত্র-সহ ৬০ লক্ষ টাকার যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যায়। ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডোমকল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এরপরই তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে একটি চক্র সারা রাজ্য জুড়ে হাসপাতাল থেকে যন্ত্র চুরির জাল বিস্তার করেছে। কখনও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে যন্ত্রাংশ মেরামত করার উদ্দেশ্যে, কখনও যন্ত্রাংশের স্বাস্থ্য পরীক্ষার নামে হাসপাতালে ঢুকে অপারেশনের যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ নিয়ে চম্পট দিচ্ছিল। সারা রাজ্যের হাসপাতালগুলি চিহ্নিত করে চলছিল লুটপাট। পুলিশ সূত্রে খবর, এর আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থেকে চক্রের এক মাথাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবার ডোমকলে চুরির ঘটনায় বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডোমকলের এসডিপিও শুভম বাজাজ বলেন, 'চুরি যাওয়া যন্ত্র উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। সেই সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত পালিয়ে গিয়েছে বাঁকুড়ায়। পরে বিষ্ণুপুর থানার সহযোগিতায় অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় জেলা পুলিশ।' পুলিশের অনুমান, ধৃত ব্যক্তি চক্রবদ্ধভাবে একাধিক চুরির সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে। তাকে জেরা করে চুরি হওয়া যন্ত্র উদ্ধারের চেষ্টাও চলছে। এই ঘটনার পর হাসপাতাল চত্বরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ডোমকল সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে সুপার তথা জেলা উপস্বাস্থ্য অধিকর্তা সৌরভ শীল বলেন, 'হাসপাতালের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। আরও কয়েক জায়গায় সিসি ক্যামেরা ইনস্টল করা হয়েছে।'

বৃষ্টিতে প্রাচীন বাড়ির একাংশ ভেঙে বিপত্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দীর্ঘদিন ধরে জল, বৃষ্টির কারণে হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে পূর্ব বর্ধমানের ১৫ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত অগ্রদূত ক্লাবের বিপরীতে প্রায় ৫০০ বছরের পুরোনো বাড়ির একটি অংশ। বাড়ির চারিদিক থেকে গজিয়ে রয়েছে গাছগাছালি। জানা গিয়েছে, ওই বাড়িটিতে লোকজন বাস করতেন। কিন্তু এই দুর্ঘটনা ঘটার সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তাঁরা বাইরে গিয়েছিলেন। সেই সময়ই ঘটে বিপত্তি। এলাকাবাসীরা চাক্ষুষ দেখতে পান সেই বাড়ির একটি অংশ হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। সেই অবস্থাতেই তাঁরা খবর দেন বাড়ির সদস্যদের। পরবর্তীতে তাঁরা ফিরে এসে ঘরের মধ্যে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র, জিনিস বের করেন। প্রতিবেশীদের অভিযোগ, বহু প্রাচীন এই বাড়ির চারজন মালিকানা রয়েছে। দীর্ঘ ১০ বছর ধরে এই বাড়ির মেরামতের জন্য তাঁদের বলা হলেও, কোনও কর্ণপাত করেননি। পুরনো বাড়িটি ভেঙে পড়ার ফলে পার্শ্ববর্তী বাড়ির পাইপ লাইন ভেঙে গিয়েছে বলে অভিযোগ। জল চলাচল বন্ধ। এখন সকলেই পোরো বাড়ির দ্রুত মেরামতের দাবি জানিয়েছেন এবং স্থানীয় কাউন্সিলরকে এব্যাপারে হস্তক্ষেপের আর্জি করেছেন। অন্যদিকে ভেঙে পড়া বাড়ির দুই সদস্য জানিয়েছেন, 'দীর্ঘদিন ধরে টানা বৃষ্টির জেরেই বাড়ির কিছু অংশ এইভাবে ভেঙে পড়েছে। সকলেই যতক্ষণ না একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, ততদিন এই বাড়ির মেরামত কাজ করা সম্ভব নয়। আপাতত তারা এই বাড়ি থেকে অন্যত্র সরে গিয়ে একটি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করার চিন্তা ভাবনা নিয়েছেন।'

ভাগীরথীর পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নাদনঘাট থানা নসরতপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কিশোরীগঞ্জ গ্রামটি ভাগীরথী তীরবর্তী নদী ভাঙনকবলিত একটি প্রত্যন্ত গ্রাম। এই গ্রামে বেশিরভাগ মানুষই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এই অবস্থায় ভাগীরথীর করালো গ্রাসে তাঁদের চাষের জমিও নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। নদীগর্ভে চলে গেছে ভিটেমাটি সব। সহায় সম্বলহীন হয়ে অনেকেই এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। বর্ষার মরসুমে ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করে। একের পর এক গাছ ঘরবাড়ি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। কিছুদিন আগেই এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জেলাশাসক আয়েশা রানি এ-সহ বিভিন্ন আধিকারিকেরা এই অঞ্চলটি পরিদর্শন করে গেছেন এবং নদী ভাঙন রোধ করতে রাজ্য সরকার দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। ওই টাকায় সেচ দপ্তর থেকে ভাঙন প্রতিরোধে ভাগীরথীর পাড় বাঁধানোর কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। জানা যাচ্ছে, গত আট দিন ধরে এই কাজ চলছে। বাঁশের খাঁচা বেঁধে বোল্ডার ফেলে ভাঙন রোধের কাজ করা হবে। তাই নদী ভাঙন রোধে পাড় বাঁধানোর কাজ শুরু হওয়ায়, খুশি কিশোরীগঞ্জের ভাগীরথীর পারের মানুষজন।

হিঙ্গলগঞ্জে খোঁজ মিলল তিন বছর ধরে দ্বৈত নাগরিকত্বের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হিঙ্গলগঞ্জ: ফের হদিশ মিলল দ্বৈত নাগরিকত্বের। এবার হিঙ্গলগঞ্জ। ভারতের পরিচয়পত্র বানিয়ে বহাল তবিয়াতে বসবাস করছে এই দেশে। বাংলাদেশে পরিচয়পত্র এবং ভারতীয় ভোটার তালিকায় নাম মিলল প্রভাস মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির। স্থানীয় এক মহিলা বাণী মণ্ডলকে মায়ের পরিচয় দিয়ে ভারতে ভোটার কার্ড তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ। যদিও বাংলাদেশের ভোটার কার্ডে তাঁর মায়ের নাম গীতা মণ্ডল। জানা গেছে, মাত্র তিন বছর আগে সে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিল। যদিও বাড়িতে গিয়ে তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রীর দাবি, তিনি কলকাতায় আছেন। ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরিগনার হিঙ্গলগঞ্জ থানার বাঁকড়া এলাকার। এখানে তাঁর ভোটার লিস্টে নাম আছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ সাতক্ষীরাতে তাঁর পরিচয়পত্রও পাওয়া গেছে। বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করছেন। এলাকার মানুষের অভিযোগ, তিনি প্রায়শই বাংলাদেশে যান। বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ আছে। তিনি ভারত থেকে বাংলাদেশে অবৈধ ব্যবসার করেন বলেও অভিযোগ। তাঁর স্ত্রী আরুফা খতুন নাম পরিবর্তন করে হয়েছেন রিতা মণ্ডল। তিনি বলেন, দু'দেশের ভোটার কার্ড আছে কিনা তাঁর জানা নেই এবং কোনও অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে তিনি যুক্ত নন। ৩০ বছর আগে তাঁর স্বামী বাণী মণ্ডল ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের ১৮ বছর আগে বিয়ে হয়। স্যান্ডেলের বিল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিতোষ বিশ্বাস জানান, 'এই বিষয়টি তাঁর জানা নেই। যদি এমন কিছু হয়ে থাকে, তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বৃষ্টির দিনে 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস' দর্শনে মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: টানা বৃষ্টির কারণে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি কম হলেও, পূর্ব বর্ধমান জেলার শহর বর্ধমানের কাঞ্চননগর দীননাথ দাস উচ্চ বিদ্যালয়ের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতার দিন ছিল। শুরু হচ্ছে পরীক্ষা, তার আগেই বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের জন্য আয়োজিত হয় অ্যানিমেশন ছায়াছবি 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস' প্রদর্শনী। স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক দীপ্তসুন্দর মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এই অ্যানিমেশন ছবিতে ওরা মুগ্ধ। দেখল, কত প্রতিকূলতার মধ্যেও কলম্বাস কীভাবে স্পেনের রাজাকে রাজি করিয়ে সমুদ্রযাত্রার অনুমতি পেলেন, জাহাজ প্রস্তুত করলেন। আর শেষ পর্যন্ত আমেরিকা আবিষ্কার করলেন।' বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক ড. সুভাষচন্দ্র দত্ত বলেন, 'অভিযান জীবনের অঙ্গ। পড়াশোনা, খেলা, ছবি আঁকা, গান, নাচ-এই সবকিছুর মধ্যেই এখনকার ছোটদের কাছে জীবন এক অচেনার অভিযান। সবাই হয়তো আমেরিকা আবিষ্কার করবে না, কিন্তু জীবনের প্রতিটি ছোট অভিযান উপভোগ করতে পারলেই জীবনের সার্থকতা খুঁজে পাবে।' বর্ষার দিনের এই বিশেষ আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের মনে রেখে গেল অভিযান ও আবিষ্কারের প্রেরণা।

চুঁচুড়ার তরুণীর রহস্য মৃত্যুতে একাধিক প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: মুম্বইয়ে যোগা সেন্টারে গিয়ে চুঁচুড়ার তরুণী সঙ্গীতা চক্রবর্তীর রহস্যজনক মৃত্যুতে কাধিক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সঙ্গীতার বাবা জানান, মেয়ে যে মুম্বইয়ে যাচ্ছেন, বাবা-মা তা জানতেন না। আশ্রমের মালিকই ফ্লাইটের টিকিট পাঠিয়েছিলেন। জট খুলছে একটু একটু করে। যে যোগা আশ্রমে গিয়ে চুঁচুড়ার তরুণী সঙ্গীতা চক্রবর্তীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, সেখানকার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তাঁর বাবা দিলীপ চক্রবর্তী। মেয়ের ছোট থেকে 'পিলেন্সি' ছিল বলে জানান তিনি। খিঁচুনির সমস্যা হতো ওষুধ না খেলেই। এক কনফারেন্সে গিয়ে আশ্রমের মালিকের সঙ্গে দেখা হয় সঙ্গীতার। আশ্রম মালিক আশ্বস্ত করেছিলেন, যোগাতেই এই সমস্যা নিরাময় হবে। কোনও দিন আর ওষুধ খেতে হবে না সঙ্গীতাকে। দিলীপ চক্রবর্তীর দাবি, মেয়ে সেই ফাঁদেই পা দিয়ে মুম্বই যায়। গত ১৮ জুলাই মুম্বইয়ে যান সঙ্গীতা। ২৮ জুলাই, সোমবার ড্যামের জলে ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। সে দিন রাতে আশ্রম মালিকই সঙ্গীতার বাবাকে ফোনে জানান, মেয়ে জলে পড়ে গিয়েছে। মুম্বই থেকে চুঁচুড়ায় ফিরল সঙ্গীতার দেহ, এখনও রহস্যেই ঢাকা মৃত্যুর কারণ। দিলীপ চক্রবর্তীর কথায়, 'সন্ধ্যা ৭টায় আমাকে ফোনে ওই যোগ আশ্রম মালিক ব্রায়ান জানান সঙ্গীতা ড্যামের জলে তলিয়ে গিয়েছে। অন্ধকার বলে উদ্ধারকাজ করা যাচ্ছে না।' সঙ্গীতার বাবার দাবি, সে দিন উদ্ধারকাজে নামেইনি কেউ। পরের দিন তাঁর এক ভাইয়ের হস্তক্ষেপে উদ্ধারকাজে নামে দক্ষিণ মুম্বইয়ের রায়গড়ের নেরাল থানার পুলিশ। উদ্ধার হয় সঙ্গীতার নিথর দেহ। সঙ্গীতার বাবার বক্তব্য, ব্রায়ান তাঁকে ফোনে বলেছিলেন সঙ্গীতারা ৮-১০ জন মিলে ড্যামে গিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গীতার সঙ্গে থাকা বান্ধবী তানিয়া সিং জানিয়েছিলেন, তাঁরা দু'জনই যান। দিলীপ চক্রবর্তী আরও জানান, তানিয়া জানিয়েছিলেন, তাঁর ফোনে ১৯ মিনিটের একটি ভিডিও আছে। কিন্তু ৭ মিনিটের ভিডিও পেয়েছেন সঙ্গীতার বাবা।

দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, 'নেরাল থানায় ব্রায়ান, তানিয়ার নামে অভিযোগ জানিয়েছি। পুলিশ ফোন সিজ করেছে। বলেছে, দু'মাস পরে ফোন দেওয়া হবে। তবে আমরা বলেছি, ফোন যে দিন দেবেন ১৯ মিনিটের ভিডিও আমার চাই।' চুঁচুড়া থানাতেও কথা বলেছেন বলে জানান সঙ্গীতার বাবা। তারাও সবরকমভাবে সহযোগিতা করছে। ওই আশ্রমেই কিছু গোলমাল আছে বলে সন্দেহ সঙ্গীতার বাবার। তিনি সাফ জানান, এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। বৃহস্পতিবার সঙ্গীতার কাজ করেছেন বাড়িতে। জানান, এবার চুঁচুড়া থানায় গিয়ে এফআইআর কপির প্রতিলিপিও জমা দিয়ে আসবেন।

বিনা নোটিসে ১৭০ জনকে বরখাস্ত, প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: শুক্রবার সকাল নাগাদ জামুড়িয়ার সপ্তম নামক এক বেসরকারি কারখানা থেকে প্রায় ১৭০ জন শ্রমিককে তাঁদের কাজ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তারই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বেলা বারোটা নাগাদ জামুড়িয়া তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে সপ্তম কারখানার গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, সামনে দুর্গা পুজো, তার আগে শ্রমিকদের এইভাবে কোনও রকম নোটিস না দিয়ে ছাঁটাই করে দেওয়ার কী মানে? শ্রমিকরা এখন কী করবে? তাদের পরিবার কোথায় যাবে? একাধিক দাবি-দাওয়া তুলে বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসি। তাদের মূল দাবি, অতি শীঘ্রই শ্রমিকদের আবার কাজের নিয়োগ দিতে হবে। তা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠন। যদিও এই ব্যাপারে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এবার বালুরঘাট থেকে দিঘা সরকারি বাস পরিষেবা চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এবার বালুরঘাট থেকে দিঘা সরকারি বাস পরিষেবা চালু করা হল উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের তরফে। বালুরঘাট থেকে দিঘার উদ্দেশ্যে সরাসরি এই বাস পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। শুক্রবার জেলা সদর শহর বালুরঘাটে স্টেট বাস স্ট্যান্ড চত্বরে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একথা ঘোষণা করেন উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। এছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের বোর্ড অফ ডিরেক্টর তোরাফ হোসেন মণ্ডল, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি অম্বরিশ সরকার, প্রাক্তন মন্ত্রী শঙ্কর চক্রবর্তী-সহ আরও অনেকে।

উল্লেখ্য, উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলার সঙ্গে দিঘার মেলবন্ধন ঘটাতে ৬টি ভলভো বাস পরিষেবা চালু করবার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে সরাসরি জেলা থেকে দিঘা পৌঁছানোর সেই সুযোগ থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিল এই জেলা। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বালুরঘাট-দিঘা নতুন ভলভো বাস পরিষেবা চালু করবার কথা ঘোষণা করেন পার্থপ্রতিম। এর ফলে এবার বালুরঘাট থেকে সরাসরি জগন্নাথ মন্দির দেখতে যেতে পারবেন জেলার বাসিন্দারা।

উত্তরবঙ্গ পরিবহন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা থেকে এতদিন যে বাসটি দিঘা পৌঁছাতো, সেটিকেই এক্সটেনশন করে বালুরঘাট থেকে দিঘার উদ্দেশ্যে ছাড়া হবে। বালুরঘাট থেকে মঙ্গল ও শনিবার দিঘার উদ্দেশ্যে ছাড়বে এই বাস। আর দিঘা থেকে বালুরঘাটের উদ্দেশ্যে বাস ছাড়বে বুধ ও রবিবার। অন্যদিকে, ভলভো বাসের পাশাপাশি এদিন বালুরঘাট-শিলিগুড়ি নন এসি আরো একটি নতুন বাস পরিষেবার সূচনা করা হয়। সবুজ পতাকা নাড়িয়ে শুভ সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়।

এ বিষয়ে পার্থপ্রতিম বলেন, 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের বালুরঘাট বাস টার্মিনাস থেকে বালুরঘাট-দিঘা ভায়া মালদা, কলকাতা ভলবো বাস সার্ভিস ও বালুরঘাট-শিলিগুড়ি নন এসি বাস সার্ভিসের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হল। এক একটি ভলভো বাসের দাম প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। সবগুলো বাস ৯৬০০ মডেলের। বাসগুলিতে বাতানুকূল পরিষেবা চালু রয়েছে। ২/২ পুশ ব্যাগ সিট রয়েছে। অনলাইন এবং অফলাইন দু'টি ভাবেই টিকিট বুক করা যাবে। বালুরঘাট থেকে দিঘা পর্যন্ত ১,৪৬০ টকা ভাড়া থাকলেও পুজোর আগে পর্যন্ত ২০ শতাংশ ছাড় দিয়ে তা করা হয়েছে ১,১৬০ টাকা। আর যেহেতু প্রথমবার এই বাসটি বালুরঘাট থেকে চালু হচ্ছে তাই প্রথম দু'মাস ৯৬০ টাকা ভাড়া দিয়েই দিঘা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবেন যাত্রীরা।'

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের এসি কামরায় আরশোলার দৌরাত্ম্য, মালদা স্টেশনে বিক্ষোভ যাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এনজেপি-শিয়ালদাহগামী ডাউন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসর এসি কামরায় আরশোলার দৌরাত্ম্যের জেরে মালদা টাউন স্টেশনে বিক্ষোভ দেখালেন যাত্রীরা। গত বুধবার গভীর রাতের মালদা টাউন স্টেশনে এমন বিক্ষোভের ঘটনার বিষয়টি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। (যদিও ভাইরাল হওয়া ভিডিও সত্যতা যাচাই করেনি একদিন।) ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে মালদা টাউন স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বেশ কয়েকজন যাত্রী, একজন রেল পুলিশের কর্তার সামনেই চরম বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। 'এসি কামরায় এত বিপুল পরিমাণ আরশোলা কেন?' সে কথাও বলতে শোনা যাচ্ছে যাত্রীদের মুখ থেকে। ওই যাত্রীদের অভিযোগ, 'গভীর রাতে স্টেশনের রেল অফিসারদের পাওয়া যায় না, তাহলে অভিযোগ জানাবো কোথায়?' মোটা টাকা দিয়ে টিকিট কাটার পরেও এসি কামরার এমন অবস্থা। যত্রতত্র আরশোলার উপদ্রবে অতিষ্ঠ হতে হয়েছে যাত্রীদের। রেলের জরুরীকালীন নম্বরে ফোন করেও, কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। তাই এভাবেই মালদা টাউন স্টেশনে বিক্ষোভ দেখাতে হয়েছে যাত্রীদের।

পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসটি কোচবিহারের বানারহাট থেকে দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে ছাড়ে। সেটি এনজেপিতে প্রবেশ করে বিকেল ৫ টা ৪০ মিনিটে। এরপর এই ট্রেনটি মালদা টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছানোর সময় রয়েছে রাত ১০টা ২০ মিনিট। শিয়ালদায় পৌঁছানোর টাইম রয়েছে ভোর পাঁচটা। ঘটনার দিন ডাউন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ট্রেনটি নির্দিষ্ট সময়ের কিছু দেরিতেই মালদা টাউন স্টেশনে প্রবেশ করে বলে যাত্রীদের অভিযোগ। একদিকে ট্রেন লেট। অপরদিকে এসি কামরায় আরশোলা বাহিনীর দৌরাত্ম্য, সবমিলিয়ে দূরপাল্লার ট্রেনের যাত্রী পরিষেবা নিয়ে তিতিবিরক্ত অনেক যাত্রীরা। এদিন ওই এসি কামরার যাত্রী বিনোদ গুপ্তা, রাজেশ আগারওয়ালদের অভিযোগ, 'একেই তো দূরপাল্লার এসি সংরক্ষিত কামরার ট্রেনের টিকিট সহজে পাওয়া যায় না। টাকা দিয়ে তৎকালে টিকিট কাটতে হয়। তার ওপর এসি কামরায় আরশোলার উপদ্রব। এনজিপি স্টেশন থেকে ট্রেনটি ছাড়ার আধঘণ্টা পর থেকেই এই কামরাতে কিলবিল করছিল আরশোলা, বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেনটি থামিয়েছে কিন্তু এক থেকে দেড় মিনিট স্টপেজ টাইম বলে কোথাও সেভাবে অভিযোগ জানানো যায়নি। মালদা টাউন স্টেশনে ট্রেনটি বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ট্রেনের কামরার এমন দুরাবস্থার বিষয়ে অভিযোগ জানাবো কোথায় বুঝে উঠতে পারছিলাম না। এই মুহূর্তে একজন রেল পুলিশকে অভিযোগের বিষয়টি জানানো হয়।' অধিকাংশ যাত্রীদের অভিযোগ, এনজেপি থেকে ট্রেনটি ছাড়ার পরই অসংখ্য আরশোলার উপদ্রবে যাত্রীরা ঠিকমতো নিজেদের আসনে বসতেই পারছিলেন না। মালদা টাউন স্টেশনে ১০ মিনিট ট্রেনটির স্টপেজ টাইম রয়েছে। আর তখনই যাত্রীরা গভীর রাতে বেড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। পূর্ব রেলের জনসংযোগ দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, 'উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এনএফ রেলের অধীনে। কিন্তু পোকা মারতে ট্রেনের ভিতরে নিয়মিত কীটনাশক দেওয়া হয়।' পূর্ব রেলের মালদার ডিআরএম মণিশ কুমার গুপ্তা জানিয়েছেন, 'ট্রেনের কামরাগুলিতেই নির্দিষ্টভাবে রেলের অ্যাপ নম্বর দেওয়া আছে। সেইসব নম্বরে ফোন করলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে।'

মিড-ডে মিলের রাঁধুনি, স্কুলের নৈশপ্রহরী ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদের ভাতা দ্বিগুণ বিহারে

পাটনা, ১ অগস্ট: সামনে ভোট। তার আগে মিড-ডে মিলের রাঁধুনি ও স্কুলের নৈশপ্রহরীদের ভাতা দ্বিগুণ করল বিহার সরকার। মিড-ডে মিলের রাঁধুনিরা এতদিন ১৬৫০ টাকা ভাতা পেতেন। তা বাড়িয়ে ৩৩০০ টাকা করা হয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে কর্মরত নৈশপ্রহরীদের ভাতা ৫,০০০ টাকা থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১০,০০০ টাকা হয়েছে। ভাতা দ্বিগুণ হয়েছে স্কুলের স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদেরও। তাঁরা পেতেন আট হাজার টাকা। এ বার থেকে তাঁরা পাবেন ১৬ হাজার টাকা।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শুক্রবার জানিয়েছেন, '২০০৫ সালের নভেম্বরে সরকার গঠনের পর থেকে, আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্রমাগত কাজ করে যাচ্ছি। ২০০৫ সালে শিক্ষার জন্য মোট বাজেট ছিল ৪৩৬৬ কোটি টাকা, যা এখন বেড়ে ৭৭৬৯০ কোটি টাকা হয়েছে। বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়নের কারণে শিক্ষা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।' তিনি বলেন, 'শিক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে রাঁধুনি, নৈশপ্রহরী এবং শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, আমরা এই কর্মীদের সাম্মানিক দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শিক্ষা বিভাগের অধীনে মিড-ডে মিলের রাঁধুনিদের সাম্মানিক ১৬৫০ টাকা থেকে দ্বিগুণ করে ৩৩০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে মাধ্যমিক/উচ্চশিক্ষা স্কুলে কর্মরত নৈশপ্রহরীদের সাম্মানিক ৫ হাজার টাকা থেকে দ্বিগুণ করে ১০ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, শারীরশিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রশিক্ষকদের সাম্মানিক ৮ হাজার টাকা থেকে দ্বিগুণ করে ১৬ হাজার টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, তাদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ২০০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এতে তাঁদের মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁরা আরও উৎসাহ ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের কাজ করবেন।'

ধনখড়ের উত্তরসূরির খোঁজে ৯ সেপ্টেম্বর উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১ অগসট: জগদীপ ধনখড়ের উত্তরসূরি কে হবেন, তার জন্য আগামী ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে দেশের ১৭তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ৯ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য গোটা দেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা যাবে। ওইদিনই নির্বাচনী গণনা হবে এবং তা থেকেই স্পষ্ট হবে যে দেশের পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি কে হবেন। আগামী ৭ অগস্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশন পরবর্তী উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মনোনয়নের জন্য ধার্য করা হয়েছে ১৪ দিন। অর্থাৎ ২১ আগস্ট পর্যন্ত এই নির্বাচনে মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে। ২২ আগস্ট মনোনয়নপত্র গুলির যাচাইকরণ হবে এবং ২৫ অগস্টের মধ্যে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে। উল্লেখযোগ্য ইতিমধ্যেই উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ইলেক্টোরাল কলেজ বা ভোটার তালিকা তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেলকে রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত করে আসন্ন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনা করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কেন্দ্রীয় আইন ও ন্যায়বিচার মন্ত্রকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের অনুমতি সাপেক্ষে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত ১৯৭৪ সালের বিধি মেনে নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচন পরিচালনার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। যেখানে এক বা একাধিক অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আসন্ন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন। রাজ্যসভার সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব গরিমা জৈন এবং রাজ্যসভা সচিবালয়ের অধিকর্তা বিজয় কুমার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন ২০২৫ এর অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদে জগদীপ ধনখড় পদত্যাগ করায় ফের দেশের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। নির্বাচন পরিচালনার নিয়মাবলি নির্ধারিত হয়েছে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন আইন, ১৯৫২ এবং রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন বিধি, ১৯৭৪ অনুযায়ী। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখেই উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পরিচালিত হবে।

ট্রাম্পের চূড়ান্ত শুল্কহারেই নির্ভর ভারত-মার্কিন আমদানি-রপ্তানি

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১ অগস্ট: ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বহু দেশের সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের সমীকরণ বদলাচ্ছে। এই মুহূর্তে শুল্কহার নিয়ে নানা দেশের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলী ভাবনার লড়াই চলছে। এই শুল্কহারের ওপরেই নির্ভর করবে ভারত-মার্কিন আমদানি-রপ্তানির হিসেব।

শুক্রবার ভারতের কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত যে তিনটি ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশি রপ্তানি করে, সেগুলো হলো যন্ত্রপাতি, বস্ত্র ও কার্পেট, রত্ন ও অলঙ্কার। **২৪-'২৫ অর্থবর্ষে এই তিন ক্ষেত্রের হিসেব হলো যথাক্রমে ১১, ১০.৭ এবং ১০ মার্কিন বিলিয়ন ডলার। ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এরপরের দু'টি বেশি রপ্তানির ক্ষেত্র ফার্মাসিউটিক্যাল এবং তৈলজাতীয় পদার্থ। পরিমাণগুলো হল ৯.৮ এবং ৪.২ মার্কিন বিলিয়ন ডলার।**

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত বেড়েছে ভারত-সহ বিদেশিদের সংখ্যা

ওয়াশিংটন, ১ অগস্ট: কোভিড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ভারত-সহ বিভিন্ন দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয় ভাবে বেড়েছে। শুক্রবার 'ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি' সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে।

সূত্রের খবর, ২০১৩ সালে যেখানে ভারত থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন প্রায় ১৫ লক্ষ জন, প্রতি বছর তা বাড়তে বাড়তে ২০১৯-এ হয় প্রায় ২৩ লক্ষ। কিন্তু কোভিডের জন্য ২০১৯-এ তা নেমে যায় ৫ লক্ষে। ২০২৩-এ সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ২৩ লক্ষ। তার পরের হিসেব এখনও প্রকাশ করেনি 'ইউএস হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'। তবে সূত্রের খবর, সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য বেড়েছে।

ময়দান

ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবসে 'ভারত গৌরব' পিআর শ্রীজেশ।

সুনীলদের হেডস্যার খালিদ, শিলমোহর ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় ফুটবল দলের কোচের পদে ফিরিয়ে আনতে হবে কোনও ভারতীয়কে। মানালোর বিদায়ের পর নয়া কোচের সন্ধানে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল ফেডারেশন। সেই বিজ্ঞপ্তির পর ১৭০টি জীবনপঞ্জী জমা পড়েছিল। অবশেষে দেশীয় কোচ খালিদ* জামিলের নামেই শিলমোহর পড়ল ফেডারেশনের। শুক্রবার দিল্লিতে টেকনিক্যাল কমিটির বৈঠকের পর সুনীলদের হেডস্যার হিসেবে খালিদের নাম ঘোষণা করল এআইএফএফ। প্রায় তিন বছরের মধ্যে তিনটি কোচ বদল ফেডারেশনের।

তিন জনের নাম প্রাথমিকভাবে বাছাই করেছিল এআইএফএফের টেকনিক্যাল কমিটি। তালিকায় ছিলেন খালি জামিল, ব্রিটিশ কোচ স্টিফে কনস্টানটাইন, স্টেফান তারকোভিচ। খালিদ জামিলই ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন। আইজল এফসির হয়ে আইলিগ জয়ী কোচ খালিদ। ময়দানের ক্লাব ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানেও কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেডে সফল ভাবে কোচিং করিয়েছেন তিনি। চলতি ডুরান্ড কাপে জামশেদপুর এফসির দায়িত্বে রয়েছেন খালিদ। ডুরান্ড শেষ হলেই ব্লু-টাইগার্সদের দায়িত্ব নেবেন তিনি।

সামাজিক মাধ্যমে ফেডারেশনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়, 'টেকনিক্যাল কমিটির উপস্থিতিতে এআইএফএফ কার্যকরী সমিতি ভারতীয় পুরুষ দলের নয়া কোচ হিসেবে খালিদ জামিলের নাম অনুমোদন করেছে।' এর আগে সুখবিন্দর সিং প্রথম ভারতীয় কোচ হিসেবে স্থায়ী ভাবে দলের দায়িত্বে ছিলেন। শেষবার ২০১১-১২ সালে অস্থায়ী ভারতীয় কোচ হিসেবে ছিলেন স্যাভিও মেদেইরা।

বিদেশির পরিবর্তে ভারতীয় কোচকেই প্রাধান্য দিতে চেয়েছিল ফেডারেশন। কারণ বর্তমানে আর্থিক সঙ্কটে থাকা এআইএফএফ বেশি বেতন দিয়ে বিদেশি কোচকে দায়িত্ব দিতে পারবে না। প্রায় দেড় মাসেরও বেশি আগে থেকে প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস খালিদ জামিলকে কোচ করার কথা বলেছিলেন। একদিন -এর সঙ্গে কথোপকথনে এদিনও দীপেন্দু বিশ্বাস জানালেন, 'খালিদের ওপর ভরসা করা যায়। বর্তমানে সক্রিয় কোচ তিনি, জামশেদপুর এফসিতে ভালো কাজ করছে। আইলিগ, আইএসএলে সফল। অতীতে তো দলকে দেশীয় কোচেরা সাফল্য এনে দিয়েছে। এবারও খালিদের থেকে ভালো কিছুর আশা করছি।'

ব্যাজবলের পাল্টা ভারতের জ্যাযবল!

ওভালে দ্বিতীয় দিনে অসাধারণ কামব্যাক গিলবাহিনীর

ওভাল, ১ অগস্ট: ত্বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনীদ ; এই ভাবনাকে মনের মধ্যে রেখে ওভালের মাঠে নেমেছিল ভারত। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই বড় ধাক্কা খায় টিম ইন্ডিয়া। আগের দিন যেখান থেকে খেলা থেমেছিল, সেখান থেকেই শুরু করেছিলেন করুণ নায়ার ও ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রথম দিনের মতোই লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল ভারত। কিন্তু মাত্র ২৭ মিনিটেই ভেঙে পড়ে ভারতের ইনিংস।

করুণ নায়ার ৫৭ রানে আউট হতেই বাকি ব্যাটাররা যেন পথ হারিয়ে ফেলেন। ওয়াশিংটন সুন্দর ২৬ রান করে আউট হন। এরপর ভারতের শেষ চার ব্যাটার মাত্র ৬ রানের মধ্যে সাজঘরে ফিরে যান। সিরাজ ও আকাশ দীপ কোনও রান না করেই আউট হন। ফলে ভারত থেমে যায় ২২৪ রানে।

ইংল্যান্ডের পক্ষে গাস অ্যাটকিনসন ৩৩ রানে ৫ উইকেট নেন। জোশ টং নেন ৩টি, আর ক্রিস ওকস নেন ১ উইকেট। যদিও দ্বিতীয় দিনের শুরুতেই ইংল্যান্ড একটি দুঃসংবাদ পায় ; কাঁধে চোট পেয়ে ওকস সিরিজ থেকেই ছিটকে যান। কিন্তু বাকি পেসাররা ভারতকে অলআউট করতে কোনও সমস্যা অনুভব করেননি।

এরপর ব্যাট হাতে দুর্দান্ত শুরু করে ইংল্যান্ড। দুই ওপেনার জ্যাক ক্রলি ও বেন ডাকেট মাত্র ১২ ওভারেই ৯০ রান করে ফেলেন। আকাশ দীপের বলে ডাকেট (৪৩) আউট হন উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ দিয়ে। আউট করার পর আকাশ দীপ তাঁকে কাঁধে হাত রেখে কিছু বলেন;যা অনেকের মতে ছিল ব্যঙ্গাত্মক।

ক্রলি করেন ৬৪ রান, আউট হন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের বলে। এরপর সিরাজ ও প্রসিদ্ধ নিয়মিত উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে থামান ২৪৭ রানে। ইংল্যান্ড পেল ২৩ রানের লিড। সিরাজ ও প্রসিদ্ধ দুজনেই ৪টি করে উইকেট নেন। আকাশ দীপ নেন একটি।

ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসের শুরুটা ছিল ভাল। যশস্বী জয়সওয়াল আগ্রাসী ব্যাটিং করেন এবং ইংল্যান্ডের ফিল্ডাররা তাঁর দুইবার ক্যাচ ফেলে দেন। কিন্তু কেএল রাহুল মাত্র ৭ রান করে আউট হন। সাই সুদর্শন ১১ রানে আউট হন ক্যাচ দিয়ে।

দিনের শেষে ভারতের স্কোর ২ উইকেটে ৭৫। যশস্বী জয়সওয়াল ৫১ রানে অপরাজিত। তাঁর সঙ্গে আছেন নাইটওয়াচম্যান আকাশ দীপ (৪ রানে অপরাজিত)।

ভারত এখন এগিয়ে আছে ৫২ রানে। ম্যাচে লড়াই এখনও বাকি। ভারত কি পারবে এই লিড ধরে রাখতে? নাকি ইংল্যান্ড আবার ফিরে আসবে ম্যাচে? উত্তরের অপেক্ষায় ক্রিকেটপ্রেমীরা।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

E-TENDER NOTICE
LABPUR PANCHAYAT SAMITY
Labpur, Birbhum
NIeT No.- 07/EO/2025-26
E-Tenders are invited for 18 nos Civil works. Bid Submission start- **02/08/2025**, Ends- **11/08/2025** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-
Executive Officer
Labpur Panchayat Samity

SHORT EOI NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-EOI are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
EOI No: REV/NM/EOI-3e/2025-26.
ID: 2025_MAD_886199_1.
Last Date of receiving EOI On 15 Aug-2025 06:00 PM.
N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 1st Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 32/WS/ Eng/25 Dt. 08-07-25
Bid Submission period: 11.08.25 instead of 31.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING QUOTATION
N.I.E. Q. No. 65/PW/ Eng/25 Dt. 31.07.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide **NIeT No: -07/15th FC-TIED/2025-2026, & 08/15th FC-UNTIED/ 2025-2026. With Vide Memo No. 259/R-II GP/2025 & 260/ R-II GP/2025, Dated:- 30-07-2025,** The Last date for online submission of tender is **14-08-2025 upto 11.00** A.M. For details, please visit website:- **https://wbtenders.gov.in**
Sd/ Prodhan
Rampara-II Gram Panchayat

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
e-Auction
01 of 2025-26 (1st Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Selection of Contractor for Dredging/De-silting/Removal of river bed materials from within site location of Ichhamati River from Taparchar Biswaspara (ch195.50km) to Sangrampur Bazar (ch 196.94km) for a length of 1.44 km under Basirhat Municipality, District North 24-Parganas and dispose entire quantity. Online Start Date: **02.08.2025 Time:10:00 hrs.** Closing Date: **16.08.2025 Time: 15:00 hrs.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-জিএসইউ-ওটি-১৭-২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** অমৃত ভারতের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ ঃ শিয়ালদহ ডিভিসনের ১৫টি স্টেশনে (শিয়ালদহ স্টেশনের জন্য) পর্যায়-II। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৩৮,৪০,০৮৩ টাকা, **বায়না অর্থ ঃ** ২,১৯,২০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৩ মাস। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা, **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২১.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টোর পর। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.০৮.২০২৫। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
SDAH-143/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER
The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against-Tender Reference **No:-AGP-II/e-Tender.-05/2025-26, Date- 01.08.2025**, in this Gram Panchayat. Bid submission end date and time **11.08.2025** up to 10.00 A.M. Bid Opening Date (Technical) - **13.08.2025** at 11.00 A.M. Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

Memari-II Panchayat Samity
Paharhati, Purba Bardhaman
e-Tender Notice
e-Tender is invited vide **NIT No.: 101/2025-26 & Memo No.: 896, Date: 01.08.2025,** for **03 nos. scheme** under Memari-II Panchayat Samity. Documents download/sell end date (Online) for Bid Submission up to **18.08.2025** for detail information please contact with Memari-II PS office notice board/ SAE Section and go through e-Tender site **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer,
Memari-II Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে
সংশোধনী
টেন্ডার নং ডিসিপিএম-জিএস-ইএনজি-এসডিএএইচ-০৫-২৫-২৬ যা ডেপুটি চিফ প্রজেক্ট ম্যানেজার, গতি শক্তি ইউনিট/ইএনজিজি, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত হয়ে সেটির সংশোধনী। কাজের নাম ঃ শিয়ালদহ ডিভিসন- পূর্ব রেলওয়ে শিয়ালদহ ডিভিসনের অধিক্ষেত্রে বিভিন্ন স্থানে লেভেল ক্রশিং-এর পরিবর্তে (মোট ৪০টি লেভেল ক্রশিং) আরওবি নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিতে টোপোগ্রাফিকাল সমীক্ষা ও জিওটেকনিকাল অনুসন্ধানসহ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিজাইন কনসালটেন্সির কাজ। এই টেন্ডারটির দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ১১.০৮.২০২৫ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়েছে। অন্যান্য নিয়ম ও শর্তাবলি অপরিবর্তিত থাকবে।
SDAH-145/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER NADIA DIVISION, MUNICIPAL ENGINEERING DIRECTORATE GOVERNMENT OF WEST BENGAL
15, D.L.Roy Road, Krishnagar, Nadia-741101,
Email: eemed_krishnagar@yahoo.in
NOTICE FOR INVITING E-TENDER
E-tenders are invited from Interested Bonafide bidders /Govt. contractors for "Internal Electrification work of proposed Office Bulding for the O/O The Executive Engineer, Nadia Division, M.E.Dte." **[Tender ID- 2025_MAD_886227_1].** Last date of submission: **11.08.2025.** Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in/**
Sd/- **Executive Engineer**
Nadia Division, M. E. Dte

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS
NIT No.: 03 of 2025-26
Online Tender has been invited from bonafide agencies for Construction of Shed at Moylakhola Dumping Ground, within Basirhat Municpality. Offline Start Date: **04.08.2025 at 09.00 AM.** Closing Date: **12.08.2025 upto 12.30 PM.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- **Chairperson**
Basirhat Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১৩-২০২৫-২৬, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ** ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১৩-২০২৫-২৬। **কাজের নামঃ** পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিসনে মেনলাইন থেকে সাইডিংগুলিকে পৃথক করার জন্য সিবি লাইনের ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি ওএইচই এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ২,১৩,২৪,৯০১ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৫৬,৬০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
SDAH-148/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৯-২০২৫-২৬-আর, তারিখ ২৯.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ** ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-৯-২০২৫-২৬-আর। **কাজের নামঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে বন্ডিং এবং আর্থিং সিস্টেম-এর ব্যবস্থা করার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি ওএইচই, পিএসআই এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,২২,০৭,৩০১ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ/দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২,১১,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২১.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী পাওয়া যাবে।
SDAH-147/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
CORRIGENDUM NOTICE
Tender ID : 2025_MAD_882852_1
Tender Notice No. : WBDMC/AUTO/E-EOI-27/25-26
The Bid Submission Closing date will be read as 07-08-2025 upto 5:00 PM in lieu of 02-08-2025 upto 5:00 PM and Date of Bid Opening for Technical Proposals will be read as 11-08-2025 after 11:00 AM in lieu of 05-08-2025 after 11:00 AM. The other terms and conditions will remain unaltered.
For details : **wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Tender Notice
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Construction of boundary wall and base strengthening work around big diameter tube well at Hoi-Choi Park in ward No. 34 under Rajpur Sonarpur Municipality.
NIT No. WBMAD/ULB/RSM/WS/242/25-26 Dated 01/08/2025
Estimated Amount: **2,88,076.00/-.** Submission started date: **02.08.2025 at 17-30 hrs.** Submission End date: **11.08.2025 at 17-30 hrs.** Technical Bid opening date: **13.08.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

Tender Notice
E-Tender is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
Name of the Work: Shifting of 150mm dia D.I. drinking water main pipe line at Manickpur in ward No. 23 under Rajpur Sonarpur Municipality.
NIT NO. WBMAD/ULB/RSM/WS/241/25-26 Dated 01/08/2025
Estimated Amount: **2,71,280.00/-.** Submission started date: **02.08.2025 at 17-30 hrs.** Submission End date: **11.08.2025 at 17-30 hrs.** Technical Bid opening date: **13.08.2025 at 17-30 hrs.** For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

Tender Notice
E-Quotation is hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-
1. Name of the Work : Supply and installation of wooden frame posters, iron frame posters, printing, branding, box gate etc. within Rajpur-Sonarpur Municipality.
NIQ No. WBMAD/ULB/RSM/NULM/240/25-26 Dt. 01.08.2025.
Submission started date: **02.08.2025 at 17-30 hrs.** Submission End date: **11.08.2025 at 17-30 hrs.** Technical opening date: **13.08.2025 at 17-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**
Dr. Pallab Kumar Das
Chairman
Rajpur Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া ডিভিশনে বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নং ঃ সিওএম/পিইউবি/এইচডব্লুএইচ/২৫/২৩, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** বাণিজ্যিক প্রচারাধিকারের চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগটি **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। ● **ক্যাটালগ নং ঃ পিইউবি-এইচডব্লুএইচ-২৫-২৩।** ● **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২.০০টা। যথাক্রমে **ক্রম নং; লট নং.; বিবরণ ঃ এএ/১; এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-ভিইআরজিএন-৩০-২৫-১**; রামপুরহাট ও সাঁইথিয়া রেলওয়ে স্টেশনে লাইসেন্সধারীর খরচে তিন (০৩) বছর সময়কালের জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা সহ সার্কুলেটিং এলাকায় সৌন্দর্যায়ন ও বাগান রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। **এএ/২; এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-এইচডব্লুএইচ- ভিইআরজিএন-৩১-২৫-১**; হাওড়ার ফরশোর রোড, অবনী মলের কাছে লাইসেন্সধারীর খরচে তিন (০৩) বছর সময়কালের জন্য বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা সহ সার্কুলেটিং এলাকায় সৌন্দর্যায়ন ও বাগান রক্ষণাবেক্ষণের চুক্তি প্রদান। **এবি/১; এমএসএস-এইচডব্লুএইচ- বিএইচপি-ডিআইজিআইএল-৩২-২৫-১**; হাওড়া ডিভিশনের অধীনে বোলপুর স্টেশনে তিন(০৩) বছর সময়কালের জন্য ডিজিটাল স্টোরেজ লকার গড়ে তোলা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান। **এবি/২; এমএসএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ- ডিআইজিআইএল-৩৩-২৫-১**;হাওড়া ডিভিশনের অধীনে রামপুরহাট স্টেশনে তিন(০৩) বছর সময়কালের জন্য ডিজিটাল স্টোরেজ লকার গড়ে তোলা, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চুক্তি প্রদান।
(HWH-225/2025-26) **সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

একদিন
চিত্রাঙ্গদা
আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...
শনিবার • ২ অগস্ট ২০২৫ • পেজ ৮

আশাপূর্ণা দেবী
জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত আটপৌরে লেখিকা

এস ডি সুব্রত

ব্যক্তিজীবনে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন নিতান্তই এক আটপৌরে মা ও গৃহবধূ। যিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিলেন। বাংলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ভাষায় তার জ্ঞান ছিল না। বঞ্চিত হয়েছিলেন প্রথাগত শিক্ষালাভেও। যে নারীদের, আমাদের তথাকথিত সমাজ যুগ-যুগান্ত থেকে উপেক্ষিত করে আসছে তাদের মনের অন্দরের কথাই লেখিকা মহাশয়া নিজ রচিত নানান কাহিনীতে তুলে ধরেন। একাধারে তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার এবং শিশুসাহিত্যিক। বিভিন্ন ধরণের ঘটনার সমাবেশকে অঙ্গীকার করে, তিনি যে ভাবে নিজ প্রতিবাদী সত্তার বহিঃপ্রকাশ করেন তার তুলনা কোনো ভাবেই চলেনা। তিনি নিজ লেখনীর জোড়ে স্বতন্ত্রতার বিশেষ সতন্ত্রতার দাবিদার। একজন গৃহবধূ হয়েই তাঁর সাহিত্যের যাত্রার আরম্ভন হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা অথবা পাশ্চাত্যের বিষয় সম্মন্ধে আশাপূর্ণা দেবী ছিলেন নিতান্তই অনভিজ্ঞা কিন্তু তবুও তাঁর চিন্তন শক্তি ছিল প্রখর। এই চিন্তন শক্তিকে কাজে লাগিয়েই তিনি,নিজের নানান ধরণের গৃহকর্মের মাঝে সময় বের করে সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন।

লেখিকার অন্তরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি ছিল অতুলনীয়। প্রথম প্রতিশ্রুতি , সুবর্ণলতা , বকুল কথা এই তিনটি উপন্যাস হলো তাঁর রচিত ত্রয়ী উপন্যাস যার জনপ্রিয়তা আজও অটুট রয়ে গিয়েছে। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যে এই রচনা তিনটিকে বিশ শতকের প্রেক্ষিতে শ্রেষ্ঠ হিসেবে গন্য করা হয়। উত্তর কলকাতার মাতুললয়ে আশাপূর্ণা দেবীর জন্ম হয় ১৯০৯ সালের ৮ ই জানুয়ারি। মৃত্যু বরণ করেন ১৩ জুলাই ১৯৯৫ সনে।তাঁর পিতা ছিলেন হরেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং মাতা ছিলেন সরলাসুন্দরী দেবী। তাদের আদিনিবাস ছিল হুগলী জেলার বেগমপুরে। এবং ১৯২৪ সালে মাত্র ১৫ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয় কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা কালিদাস গুপ্তের সাথে। সে যুগে তাঁর পিতা বিভিন্ন জনপ্রিয় পত্রিকায় ছবি আঁকতেন, তিনি ছিলেন প্রফেশানাল কমার্শিয়াল আর্টিস্ট। আশাপূর্ণা দেবীর ছেলেবেলাটা কেটেছে উত্তর কলকাতাতেই। তাঁর ঠাকুমা নিস্তারিণী দেবীর ছিল পাঁচ পুত্র। আশাপূর্ণা দেবী নিজ ঠাকুমার একান্নবর্তী পরিবারেই বড়ো হয়ে উঠতে থাকেন। তবে আনুমানিক পাঁচ বছর বয়সে লেখিকার বাস-ভিটের পরিবর্তন হয়। তাঁর পিতা হরেন্দ্রনাথ আপার সার্কুলার রোডে নিজস্ব বাস ভবন যখন বানান তখনই তাঁর বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে। তবে এতো কম বয়সেও শৈশবের নানান স্মৃতি তাঁর স্মৃতিপটে অক্ষুন্ন ভাবে রয়ে। যার প্রতিফলন আমরা তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর নিজস্বী একটি বয়ান থেকে জানা যায় শৈশবকালে তিনি বেশ ডাকাবুকো ছিলেন। দাদাদের সাথে ক্যারাম খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, মার্বেল খেলা এ সবই তিনি শৈশবকালে করেন। এক সময় লেখিকার ভাগ্যের পট পরিবর্তন ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিঠির মাধ্যমে। দুঃসাহসীকতার বসে লেখিকার, রবীন্দ্রনাথের প্রতি লেখা এক চিঠির প্রতিউত্তর পাওয়ার পরেই মূলত তাঁর লেখক সত্তার বিশেষ জাগরণ হয়। আশাপূর্ণা দেবী ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন সমস্ত রকম রক্ষণশীলতার উর্দ্ধে। এছাড়া নিজ মাতার আনুকুল্য সাহিত্য পাঠেও ছিল তাঁর বিশেষ আগ্রহ। তবে ছেলেবেলায় খুবই দুঃখজনক ভাবে তাঁর প্রথাগত ভাবে শিক্ষা লাভ করা হয়ে ওঠেনি। তৎকালীন সমজের ন্যায় তাঁর ঠাকুমাও স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ বিরোধি ছিলেন, তিনি মনে করতেন বাড়ির কন্যারা স্কুলে পড়তে গেলেই তাদের চারিত্রিক পতন অবসম্ভাবি। সে যুগে যেহেতু যেকোনো কন্যা সন্তানের জীবনের মোক্ষম লক্ষ্য ছিল বিবাহ, সেহেতু তাদের চরিত্রে কোনো রকম কোনো অনাকাঙ্খিত কালিমা থাকা বাঞ্ছণীয় ছিলনা। ফলত নারী শিক্ষার চল সেই সময় বলা বাহুল্য নগন্যই ছিল। অন্যদিকে লেখিকার মাতাভক্ত পিতাও, মাতার সম্মানের কথা মাথায় রেখে নিজ কন্যাকে প্রথাগত শিক্ষা প্রদানে ছিল অপারগ। তাঁর পড়াশোনা যা শেখার সব তাঁর দাদাদের কাছে বিভিন্ন পড়া শুনে আর পত্র-পত্রিকা পড়ে।বাইশ-তেইশ বছরের ছেলের মৃত্যুও তাঁকে সইতে হয়েছিলো! শোক তাঁকে বহু দিন বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। কিন্তু তখন ও তাঁর কলম চলেছে। লিখে গেছেন তখনো । লেখালেখির এক জিদ তাঁকে আজীবন তাড়িত করেছে। খুবই অল্প বয়সে নিজ আত্মসংকল্পের জোড়ে নিজের দাদার কাছে পড়া শুনেই তিনি নিজ জ্ঞানের বিস্তার করা শুরু করেন। অন্যদিকে বর্ণপরিচয়ও ছিল তাঁর শিক্ষা গ্রহণের আর এক সঙ্গী। তাঁর মাতা সরলাদেবী ছিলেন সাহিত্যের একনিষ্ঠ পাঠিকা এই কারণে নিজ সাহিত্য পাঠের গুন তিনি নিজের সন্তানদেরও প্রদান করেন। এছাড়াও সরলাসুন্দরী দেবী ছিলেন চৈতন্য লাইব্রেরি, জ্ঞানপ্রকাশ লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্য সেই সুবাদেই আশাপূর্ণা দেবীর গৃহে গ্রন্থ সম্ভারের অভাব ছিলোনা এবং তাঁর গৃহে সাধনা, প্রবাসী, সবুজপত্র, বঙ্গদর্শন, সন্দেশ ইত্যাদি পত্রিকা সকলের আনাগোনাও ছিল অবাধ। এই কারণেই প্রথাগত শিক্ষার আবেশ তাঁর জীবনে না ঘটলেও,এ সমস্ত পুস্তিকা গুলি পঠন করে তাঁর মাঝে সাহিত্যিক সত্তার বিকাশ ঘটে সার্থকভাবে । আশাপূর্ণা দেবী নিজের সারাটা সাহিত্য জীবন জুড়ে, নানান ধরণের সাহিত্য প্রকরণের আশ্রয় নিয়ে নানান প্রকারের রচনার করে যান। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস এ সবই তাঁর রচনা সম্ভারের অঙ্গবিশেষ, তবে এ সকল ধরণের প্রকরণের মাঝে আশাপূর্ণা দেবীর রচিত উপন্যাসগুলি বিশেষ স্বতন্ত্রতার অধিকারী। ১৯৪৪ সালে লেখিকা তাঁর প্রথম উপন্যাস লেখেন। কমলা পাবলিসিং এর সম্পাদক বিশু মুখোপাধ্যায়ের তাগিদে তিনি দ প্রেম ও প্রয়োজন তনামক উপন্যাসটি লেখেন। অল্প পরিসর ও সুতীক্ষ্ণ প্রেক্ষাপট যুক্ত ছোট গল্প লেখার জন্য লেখিকা প্রথম থেকেই বিশেষ জনপ্রিয় ছিলেন । তাঁর প্রত্যেক উপন্যাসেরই মূলে ছিল তৎকালীন সময়ের বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ এবং সেই সমাজেরই মানুষের জীবনযাত্রা। এছাড়া নারীদের কথাও তাঁর উপন্যাসে উপেক্ষিত হয়নি।

এ সব কিছু মিলিয়েই তাঁর রচিত উপন্যাস গুলির মাধ্যমে আমরা এই বিষয়টি খুবই ভালো ভাবে জানতে পারি যে তৎকালীন যুগের সাপেক্ষে,কালের সাথে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের বাইরের রূপ পরবর্তীত হলেও এর ভিতরের রূপ সেই অদ্দিকালের মতনই রক্ষনশীল রয়ে যায়, এর পরিবর্তন কোনো ভাবেই হয় না। লেখিকা এই রক্ষণশীল মনোভাবের উপর আঘাত হানতেই, নিজ রচিত উপন্যাস গুলিতে এমন কিছু চরিত্রের নির্মাণ করেন যাদের মধ্যে ছিল অতীপ্রাসঙ্গিক প্রতিবাদীভাবের বাহুল্যতা। বাংলা সাহিত্য জগতে আশাপূর্ণা দেবীর প্রায় ২৪২ টির মতন উপন্যাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এবং এই উপন্যাসগুলি রচনার ক্ষেত্রে লেখিকার লেখনীর কিছু বিশেষ বিচিত্রতা তথা স্বকীয়তা পরিস্ফুট হতে লক্ষ্য করা যায়। তিনি একাই লিখেছেন ২৫০'র বেশী উপন্যাস, ১৫০০ র বেশী ছোট গল্প মতান্তরে ৪ হাজারের বেশী গল্প লিখেছিলেন । শিশু সাহিত্যের উপরেও ৬০টির বেশী বই। তিনি হলেন আশাপূর্ণা দেবী যে আশাপূর্ণা দেবী জীবনে স্কুলে পড়তে যাননি, লেখালেখির জন্য সেই আশাপূর্ণা দেবীকেই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডি-লিট ডিগ্রিতে ভূষিত করেছিলো। পেয়েছিলেন ভারতের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার জ্ঞানপীঠ । আত্মকথায় লিখেছিলেন, 'ইস্কুলে পড়লেই যে মেয়েরা বাচাল হয়ে উঠবে এই তথ্য আর কেউ না জানুক আমার ঠাকুমা ভালোভাবেই জানতেন, এবং তাঁর মাতৃভক্ত পুত্রদের পক্ষে ঐ জানার বিরুদ্ধে কিছু করার শক্তি ছিলোনা।' অন্য জায়গায় তিনি লিখেছিলেষ, 'ছোটবেলা থেকেই আমার অনুভূতির ব্যাকুলতা আমাকে ভাবিয়েছে, যন্ত্রণা দিয়েছে, আমাকে লিখিয়ে ছেড়েছেখ. আমি লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে... চিরদিনই মনের ভিতরে একটা আপোষহীন বিদ্রোহ ছিল, তাকে যদি নারী মুক্তির পিপাসা বলতে হয়, তাহলে তাই। যদি কিছু বিদ্রোহিণী চরিত্র সৃষ্টি করে থাকি, সেটা করেছি প্রতিবাদ করার মাধ্যম হিসাবেইখ।' তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণশক্তি তাকে দান করে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের আসন।

সামাজিক সবস্তরেই জারি পণপ্রথার বলি

শুভজিৎ বসাক

ইতিহাসের প্রাচীন অধ্যায়ে মানুষ বিনিময় প্রথা হিসাবে গরুকে ব্যবহার করত এবং এরপরে কড়ি, বিভিন্ন মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানে বিনিময় মাধ্যম হিসাবে টাকার চল থাকলেও মানুষ অচিরেই সেই প্রাচীন অধ্যায়ে নিজেকে জন্তুর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে যৌতুক প্রথার মাধ্যমে যেখানে বিয়ের সময়ে উপহার বিনিময়ের নামে আসবাব, বৈদ্যুতিন যন্ত্রাদি, টাকা ইত্যাদি আদায় করা হয় এবং নিজেকে বিনিময় মাধ্যমে এক জন্তুতে পরিণত করেছে। সম্প্রতি জাতীয় মহিলা কমিশন মারফৎ এই যৌতুক প্রথা নিয়ে একটি প্রকাশিত রিপোর্টে উঠে এসেছে যে একবছরে দেশে এই পণের বলি হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৬৪৫০ জন মহিলা এবং এই তালিকায় দেশের মধ্যে শীর্ষে জায়গা করে নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ নবম স্থানে রয়েছে।

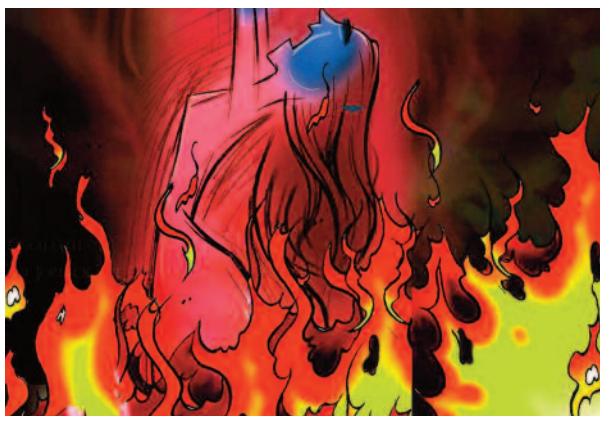

এখনও দেশে পণপ্রথাকে অনেকে স্ত্রীধন অর্থাৎ স্ত্রীয়ের আনুষঙ্গিক মূলধন হিসাবে গণ্য করে চালায় যা একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী ভাবনা ছাড়া কিছুই নয় যেখানে তাদের অপরাধপ্রবণতা ঢেকে দেওয়ার উপায় খোলা থাকে। অথচ স্ত্রীধন এবং যৌতুকের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। বিবাহের আগে, সময়কালে বা পরে কোনও মহিলাকে প্রদত্ত যেকোনো কিছু, যার মধ্যে সন্তান জন্মদানও অন্তর্ভুক্ত, তাকে তার স্ত্রীধন বলা হয়। প্রধান পার্থক্য হল, স্ত্রীধন স্বেচ্ছায় দেওয়া হয়, যেখানে যৌতুক বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়া হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বা স্ব-অর্জিত সম্পত্তি স্বামীর পরিবার থেকে নগদ বা জিনিসপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপহার ছাড়াও স্ত্রীধন হিসাবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে ১৯৬১ সালের যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন অনুসারে, 'যৌতুক' বলতে 'বিবাহের এক পক্ষ কর্তৃক বিবাহের অন্য পক্ষকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রদত্ত বা সম্মতিপ্রাপ্ত যেকোনও সম্পত্তি বা আর্থিক দলিল' বোঝায় এবং বিবাহকে এই ধরণের উপহার গ্রহণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল করা উচিত নয়। অর্থাৎ আধুনিক মুহূর্তে লোকদেখানো স্ত্রীধনের আড়ালে পণপ্রথার রমরমা বৃহদাকারে চলছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর তথ্যের ভিত্তিতে মহিলা কমিশনের তরফে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে গোটা দেশে পণপ্রথার বলি হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৬৪৫০ জন মহিলার যেখানে ২০১৪ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ৮৫০০ জন। ২০২২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী সর্বোচ্চভাবে শুধু উত্তরপ্রদেশে একবছরে মৃত্যু হয়েছে ২২১৮ জনের, বিহারে বলি হয়েছে ১০৫৭ জন মহিলার। সেই বছরে পশ্চিমবঙ্গ পণপ্রথার বলির নিরিখে নবম স্থানে রয়েছে। অন্যদিকে, ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে পণের জেরে হেনস্থার শিকার মহিলা কমিশনের কাছে পণ সংক্রান্ত নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে যথাক্রমে ৪৮০০ এবং ৪৩৮৩টি।

আধুনিককালে পণ বা যৌতুক প্রথা অতীতে চলমান এক সামাজিক ব্যাধির প্রতিরূপ যেখানে মহিলাদের পিছিয়ে পড়া শ্রেণী হিসাবে দেখিয়ে তাদের অভিভাবকদের থেকে দায়মুক্তি হিসাবে এই পণ্য চেয়ে নেওয়া হত। অন্যভাবে দেখলে দেখা যায় অতীতে বিষয়বস্তু কেনার জন্য যেমন পশুর বিনিময় করা হতো সেভাবেই পাত্রপক্ষ আজও নিজের ছেলেকে পণপ্রথা ব্যবস্থার আড়ালে বিনিময় করছে যেটা স্পষ্ট হওয়া উচিত। অতীতে প্রচলিত ক্রীতদাস প্রথার সাথেও একে তুলনা করা যেতে পারে এবং শিক্ষার অভাবে মানুষ নিজেকেই নিকৃষ্ট স্তরে অবনমিত করে কালপর্যায়ে পশুতে রূপান্তরিত হয়েছে তা বলাইবাহুল্য। এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে দেশীয় প্রশাসন বিভিন্নরকম উদ্যোগভিত্তিক প্রচার চালালেও মূলতঃ মানুষের নিজেদের মধ্যে এই বিষয়ে বোধ জন্মানো উচিত কারণ আধুনিক সময়ে সামাজিক প্রতিটি স্তরে শিক্ষাবিস্তারের অন্যতম লক্ষ্যই হল স্ত্রী-পুরুষ সকলের মধ্যে স্বাবলম্বীতার মানদন্ড গঠন করা এবং অস্বাবলম্বী যেকোনও মানুষের উচিৎ নয় অন্যের সম্পদের ওপরে ভাগ বসিয়ে জীবননির্বাহ করা এবং এভাবেই তারা নিজেকে পশুতে পর্যবসিত করে সমাজে পণপ্রথার বলি চালাচ্ছে যে দৃশ্য সমাজের উঁচু থেকে নীচু সবস্তরেই বিদ্যমান যা একপ্রকার উদ্বেগ রেখে যায়। সামাজিক স্তরে এসব নিকৃষ্টতা ভুলিয়ে দেয় যে সবসময় সুস্থ জীবনে পাশে চলার মতো একজন মানুষের প্রয়োজন যার অনুপস্থিতিতে শুধুই কিছুপ্রকার সম্পদ সেই সুসময় কখনোই ফেরত দিতে পারে না।

উনিশ শতকের নারী শিক্ষা

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

উনিশ শতকের নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে মহাপুরুষগণ সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন। তারা সমাজকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন নারী শিক্ষা না থাকলে সমাজে অগ্রগতি হয় না। যেমন রাজা রামমোহন রায় বলেছিলেন 'শ্রী লোকদিকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন কালে লইয়াছেন যে তাহা দিগকে অল্প বুদ্ধি কহেন? আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞান শিক্ষা, স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন নাই। তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? ১৮৩৫ সালে সমাচার দর্পণে 'চুঁচুড়া নিবাসী স্ত্রী গণশ্য'নামে একটি পত্র প্রকাশিত হয় এই পত্রের লেখক কে বা কারা তা জানা যায়নি। তবে চিঠিটি বেশ সাহসী ও সুচিন্তিত। পত্রটিতে কতগুলি দাবি পেশ করা হয়েছে

১) বিশ্বের অন্যান্য সভ্য দেশের নারীদের মতো তাদেরও বিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ দিতে হবে।

২) অন্যান্য দেশের স্ত্রী লোকেরা যেমন স্বচ্ছন্দে সকল লোকের সঙ্গে আলাপাদি করে আমাদের তদ্রূপ করিতে দেয় না কেন?

৩) এ যুগে নারীরা আর বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদি ন্যায় হস্তান্তরিত হতে চান না। বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ ও পণপ্রথা বন্ধ করতে হবে।

৪) নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা চাই

৫) জাহাজের অনেক ভারজা আছে তাহাদের সঙ্গে কেন আমাদের বিবাহ দিতেছেন? ভার্জার মৃত্যুর পর স্বামী পুনরবিবাহ করিতে পারে তবে কেন স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর করিতে পারে না? তবে মনে করা হয় চিঠিটি সাধারণত কোন মহিলা কর্তৃক লিখিত হয়েছিল। উনিশ শতকে কৈলাস বাসিনী দেবী ' হিন্দু মহিলাগনের হীনা বস্থা'গ্রন্থে লিখেন এই বঙ্গ দেশের নানা প্রকার অনিয়মের পরিপূর্ণ রইয়াছে পরিবর্তন করিতে হইলে তাহার সমুদয় পরিবর্তন করিতে হয়।..... যেমন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে কিন্তু বাল্যবিবাহ উঠিল না এবং বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আইন প্রচলিত হইবে কিন্তু কৌলিন্য মর্যাদাই থাকবে। কৌলিন্য যেমন নারীর ব্যভিচারিনী হবার পথ বাল্যবিবাহ তেমনি বাল বৈধব্যের অন্যতম কারণ। একই গ্রন্থে লিখিকা আবার বলেছেন কত দিনে এই বঙ্গ দেশে জ্ঞান সূর্য উদয় হইয়া অজ্ঞান অন্ধকার নষ্ট করিবে? হে বঙ্গবাসীণী ভগিনীগণ। কত দিনে তোমরা সর্বগুণাকিতা হইয়া এই বঙ্গমাতাকে শোভিতা করিবে? উনিশ শতকে কৈলাস বাসিনী দেবী গভীর রাতে দরজা বন্ধ করে গোপনে তার স্বামী দুর্গাচরণ গুপ্ত কাছ থেকে লেখাপড়া শিখেছেন। কৈলাস বাসিনী দেবী তার আত্মকথায় লিখেছেন ' কি স্বামী সহধর্মিনী তার সুখ দুঃখের সমান অংশ ভাগিনি। কিন্তু বাস্তবে স্ত্রী স্বামীর দুঃখেরই অংশ ভাগী, সুখের নয়। তা না হলে শিক্ষার অধিকার থেকে কেন তারা আমাদের বঞ্চিত করেন? আসলে তারা চিরদিনই আমাদের দাসী করে রাখতে চান, তাই শিক্ষার সুযোগ দেন না। তারা ভয় পান যে শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা পুরুষের মতোই সচেতন হতে পারবেন।'

রাসসুন্দরী দেবী ১৯ শতকে আমার জীবন গ্রন্থে লিখেছেন 'গোপনে রান্নাঘরে শাড়ির আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে তিনি বই পড়তে শিখেছেন-একটি একটি করে অক্ষর চিনতে শিখেছেন। তাকে কেউ সাহায্য করেনি লেখাপড়া শিখতে।'

সেই সময় সমাজ এমন ছিল মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে তাকে নিয়ে লোকে উপহাস করত, সংস্কার মন্ডিত ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রচার করত মেয়েরা বিধবা হবে যদি বিদ্যা চর্চা করে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে 'উনাদের বিদ্যা শিক্ষার কি আবশ্যক? ওরা কি চাকরি করিয়া টাকা আনিবে? পুরুষের ভয় হলো স্ত্রী শিক্ষা চালু হলে স্ত্রী পুরুষের বিভেদ ঘুচে যাবে। উনবিংশ শতকের শিক্ষাই যেন ছিলেন লিঙ্গ নির্ধারণের প্রধান মাপকাঠি। লেখাপড়া যেন ছেলেদেরই একমাত্র অধিকার সেখানে নারীরা ব্রাত্য। তা সত্ত্বেও অনেক মহিলা উনিশ শতকে চেষ্টা করেছে নিজের উদ্যোগে তাদের স্বামীদের উদ্যোগে লেখাপড়া শিখতে ও বিদ্যা চর্চা করতে। ১৯ শতকে একজন মহিলা রাজ-বালা দেবী তিনি কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে উল্লেখ করেন-মেয়েদের এই অবস্থা জন্য সমাজ ও পুরুষেরা দায়ী। সমাজতত্ত্ববিদ তথা ঐতিহাসিক তানিয়া সরকার উল্লেখ করেছেন মনে হয় ভয়টা এখানেই, এত দিনের পুরুষ প্রধান সমাজে মেয়েরা সচেতন হয়ে যদি পুরুষের আধিপত্যকে প্রশ্ন করে সেটাই ভয়। এই একটা ক্ষেত্রে (শিক্ষা) পুরুষ স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত। পুরুষোচিত সাফল্য যশ ও কর্মক্ষমতা তার আয়ত্তে এসেছে। মেয়েরা যদি শিক্ষার অধিকার পায় তবে লিঙ্গ ভেদ আর বাঁচিয়ে রাখা শক্ত।' প্রকৃতপক্ষে উনিশ শতকের শিক্ষা গ্রহণ থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করে রেখে বা অন্ধকারে রেখে তাদের গৃহবন্দী করে রাখার এটি একটি অন্যতম উপায় ছিল। ১৮৯৪ সালে তৎকালীন উচ্চ পদস্থ অফিসার কেদারনাথ রায়ের সাথে বেতন কলেজের কৃতি ছাত্রীর কবি কামিনী রায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন তার বয়স ছিল ৩০ বছর। যেটি সেই সময় মেয়েদের ক্ষেত্রে একটি অস্বাভাবিক বয়স। কিন্তু কামিনী রায় বিয়ের পর কবিতা লেখা বন্ধ করে দেন। ১৮৯৪ সালে তার 'আলোছায়া' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কামিনী রায় তার একটি কবিতার মাধ্যম নিয়ে জানিয়েছেন তার স্বামী সন্তান-সংসার এগুলোই এখন তার কবিতা----নিভৃত হৃদয় কক্ষে ধীরে ধীরে অবতরি/নিরিখি অবাক হয়ে রই/এই আমি-এই আমি? হায়!/হায়! এই আমি?

রাজনারায়ণ বসু গুনি কন্যা হলে লজ্জাবতী বসু। তিনিও কবিতা লিখতেন। তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হননি। তার কবিতার মধ্যেও তৎকালীন নারী সমাজের শিক্ষার কথাটি পরোক্ষভাবে হলেও উল্লিখিত হয়েছে — থামো থাম হেতা হতে যাও যাও সবে চলে/আমার এই শুনিতে দাও আপনার কথা/ভুলায়ে রেখোনা মোরে শত কথা বলে/আমারে বুঝিতে দাও আপনার ব্যথা/আমার আমিত্ব আমি দিবনা ডুবিতে।

উনিশ শতকে মিশনারিরা এদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মিশনারীরা চেষ্টা করেন যাতে এদেশের নারীরা লেখাপড়া শিখতে পারে কিন্তু কোন উচ্চ বর্ণের নারীরা বা সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা এই সমস্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হতো না যারা হলো তারা হচ্ছে নিম্ন বর্ণের বা খ্রিস্টান পরিবারের মেয়েরা। ১৮৪৯ এর দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের প্রদান করা জমিতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পেছনের উদ্যোগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহযোগিতায় হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুষ্ট কন্যা সৌদামিনী দেবী ও মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারের দুই কন্যা ভুবনমালা ও কুন্দমালা এই বিদ্যালয় ভর্তি হলেন। বিদ্যাসাগর ও বেতন বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাড়ির বয়স্কদের অনেক বুঝিয়ে বাড়ির মেয়েদের এই বিদ্যালয় ভর্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৮৪৭ সালের বারাসাত মহকুমাতেও দুটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার অনেক মহিলারা এই সময় নিজেদের উদ্যোগেই বাড়িতে বসেই লেখাপড়া শিখেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বামা সুন্দরী দেবী, রাস সুন্দরী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, কৈলাসবাসিনী দেবী, মনোরমা মজুমদার, নিস্তারিণী দেবী প্রমুখ। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মেয়েদের শিক্ষার বড় সমর্থক ছিলেন তার সহধর্মী ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। তিনি বিলাতেও গিয়েছিলেন। মেয়েদের আধুনিক পোশাকের অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মনে করতেন শিক্ষায় একমাত্র স্ত্রীকে স্বামী রূপযুক্ত জীবনসঙ্গিনী হিসাবে তৈরি করতে পারে।মেয়েদের লেখাপড়া বিষয়ে ইন্দিরা দেবী উল্লেখ করেছেন চতুর্দিকের অবস্থার যখন পরিবর্তন ঘটছে এবং ঘটবেই তখন একমাত্র নারীকে ঠিক পূর্বস্থানে অবিচলিত রাখা অসম্ভব।

কৃষ্ণভাবনী দেবী তিনিও স্বামীর সাথে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডে বঙ্গমহিলা গ্রন্থে লিখেছেন ছেলেরা লেখাপড়া শিখে ডিগ্রিধারী হয়ে নিজেদের সুখ খুঁজতেই বেশি ব্যস্ত হলেন ঘরে বন্দী মেয়েদের চোখের জল তাদের বিচলিত করল না। আমরা যদি ইংরেজ মেয়েদের মত ভোটাধিকারের লড়াইয়ের মতো আন্দোলন করতে পারি। আমাদের মুক্তির জন্য ,তবে হয়তো তাদের (পুরুষ) টনক নড়বে।'ভারত শ্রমজীবী পত্রিকার সম্পাদক শশীপদ ব্যানার্জি তার স্ত্রী রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন। উনিশ শতকে আর একজন নারীর কথা খুবই উল্লেখযোগ্য তিনি হচ্ছেন মণি কুন্তলা সেন। কার লেখা সেদিনের কথা থেকে উল্লেখ করা যেতে পারে'প্রায় শতাব্দীব্যাপী লড়াই এরপর কত ধীরে ধীরে মেয়েদের জীবনে পরিবর্তনে এসেছে। আমরা বুঝতাম আগাগোড়া কাঠের পার্টিশন এবং কাঠের উপর কাছে ঘেরা জায়গায়। নাম ডাকার সময় হাতের চুড়ি শব্দ শুনে প্রফেসর তার উপস্থিতি বুঝতেন। প্রগতিশীল একটি শহরের মেয়েদের কি পর্দাপোতা মেনে চলতে হতো তা এখন ভাবলেও অবাক লাগে'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থির করতে উল্লেখ করেছেন'কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই ২৭ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না... বিধাতাকে জিজ্ঞাসা করলুম এই গড়ির মধ্যেকার চারিদিকে প্রাচীর তোলা নিরানন্দের অতি সামান্য বুদবুদটা এমন ভয়ংকর বাধা কেন?... তোমার এমন ভুবনে আমার এমন জীবন নিয়ে কেন ওই অতি তুচ্ছ ইট কাঠের আড়ালটার মধ্যেই আমাকে তিলে তিলে মরতে হবে? আমি বাঁচবোই আমি বাঁচলুম'।পরিশেষে বলা যেতে পারে যে উনিশ শতকে নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে সমাজে যে পর্দা প্রথা ছিল তা কিছুটা হলেও দূর করা গিয়েছিল, অনেক নারীরাই শিক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিলেন।